সুনানে
ইবনে মাজা
তৃতীয় খণ্ড

সুনান ইবনে মাজা

তৃতীয় খণ্ড

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
(জ. ২১৫হি./৮৩০ খৃ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫খৃ.)

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ মূসা**
বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১/৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৮৭

ISBN-984-840-000-1-Set

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২২
আশ্বিন	১৪০৮
সেপ্টেম্বর	২০০১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ
SUNANE IBN MAJA-3rd volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 230.00 Only.

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ্। ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর আস-সুনান শীর্ষক হাদীস সংকলনের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। কুরআন ও হাদীসই হলো বিশ্বমানবতার একমাত্র পথপ্রদর্শক। এর সাথে আমাদের সম্পর্ক যতই শিথিল হচ্ছে, আমরা ততই পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন বাতিল মতবাদের বিস্তার পথভ্রষ্টতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ষাটের দশকে দেখেছি মানবতা বিরোধী তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সয়লাব এ দেশের, বিশেষ করে ছাত্র-যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে ভ্রষ্ট করেছে তাদের দীন-ধর্ম থেকে।

বর্তমান কালে আরেকটি কুফরী মতবাদের উদ্ভব হয়েছে আমাদের মাঝে। 'মৌলবাদ' বর্জনের আহ্বান ও তার বিরোধিতার ছদ্মাবরণে আজ আমাদেরকে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং ইসলামী জীবনাচার বর্জনের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে। বৃহত্তর শিক্ষাংগণে টিকে থাকা সামান্যতম ইসলামী শিক্ষাকেও একেবারে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্র মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র চলছে।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে এদেশে কুরআন-হাদীসের চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে না পারলে আমরা হয়তো একদিন স্পেনের মুসলিম জাতির মত বিলীন হয়ে যাবো। বিশেষত ইহুদী-খৃস্টান ও মূর্তিপূজকরা এবং তাদের আজ্ঞাবহরা তাই কামনা করছে। "এরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেনই, কাফেরদের তা যতই অপছন্দনীয় হোক" (সূরা সফ্ক ঃ ৮)।

মুহাম্মদ মূসা

গ্রাম ঃ শৌলা, পোঃ কালাইয়া

থানা ঃ বাউফল, জিলা ঃ পটুয়াখালী

তারিখ ঃ ১ রবিউল আওয়াল ১৪২২ হি.

সূচীপত্র

১২–কিতাবুত তিজারাত (ব্যবসা-বাণিজ্য)

অনুচ্ছেদ

১. আয়-রোজগার করতে উৎসাহ প্রদান ১৯
২. জীবিকা অর্জনে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন ২১
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে সতর্কতা অবলম্বন ২২
৪. কোনও উপায়ে কারো রিযিকের ব্যবস্থা হলে সে যেন তাতে লেগে থাকে ২৩
৫. কারিগরি শিল্প প্রসংগে ২৩
৬. পণ্য সরবরাহ ও মজুতদারি ২৫
৭. ঝাড়ফুঁককারীর মজুরি ২৬
৮. কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ ২৭
৯. কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যেনার বিনিময়, গণকের বখ্‌শিশ ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ নিষিদ্ধ ২৮
১০. রক্তমোক্ষকের উপার্জন ২৯
১১. যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় ৩০
১২. মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৩১
১৩. দুইজনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা দরদাম চলাকালে তৃতীয় পক্ষ যেন তাতে অংশগ্রহণ না করে ৩২
১৪. নাজাশ ধরনের দালালী নিষিদ্ধ ৩২
১৫. স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় না করে ৩৩
১৬. পণ্য বাজারে পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করা নিষেধ ৩৪
১৭. ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে ৩৫
১৮. ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার প্রসঙ্গ ৩৬
১৯. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে ৩৭
২০. তোমার মালিকানায় যা নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এবং ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া লাভে অংশীদার হওয়া নিষিদ্ধ ৩৮
২১. সম-কর্তৃত্ব সম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে ৩৯
২২. উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ৩৯
২৩. পাথর নিক্ষেপে বেচা-কেনা এবং প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪০
২৪. গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়, পশুর স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রয় এবং ডুবুরীর বাজি নির্ভর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪১
২৫. নিলামে ক্রয়-বিক্রয় ৪২
২৬. ইকালা (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদকরণ) ৪৩
২৭. যে ব্যক্তি মূল্য বেঁধে দেয়া অপছন্দ করে ৪৩
২৮. ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন ৪৪
২৯. দরদাম করে ক্রয়-বিক্রয় করা ৪৫
৩০. ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ করা নিষেধ ৪৭
৩১. তাবীরকৃত খেজুর বাগান ও মালদার গোলাম বিক্রয় করা ৪৮
৩২. পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ৫০
৩৩. কয়েক বছরের মেয়াদে ফল বিক্রয় করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে ৫১
৩৪. ওযনে একটু বেশী দেয়া ৫২
৩৫. পুরাপুরি ওজন ও পরিমাপ করা ৫৩
৩৬. ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ ৫৩

অনুচ্ছেদ

৩৭. হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ৫৪
৩৮. খাদ্যশস্যের স্তূপ বিক্রয় করা ৫৫
৩৯. খাদ্যশস্য ওজন করলে তাতে বরকত হওয়ার আশা করা যায় ৫৬
৪০. বাজারসমূহ এবং তাতে প্রবেশের নিয়ম ৫৬
৪১. সকাল বেলায় বরকত হওয়ার আশা করা ৫৮
৪২. (দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা ৫৯
৪৩. আয় ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত ৬০
৪৪. গোলাম ফেরতদানের সময়সীমা ৬১
৪৫. কোন ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করলে তা বলে দিবে ৬১
৪৬. বন্দীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ ৬২
৪৭. গোলাম ক্রয়-বিক্রয় ৬৩
৪৮. মুদ্রার নগদ বিনিময় এবং যেসব বস্তু কম-বেশী করে বিনিময় করা জায়েয নয় ৬৪
৪৯. যে ব্যক্তি বলে, বাকি লেনদেনেই সূদ হয় ৬৬
৫০. সোনার সাথে রূপার বিনিময় ৬৭
৫১. সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করা ৬৯
৫২. দিরহাম ও দীনার (মুদ্রা) ভাঙ্গা নিষেধ ৭০
৫৩. শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা ৭০
৫৪. মুযাবানা ও মুহাকালা প্রসংগে ৭১
৫৫. আরিয়া পদ্ধতির লেনদেন (গাছের মাথার খেজুর অনুমানে ক্রয়-বিক্রয়) ৭২
৫৬. জন্তুর বিনিময়ে বাকীতে জন্তু বিক্রয় করা ৭৩
৫৭. পশুর পরিবর্তে পশু অধিক দরে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা ৭৩
৫৮. সূদ সম্পর্কে কঠোর বাণী ৭৪
৫৯. ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৭৬
৬০. কোন ব্যক্তি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না ৭৭
৬১. কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছ, ফল আসার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৭৮
৬২. চতুষ্পদ জন্তু অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৭৯
৬৩. শিরকাত (অংশিদারী) ও মুদারাবা ব্যবসা ৮০
৬৪. সন্তানের সম্পদে পিতার হক ৮১
৬৫. স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক ৮২
৬৬. গোলামের কাউকে কিছু দেওয়া এবং দান করার অধিকার প্রসংগে ৮৩
৬৭. কোন ব্যক্তি কারো গবাদি পশু বা ফলের বাগান অতিক্রম করাকালে তা থেকে কিছু (দুধ বা ফল) নিতে পারবে কিনা ৮৪
৬৮. মালিকের অনুমতি ব্যতীত কিছু নেয়া নিষেধ ৮৬
৬৯. গবাদি পশু পালন ৮৭

১৩–কিতাবুল আহকাম (বিচার ও বিধান)

১. বিচারকমণ্ডলী সম্পর্কে আলোচনা ৮৯
২. জুলুম ও উৎকোচ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি ৯০
৩. বিচারকের ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা ৯১
৪. বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবে না ৯২

অনুচ্ছেদ

৫. বিচারক রায় দিলেই হারাম হালাল হয় না এবং হালাল হারাম হয় না ৯৩
৬. কেউ পরের মাল নিজের বলে দাবি করে তা হস্তগত করার জন্য মামলা দায়ের করলে ৯৪
৭. বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা ৯৪
৮. যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে ৯৫
৯. অপরের প্রাপ্য অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শপথ করলে ৯৬
১০. আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়কে শপথ উচ্চারণপূর্বক কিছু বলা ৯৭
১১. দুই ব্যক্তি একই পণ্যের মালিকানা দাবি করলে এবং তাদের কারো কাছে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলে ৯৮
১২. কোন ব্যক্তি তার চুরি যাওয়া মাল ক্রেতার নিকট পেলে ৯৮
১৩. গবাদি পশু কিছু বিনষ্ট করলে তার হুকুম ৯৯
১৪. কোন ব্যক্তি কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম ১০০
১৫. কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি পোতলে ১০১
১৬. রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে ১০৩
১৭. যে ব্যক্তি নিজের মালিকানাস্বত্বে প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর কিছু নির্মাণ করে ১০৩
১৮. দুই ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের মালিকানা দাবি করলে ১০৪
১৯. যে ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে ছাড়ানোর শর্ত করলো ১০৫
২০. লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা ১০৫
২১. কিয়াফা সম্পর্কে ১০৭
২২. শিশু পিতা-মাতার মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারবে ১০৮
২৩. সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন ১০৯
২৪. যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নষ্ট করে তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ ১০৯
২৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া এবং তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বিক্রয় করা ১১০
২৬. ঋণদাতা দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে ১১১
২৭. কাউকে সাক্ষ্য দিতে না বললে স্বউদ্যোগে সাক্ষ্য দেয়া মাকরূহ ১১৩
২৮. (বিবদমান বিষয়ে জ্ঞাত) সাক্ষী সম্পর্কে বাদী অনবহিত থাকলে ১১৪
২৯. দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান ১১৫
৩০. যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় ১১৫
৩১. একজন সাক্ষী এবং (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মীমাংসা করা ১১৬
৩২. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসংগে ১১৭
৩৩. আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান ১১৮

১৪–কিতাবুল হেবা (হেবা)

১. কোন ব্যক্তি এক সন্তানকে দান করলে (এবং অন্যদের বঞ্চিত করলে) ১১৯
২. যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নিলো ১২০
৩. উমরা (জীবনস্বত্ব) ১২১
৪. রুকবা ১২১
৫. হেবা (দান) করে তা ফেরত নেয়া ১২২
৬. যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় হেবা (দান) করলো ১২৩
৭. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা ১২৩

১৫–কিতাবুস সাদাকাত (দান-খয়রাত)

অনুচ্ছেদ

১. দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া ১২৫
২. কেউ কিছু দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে সে কি তা ক্রয় করতে পারে ১২৫
৩. কেউ কোন জিনিস দান করার পর তার ওয়ারিস হলে ১২৬
৪. যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করলো ১২৭
৫. আরিয়া (অস্থাবর মাল ধার দেয়া) ১২৮
৬. ওয়াদিয়া (নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত আমানত) ১২৯
৭. আমানত গ্রহণকারী আমানতের মাল দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হলে ১৩০
৮. হাওয়ালা (ঋণের দায় হস্তান্তর) ১৩১
৯. যামিন হওয়া (কাফালা) ১৩২
১০. যে ব্যক্তি পরিশোধ করার অভিপ্রায় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে ১৩৩
১১. যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো কিন্তু তা পরিশোধের অভিপ্রায় তার নাই ১৩৪
১২. ঋণের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ১৩৫
১৩. কেউ ঋণ বা নাবালেগ সন্তান রেখে মারা গেলে, তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ১৩৬
১৪. অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেয়া ১৩৭
১৫. উত্তম পন্থায় পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়া এবং বিনীতভাবে পাওনা গ্রহণ করা ১৩৯
১৬. উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা ১৩৯
১৭. পাওনাদারের কঠোর আচরণ করার অধিকার আছে ১৪০
১৮. দেনার কারণে আটক করা এবং পেছনে লেগে থাকা ১৪২
১৯. করয দেয়া ১৪৩
২০. মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা ১৪৫
২১. কেউ তিন কারণে দেনাদার হলে আল্লাহ তার পক্ষথেকে তা পরিশোধ করে দিবেন ১৪৭

১৬–কিতাবুর রাহূন (বন্ধক)

১. বন্ধকী জন্তুতে আরোহণ এবং তার দুধ পান করা ১৫০
২. বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না ১৫০
৩. শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে ১৫১ .
৪. পেটে-ভাতে শ্রমিক নিয়োগ ১৫১
৫. এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি উত্তোলন এবং উত্তম খেজুরের শর্তারোপ ১৫৩
৬. এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের চুক্তিতে ভাগচাষ ১৫৪
৭. জমি ভাড়া নেয়া ১৫৫
৮. খালি জমি নগদ বিক্রয় করা অনুমোদিত ১৫৬
৯. ভাগচাষে যা অপছন্দনীয় ১৫৮
১০. এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি বর্গা দেয়া জায়েয ১৫৯
১১. খাদ্যশস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া ১৬১
১২. কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের জমি চাষাবাদ করলে ১৬১
১৩. উৎপন্ন খেজুর ও আঙ্গুরের ভাগ দেয়ার শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়া ১৬২
১৪. খেজুর গাছে (পুরুষ ও মাদীর মধ্যে) সংযোগ লাগানো ১৬৫
১৫. মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার ১৬৬
১৬. সরকারীভাবে নদী-নালা ও পানির প্রস্রবণ জায়গিররূপে দান করা ১৬৭

অনুচ্ছেদ

১৭. পানি বিক্রয় করা নিষেধ ১৬৮
১৮. চতুষ্পদ জন্তুকে ঘাস খেতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া নিষেধ ১৬৯
১৯. উপত্যকা থেকে পানিসেচ এবং যে পরিমাণ পানি আটকে রাখা যাবে ১৭০
২০. পানি বণ্টন ১৭২
২১. কূপের সীমানা ১৭৩
২২. গাছের সীমানা ১৭৩
২৩. কোন ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমির বিক্রয়লব্দ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পদ ক্রয় না করলে ১৭৪

১৭–কিতাবুশ শুফ্‌আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার)

১. কেউ বাড়ি বা জমি বিক্রয় করার পূর্বে যেন তার অংশীদারকে অবহিত করে ১৭৭
২. প্রতিবেশীর শুফআর অধিকার ১৭৮
৩. সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না ১৭৯
৪. শুফআর দাবি উত্থাপন ১৮০

১৮–কিতাবুল লুকতা (হারানো প্রাপ্তি)

১. হারানো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু প্রাপ্তি সম্পর্কে ১৮১
২. হারানো বস্তু (লুকতা) প্রাপ্তির বিধান ১৮২
৩. গর্ত থেকে ইঁদুর যা বের করে দেয়, তার বিধান ১৮৪
৪. কেউ খনিজ সম্পদ পেলে ১৮৫

১৯–কিতাবুল ইত্‌ক (দাসমুক্তি)

১. মুদাব্বার (প্রতিশ্রুতিভুক্ত দাস) সম্পর্কে ১৮৭
২. উম্মু ওয়ালাদ সম্পর্কে ১৮৮
৩. মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) সম্পর্কে ১৮৯
৪. দাসত্বমুক্ত করা ১৯১
৫. কেউ রক্ত সম্পর্কের বন্ধনযুক্ত গোলামের মালিক হলে সে স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে ১৯২
৬. কেউ গোলাম আযাদ করলো এবং তার সেবা লাভের শর্ত আরোপ করলো ১৯৩
৭. কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে ১৯৩
৮. কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে ১৯৪
৯. জারজ সন্তান আযাদ করা ১৯৫
১০. কোন ব্যক্তি তার দাস-দাসী দম্পতিকে আযাদ করতে চাইলে, প্রথমে যেন পুরুষ লোকটিকে আযাদ করে ১৯৬

২০–কিতাবুল হুদূদ (হদ্দ)

১. তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয় ১৯৭
২. যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয় ১৯৮
৩. হদ্দ কার্যকর করা ১৯৯
৪. যার উপর হদ্দ বাধ্যকর হয় না ২০০
৫. মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা এবং সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্দ মওকুফ করা ২০১

অনুচ্ছেদ

৬. হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ ২০২
৭. যেনার হদ্দ ২০৪
৮. কেউ নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করলে ২০৬
৯. রজম করা ২০৭
১০. ইহূদী পুরুষ ও নারীকে রজম করা ২০৮
১১. যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম (যেনা) করে ২১০
১২. যে ব্যক্তি লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয় ২১১
১৩. যে ব্যক্তি মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সাথে এবং যে ব্যক্তি পশুর সাথে যৌনাচার করে ২১২
১৪. ক্রীতদাসীর উপর হদ্দ কার্যকর করা ২১২
১৫. যেনার মিথ্যা অপবাদ (কায্‌ফ) আরোপের শাস্তি ২১৩
১৬. মদ্যপের শাস্তি ২১৪
১৭. কোন ব্যক্তি বারবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে ২১৫
১৮. বৃদ্ধ ও রোগীর উপর হদ্দ বাধ্যকর হলে ২১৬
১৯. যে ব্যক্তি (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণ করে ২১৭
২০. যে ব্যক্তি রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ২১৮
২১. যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ ২১৯
২২. চোরের শাস্তি ২২০
২৩. কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া ২২১
২৪. চোর স্বীকারোক্তি করলে ২২২
২৫. ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে ২২২
২৬. আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারী ২২৩
২৭. ফল এবং গাছের মাথি চুরির অপরাধে হাত কর্তন করা যাবে না ২২৪
২৮. যে ব্যক্তি নিরাপদ হেফাজত থেকে চুরি করে ২২৪
২৯. চোরকে তালকীন দেয়া ২২৬
৩০. বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয় ২২৬
৩১. মসজিদে হদ্দ কার্যকর করা নিষেধ ২২৭
৩২. তাযীর প্রসঙ্গ ২২৮
৩৩. হদ্দ (শাস্তি) হলো (গুনাহের) কাফফারা ২২৮
৩৪. কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে বেগানা পুরুষ লোককে পেলে ২২৯
৩৫. কোন ব্যক্তি নিজ পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করলে ২৩১
৩৬. কোন ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে... ২৩২
৩৭. কেউ কাউকে নিজের গোত্র থেকে খারিজ করলে ২৩৩
৩৮. নপুংসকদের বিধান ২৩৪

২১–কিতাবুদ দিয়াত (রক্তপণ)

১. অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ২৩৭
২. ঈমানদার মুসলমানের হত্যাকারীর তওবা কবূল হবে কি ২৩৯
৩. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে ২৪১

অনুচ্ছেদ

৪. যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ওয়ারিসগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে ২৪২
৫. কতলে শিবহে আম্‌দ-এর ক্ষেত্রেও কঠোর দিয়াত প্রযোজ্য ২৪৩
৬. কতলে খাতার দিয়াত ২৪৫
৭. দিয়াত আকিলার উপর ধার্য হবে। আকিলা না থাকলে তা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ২৪৭
৮. যে ব্যক্তি নিহতের ওয়ারিসগণকে কিসাস অথবা দিয়াতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণে বাধা দেয় ২৪৮
৯. যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যকর হয় না ২৪৮
১০. জখমকারী কিসাসের পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দিলে ২৪৯
১১. গর্ভস্থ ভ্রূণের দিয়াত ২৫০
১২. দিয়াতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্তাবে ২৫২
১৩. কাফের-এর দিয়াত ২৫৩
১৪. হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না ২৫৩
১৫. নারীর দিয়াত পরিশোধ করবে তার আসাবাগণ এবং তার মীরাস পাবে তার সন্তানগণ ২৫৪
১৬. দাঁতের কিসাস ২৫৫
১৭. দাঁতের দিয়াত ২৫৬
১৮. আঙ্গুলসমূহের দিয়াত ২৫৬
১৯. হাঁড় উন্মুক্তকারী যখম (মাওদিহা) ২৫৭
২০. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলে এবং সে তার হাত টান দেয়ার ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সামনের দাঁত পড়ে গেলে ২৫৮
২১. কাফের ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না ২৫৯
২২. সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না ২৬০
২৩. স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে কি ২৬১
২৪. হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করবে, তাকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে ২৬২
২৫. তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে ২৬৩
২৬. একজনের অপরাধে অপরজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না ২৬৩
২৭. যেসব অপরাধের প্রতিবিধান নেই ২৬৫
২৮. কাসামা (গণ-শপথ) ২৬৭
২৯. মালিকের দ্বারা গোলামের অঙ্গহানি হলে সে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে ২৬৯
৩০. মানুষের মধ্যে ঈমানদার হত্যাকারীগণই উত্তম ২৭০
৩১. মুসলমানদের জীবনের মূল্য একসমান ২৭১
৩২. কেউ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করলে ২৭২
৩৩. কোন ব্যক্তি কারো জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাকে হত্যা করলে ২৭৩
৩৪. হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ৩৭৪
৩৫. কিসাস ক্ষমা করা ২৭৫
৩৬. গর্ভবতী নারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে ২৭৬

২২–কিতাবুল ওয়াসায়া (ওসিয়াত)

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়াত করেছিলেন? ২৭৭
২. ওসিয়াত করতে উৎসাহিত করা ২৭৮
৩. ওসিয়াতের মধ্যে জুলুম করা ২৭৯
৪. জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ ২৮১

অনুচ্ছেদ

৫. এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা ২৮২
৬. ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না ২৮৪
৭. ওসিয়াত পূরণের আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে ২৮৫
৮. কেউ ওসিয়াত না করে মারা গেলে.. ২৮৬
৯. আল্লাহ্র বাণী ঃ যে বিত্তহীন, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে ২৮৬

২৩–কিতাবুল ফারায়েজ (ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন)

১. ফারায়েয শিখতে উৎসাহিত করা ২৮৯
২. ঔরসজাত সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব ২৮৯
৩. দাদার ওয়ারিসী স্বত্ব ২৯১
৪. দাদী-নানীর ওয়ারিসী স্বত্ব ২৯১
৫. কালালা (পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) ২৯৩
৬. মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিস হলে ২৯৫
৭. ওয়ালাআর উত্তরাধিকার স্বত্ব ২৯৬
৮. হত্যাকারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব ২৯৮
৯. যাবিল আরহাম ২৯৯
১০. আসাবার মীরাস ৩০০
১১. যার কোন ওয়ারিস নাই ৩০১
১২. নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে ৩০২
১৩. যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করেছে ৩০২
১৪. সন্তানের দাবিদার হওয়া সম্পর্কে ৩০৩
১৫. ওয়ালাআস্বত্ব বিক্রয়ও করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না ৩০৪
১৬. ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন ৩০৫
১৭. সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে সে ওয়ারিস হবে ৩০৫
১৮. যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট ইসলাম গ্রহণ করে ৩০৬

২৪–কিতাবুল জিহাদ (জিহাদ)

১. আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার ফযীলাত ৩০৭
২. মহান আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করার ফযীলাত ৩০৮
৩. যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয় ৩০৯
৪. মহান আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার ফযীলাত ৩১০
৫. জিহাদ ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী ৩১১
৬. যে ব্যক্তি ওজরবশত জিহাদ থেকে বিরত থাকে ৩১২
৭. আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযীলাত ৩১৩
৮. আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারাদান ও তাকবীর ধ্বনির ফযীলাত ৩১৫
৯. সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া ৩১৬
১০. নৌযুদ্ধের ফযীলাত ৩১৭
১১. দায়লামের বিবরণ এবং কাযবীনের ফযীলাত ৩১৯
১২. পিতা-মাতা জীবিত থাকতে কারো জিহাদে গমন ৩২০
১৩. জিহাদের সংকল্প ৩২২

অনুচ্ছেদ

১৪. আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের উদ্দেশে) ঘোড়া প্রতিপালন ৩২৪
১৫. মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা ৩২৬
১৬. আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার ফযীলাত ৩২৮
১৭. যার জন্য শহীদের মর্যাদা আশা করা যায় (শহীদের শ্রেণীবিভাগ) ৩৩১
১৮. সমরাস্ত্র ৩৩২
১৯. আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীরন্দাজী ৩৩৪
২০. বড় পতাকা ও ক্ষুদ্র পতাকা ৩৩৬
২১. যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী বস্ত্র পরিধান ৩৩৭
২২. যুদ্ধের ময়দানে পাগড়ি পরিধান ৩৩৮
২৩. যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করা ৩৩৯
২৪. মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া এবং তাদের বিদায় জানানো ৩৩৯
২৫. সারিয়্যা (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান) ৩৪০
২৬. মুশরিকদের পাত্রে আহার করা ৩৪১
২৭. মুশরিকদের সাহায্য চাওয়া ৩৪২
২৮. যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন ৩৪৩
২৯. মল্লযুদ্ধ ও নিহত শত্রুর মাল ৩৪৩
৩০. রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ এবং নারী ও শিশুদের নিধন প্রসঙ্গ ৩৪৫
৩১. শত্রুর জনপদ ভষ্মীভূত করা ৩৪৭
৩২. বন্দীদের মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া ৩৪৮
৩৩. শত্রুপক্ষ কোন জিনিস দখলে নিয়ে যাবার পর পুনরায় তা মুসলমানদের দখলে আসলে ৩৪৮
৩৪. গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা ৩৪৯
৩৫. গনীমতের মাল থেকে পুরস্কারস্বরূপ কিছু দান করা ৩৫০
৩৬. গনীমাতের মাল বণ্টন ৩৫২
৩৭. গোলাম ও মহিলারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে ৩৫২
৩৮. ইমামের উপদেশ ৩৫৩
৩৯. ইমামের আনুগত্য ৩৫৫
৪০. আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য নেই ৩৫৭
৪১. বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ ৩৫৯
৪২. বায়আত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে ৩৬১
৪৩. মহিলাদের বায়আত গ্রহণ ৩৬৩
৪৪. ঘোড়দৌড়ের বর্ণনা ৩৬৪
৪৫. শত্রুরাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ ৩৬৬
৪৬. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বণ্টন ৩৬৬

২৫–কিতাবুল মানাসিক (হজ্জ)

১. হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ৩৬৯
২. হজ্জ ফরয হওয়ার বিবরণ ৩৭০
৩. হজ্জ ও উমরার ফযীলাত ৩৭১
৪. যানবাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা ৩৭৩
৫. হাজ্জীগণের দোয়ার ফযীলাত ৩৭৪

অনুচ্ছেদ

৬. কিসে হজ্জ ফরয হয় ৩৭৫
৭. যে মহিলা সাথে অভিভাবক ব্যতীত হজ্জ করে ৩৭৬
৮. মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ ৩৭৮
৯. মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৭৯
১০. জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৮০
১১. শিশুদের হজ্জ ৩৮২
১২. হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলে ৩৮২
১৩. বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মীকাত ৩৮৩
১৪. ইহ্‌রাম বাঁধা ৩৮৫
১৫. তাল্‌বিয়া ৩৮৫
১৬. উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা ৩৮৭
১৭. ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফযীলাত ৩৮৮
১৮. ইহ্‌রাম বস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধি ব্যবহার ৩৮৯
১৯. ইহ্‌রাম অবস্থায় যেরূপ কাপড় পরিধান করবে ৩৯০
২০. কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহ্‌রিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে ৩৯০
২১. ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত ৩৯১
২২. ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারে ৩৯২
২৩. ইহ্‌রামধারী স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় ঝুলানো ৩৯৩
২৪. হজ্জে শর্ত আরোপ করা ৩৯৪
২৫. হেরেম এলাকায় প্রবেশ ৩৯৫
২৬. মক্কায় প্রবেশ ৩৯৫
২৭. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা ৩৯৬
২৮. লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেওয়া ৩৯৮
২৯. বাইতুল্লাহ্‌র চারপাশে তাওয়াফের সময় রমল করা ৩৯৯
৩০. ইদতিবা (বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর পরিধান) ৪০১
৩১. হাতীমও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত ৪০১
৩২. তাওয়াফের ফযীলাত ৪০২
৩৩. তাওয়াফশেষে দুই রাক্‌আত নামায পড়া ৪০৪
৩৪. অসুস্থ ব্যক্তির বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা ৪০৫
৩৫. মুলতাযাম-এর বর্ণনা ৪০৬
৩৬. ঋতুবতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করবে ৪০৬
৩৭. ইফরাদ হজ্জ ৪০৭
৩৮. যে ব্যক্তি একই ইহ্‌রামে হজ্জ ও উমরা (কিরান হজ্জ) আদায় করে ৪০৮
৩৯. কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ ৪১০
৪০. উমরাসহ তামাত্তু হজ্জের বর্ণনা ৪১১
৪১. হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করা ৪১৩
৪২. যারা বলেন, হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করা সাহাবায় কিরামের মধ্যে সীমিত (খাস) ছিল ৪১৬
৪৩. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা (দৌড়ানো) ৪১৭
৪৪. উমরার বর্ণনা ৪১৮
৪৫. রমযান মাসের উমরা ৪১৯
৪৬. যিলকাদ মাসের উমরা ৪২০
৪৭. রজব মাসের উমরা ৪২১

অনুচ্ছেদ

৪৮. তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা ৪২১
৪৯. যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধে ৪২৩
৫০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটি উমরা করেছেন ৪২৪
৫১. মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া ৪২৪
৫২. মিনায় অবস্থান ৪২৫
৫৩. ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাত্রা ৪২৫
৫৪. আরাফাতে অবতরণের স্থান ৪২৬
৫৫. আরাফাতে অবস্থানস্থল ৪২৭
৫৬. আরাফাতের দোয়া ৪২৮
৫৭. যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতের ভোর হওয়ার পূর্বে আরাফাতে আসে ৪২৯
৫৮. আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন ৪৩১
৫৯. প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিফার মাঝামাঝি দূরত্বে যাত্রাবিরতি করা ৪৩২
৬০. মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের নামায একসংগে পড়া ৪৩৩
৬১. মুযদালিফায় অবস্থান ৪৩৩
৬২. যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায় ৪৩৫
৬৩. জামরায় নিক্ষেপের কঙ্করের আকার ৪৩৬
৬৪. যেখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয় ৪৩৭
৬৫. জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না ৪৩৮
৬৬. আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা ৪৩৮
৬৭. ওজরবশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা ৪৩৯
৬৮. শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ ৪৪০
৬৯. হজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে ৪৪০
৭০. জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয় ৪৪১
৭১. মাথা কামানো ৪৪২
৭২. যে ব্যক্তি নিজ মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ করে ৪৪৩
৭৩. কোরবানীর বর্ণনা ৪৪৪
৭৪. হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রপশ্চাত করা ৪৪৪
৭৫. তাশরীকের দিবসসমূহে (১১-১২-১৩ যিলহজ্জ) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ৪৪৬
৭৬. কোরবানীর দিনের ভাষণ ৪৪৬
৭৭. বাইতুল্লাহ যিয়ারত ৪৫০
৭৮. যমযমের পানি পান করা ৪৫১
৭৯. কাবা ঘরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা ৪৫২
৮০. মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান ৪৫৩
৮১. মুহাস্‌সাবে যাত্রা বিরতি ৪৫৩
৮২. বিদায়ী তাওয়াফ ৪৫৪
৮৩. ঋতুবতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে ৪৫৫
৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ ৪৫৬
৮৫. হজ্জের উদ্দেশে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হলে ৪৬৭
৮৬. বাঁধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্‌য়া ৪৬৮
৮৭. ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো ৪৬৯
৮৮. ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তৈল মাখতে পারে ৪৬৯

অনুচ্ছেদ

৮৯. কেউ ইহ্‌রাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৪৭০
৯০. কেউ ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে তার কাফ্‌ফারা ৪৭০
৯১. ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে ৪৭১
৯২. ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ ৪৭২
৯৩. ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার না করা হলে সে তার গোশত খেতে পারে ৪৭৩
৯৪. কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো ৪৭৪
৯৫. মেষ-বকরীর গলায় মালা পরানো ৪৭৫
৯৬. উটের কুঁজ ফেড়ে দেয়া ৪৭৫
৯৭. কোরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো ৪৭৬
৯৮. মর্দা ও মাদী উভয় ধরনের পশুই কোরবানী দেয়া যায় ৪৭৬
৯৯. মীকাত অতিক্রম করেও কোরবানীর পশু নেয়া যায় ৪৭৭
১০০. কোরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা ৪৭৭
১০১. কোরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে ৪৭৮
১০২. মক্কা শরীফের বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া ৪৭৯
১০৩. মক্কার ফযীলাত ৪৭৯
১০৪. মদীনার ফযীলাত ৪৮১
১০৫. কাবা ঘরের অভ্যন্তরের সম্পদ ৪৮২
১০৬. মক্কায় রমযান মাসের রোযা রাখা ৪৮৩
১০৭. বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ্‌) তাওয়াফ করা ৪৮৪
১০৮. পদব্রজে হজ্জ করা ৪৮৪

২৬–কিতাবুল আদাহী (কোরবানী)

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানী ৪৮৭
২. কোরবানী ওয়াজিব কি না? ৪৮৯
৩. কোরবানীর সওয়াব ৪৯০
৪. কোরবানী করার জন্য উত্তম পশু ৪৯১
৫. উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়? ৪৯২
৬. কতোটি বকরী একটি উটের সমান হতে পারে? ৪৯৪
৭. যে ধরনের পশু কোরবানী করা উচিত ৪৯৫
৮. যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরূহ ৪৯৬
৯. কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করার পর তা বিপদগ্রস্ত হলে ৪৯৮
১০. যে ব্যক্তি তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বকরী কোরবানী করে ৪৯৮
১১. যে ব্যক্তি কোরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত তার নখ ও চুল না কাটে ৪৯৯
১২. ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা নিষিদ্ধ ৫০০
১৩. কোরবানীর পশু স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম ৫০২
১৪. কোরবানীর পশুর চামড়া ৫০২
১৫. কোরবানীর গোশত আহার করা ৫০৩
১৬. কোরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা ৫০৩
১৭. ঈদের মাঠে কোরবানী করা ৫০৪

২৭–কিতাবুল যাবাইহ্ (যবেহ করা)

অনুচ্ছেদ

১. আকীকা ৫০৫
২. ফারাআ ও আতীরা ৫০৬
৩. যবেহ করার সময় তোমরা উত্তমরূপে যবেহ করো ৫০৮
৪. যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ৫০৯
৫. যে অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা যায় ৫১০
৬. চামড়া ছাড়ানো ৫১১
৭. দুগ্ধবতী পশু যবেহ করা নিষেধ ৫১২
৮. স্ত্রীলোকের যবেহকৃত পশুর বিধান ৫১৩
৯. পলায়নপর পশু যবেহ করার বর্ণনা ৫১৩
১০. কোন প্রাণীকে চাদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ ৫১৪
১১. বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত (হালাল) পশু-পাখি খাওয়া নিষেধ ৫১৫
১২. ঘোড়ার গোশত ৫১৬
১৩. বন্য গাধার গোশত ৫১৬
১৪. খচ্চরের গোশত ৫১৮
১৫. পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবেহ-ই যথেষ্ট ৫১৯

২৮–কিতাবুস সাইদ (শিকার)

১. শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর নিধন সম্পর্কে ৫২১
২. শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ ৫২২
৩. কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার ৫২৩
৪. অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও ঘোর কালো কুকুরের শিকার ৫২৫
৫. ধনুকের শিকার ৫২৬
৬. এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে ৫২৬
৭. পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার ৫২৭
৮. জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য ৫২৭
৯. মাছ ও টিড্ডি শিকার ৫২৮
১০. যে প্রাণী হত্যা করা নিষেধ ৫৩০
১১. কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ ৫৩১
১২. গিরগিটি নিধন ৫৩২
১৩. শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম ৫৩৪
১৪. নেকড়ে বাঘ ও খেঁকশিয়াল ৫৩৫
১৫. দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু) ৫৩৫
১৬. গুইসাপ ৫৩৬
১৭. খরগোশ ৫৪০
১৮. সমুদ্রগর্ভে মরে ভেসে ওঠা মাছ ৫৪১
১৯. কাক ৫৪৬
২০. বিড়াল ৫৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১২

كِتَابُ التِّجَارَاتِ

(ব্যবসা-বাণিজ্য)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

আয়-রোজগার করতে উৎসাহ প্রদান।

٢١٣٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

২১৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের সোপার্জিত খাদ্যই হচ্ছে সর্বোত্তম খাদ্য। তার সন্তানও তার সোপার্জিত সম্পদ।

٢١٣٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا اَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى نَفْسِهِ وَاَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

২১৩৮। মিক্‌দাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের সোপার্জিত আয়-রোজগারের চেয়ে উত্তম আয়-রোজগার আর কিছুই নাই। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার সন্তানের জন্য এবং তার কর্মচারীর জন্য যা ব্যয় করে তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য হয় (দা, তি, না)।

٢١٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا كُلْثُوْمُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২১৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।

٢١٤٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلٰى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ .

২১৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তির সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে ও দিনে রোযা রাখে তাদেরও সমতুল্য।

٢١٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنَّا فِىْ مَجْلِسٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلٰى رَاْسِهِ اَثَرُ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ فَقَالَ اَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ اَفَاضَ الْقَوْمُ فِىْ ذِكْرِ الْغِنٰى فَقَالَ لاَ بَاْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقٰى وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ .

২১৪১। আবদুল্লাহ্ ইবনে খুবাইব (রা)-র চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় পানির চিহ্নসহ উপস্থিত হলেন। আমাদের কেউ তাঁকে বললো, আপনাকে আমরা আজ খুব প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বলেন ঃ হাঁ, আলহামদু লিল্লাহ। অতঃপর মজলিসের লোকজন ধন-সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকওয়ার অধিকারী (খোদাভীরু) লোকদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর খোদাভীরু লোকদের জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম। মনের প্রফুল্লতাও নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِى طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ

জীবিকা অর্জনে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন।

٢١٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْمِلُوْا فِىْ طَلَبِ الدُّنْيَا فَاِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

২১৪২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পার্থিব জীবনোপকরণ লাভে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজরত করা হয়েছে।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ بَهْرَامٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِىِّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَهُمُّ بِاَمْرِ دُنْيَاهُ وَاَمْرِ اٰخِرَتِهِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ اِسْمَاعِيْلُ .

২১৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মুমিন ব্যক্তি যুগপৎ দুনিয়ার ব্যাপারেও চিন্তা করে এবং আখেরাতের ব্যাপারেও চিন্তা করে সে মহৎ চিন্তার অধিকারী। আবু আবদুল্লাহ (ইবনে মাজা) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

٢١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ .

২১৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং উত্তম

পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোন ব্যক্তিই তার জন্য নির্দ্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো, যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ التَّوَقِّىْ فِى التِّجَارَةِ

ব্যবসা-বাণিজ্যে সতর্কতা অবলম্বন।

٢١٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمّٰى فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحِلْفُ وَاللَّغْوُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ .

২১৪৫। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদেরকে 'সামাসিরা' (দালাল) নামে ডাকা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে আমাদের আগের নামের চেয়ে অধিক সুন্দর নামকরণ করেন। তিনি বলেন ঃ হে 'তাজের' (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ ও বেহুদা কথাবার্তা হয়ে যায়। তাই কিছু দান-খয়রাত করে তা ধুয়ে (পরিচ্ছন্ন করে) নিও।

٢١٤٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ بُكْرَةً فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوْا اَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوْا اَعْنَاقَهُمْ قَالَ اِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ .

২১৪৬। রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। লোকেরা উট ক্রয়-বিক্রয় করছিল। তিনি তাদের ডেকে বলেন ঃ হে তাজের (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! তারা চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচিয়ে তাকালে তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের পাপিষ্ঠ দুরাচাররূপে উঠানো হবে, তবে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সৎভাবে কাজ (ব্যবসা) করে ও সত্য কথা বলে তারা ব্যতীত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ اِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِّنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ

কোনও উপায়ে কারো রিযিকের ব্যবস্থা হলে সে যেন তাতে লেগে থাকে।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا فَرْوَةُ اَبُوْ يُونُسَ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ مِنْ شَئٍ فَلْيَلْزَمْهُ .

২১৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ কোন সূত্রে আমদানী পেয়ে গেলে সে যেন তাতে লেগে থাকে।

٢١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ وَاِلٰى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لِاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِّنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ اَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ .

২১৪৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়িক পণ্য রপ্তানী করতাম। আমি ইরাকে পণ্য রপ্তানীর মনস্থ করে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-র নিকট এসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমি সিরিয়ায় পণ্য রপ্তানী করতাম, এবার ইরাকে তা রপ্তানী করতে চাই। তিনি বলেন, তুমি তা করো না, তোমার আগের গন্তব্য ঠিক রাখো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ কোন স্থান থেকে তোমাদের কারো রিযিকের ব্যবস্থা করে দিলে সে যেন ঐ স্থান ত্যাগ না করে, যতক্ষণ না সেই স্থান তার জন্য প্রতিকূল হয় অথবা অসহনীয় হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الصِّنَاعَاتِ

কারিগরি শিল্প প্রসংগে।

٢١٤٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدِ الْقُرَشِىُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اُحَيْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَعَثَ اللّٰهُ

نَبِيًّا اِلاَّ رَاعِيَ غَنَمٍ قَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنَا كُنْتُ اَرْعَاهَا لِاَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيْطِ قَالَ سُوَيْدٌ يَعْنِىْ كُلُّ شَاةٍ بِقِيْرَاطٍ .

২১৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও? তিনি বলেন ঃ আমিও। কয়েক কীরাতের বিনিময়ে আমি মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। সুওয়াইদ (র) বলেন, প্রতিটি বকরী এক কীরাতের বিনিময়ে।

٢١٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَالْحَجَّاجُ وَالْهَيْثَمُ ابْنُ جَمِيْلٍ قَالُوْا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا .

২১৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকারিয়্যা (আ) সুতার ছিলেন।

٢١٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ .

২১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চিত্রকরদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছো তাতে জীবন সঞ্চার করো।

٢١٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ .

২১৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে অধিক মিথ্যাবাদী হলো কাপড়ে রংকারী ও অংলকার নির্মাতারা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلْبِ

পণ্য সরবরাহ ও মজুতদারি।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ .

২১৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমদানী পণ্য সরবরাহকারী ব্যবসায়ী রিযিক প্রাপ্ত হয় এবং মজুতদার অভিশপ্ত।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ .

২১৫৪। মামার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাদলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না।

٢١٥٥-حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ يَحْيَ الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُّوْخَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالاِفْلاَسِ .

২১৫৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে (বা সমাজে) খাদ্যদ্রব্য মজুতদারি করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতার কষাঘাতে শাস্তি দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ اَجْرِ الرَّاقِيِّ

ঝাড়ফুঁককারীর মজুরি।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثِيْنَ رَاكِبًا فِىْ سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَاَلْنَاهُمْ اَنْ يَّقْرُوْنَا فَاَبَوْا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَاَتَوْنَا فَقَالُوْا اَفِيْكُم اَحَدٌ يَرْقِىْ مِنَ الْعَقْرَبِ فَقُلْتُ نَعَمْ اَنَا وَلٰكِنْ لاَ اَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالُوْا فَاِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلاَثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَاهَا فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ (اَلْحَمْدُ) سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِئَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ فَعَرَضَ فِىْ اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَىْءٌ فَقُلْنَا لاَ تَعْجَلُوْا حَتّٰى نَاْتِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ صَنَعْتُ فَقَالَ اَوَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اِقْتَسِمُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا .

২১৫৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিরিশজন অশ্বারোহীকে এক ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। আমরা এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলাম এবং আমাদের মেহমানদারি করার জন্য তাদের অনুরোধ করলাম, কিন্তু তারা অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে তাদের নেতা (বিষাক্ত প্রাণীর) হুলবিদ্ধ হলো। তারা আমাদের কাছে এসে বললো, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে বিছার কামড়ে ঝাড়ফুঁক করতে পারে? আমি বললাম, হাঁ, আমি পারি। তবে তোমরা আমাদেরকে একপাল ছাগল-ভেড়া না দিলে আমি ঝাড়ফুঁক করবো না। তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে তিরিশটি বকরী দিবো। আমরা তা গ্রহণ করলাম এবং আমি তার উপর সাতবার 'আলহামদু' সূরাটি পাঠ করলাম। সে সুস্থ হয়ে উঠলো এবং আমরা ছাগলগুলো গ্রহণ করলাম। পরে এ ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি কিভাবে জানলে যে, এটা দ্বারা ঝাড়ফুঁকও করা যায়! তোমরা সেগুলো বণ্টন করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমাকেও একটি ভাগ দাও।

٢١٥٦(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২১৫৬(১)। আবু কুরাইব-হুশাইম-আবু বিশর-ইবনে আবিল মুতাওয়াক্কিল-আবুল মুতাওয়াক্কিল-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢١٥٦(٢)- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالصَّوَابُ هُوَ اَبُو الْمُتَوَكِّلِ .

২১৫৬(২)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-আবু বিশর-আবুল মুতাওয়াক্কিল-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, সঠিক নাম হলো আবুল মুতাওয়াক্কিল (যিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْاَجْرِ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ।

٢١٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُغِيْرَةُ ابْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِىُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الصُّفَّهِ الْقُرْاٰنَ وَالْكِتَابَةَ فَاَهْدٰى اِلَىَّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِىْ عَنْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اِنْ سَرَّكَ اَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِّنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا .

২১৫৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহলে সুফ্ফার কিছু সংখ্যক লোককে কুরআন মজীদ ও লেখা শিখাই। তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি (মনে মনে) বললাম, এটি তেমন উল্লেখযোগ্য মাল নয়। এটির সাহায্যে আমি আল্লাহ্র পথে তীর মারতে পারবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাকে দোযখের জিঞ্জীর পরানো হলে তাতে তুমি খুশি হতে পারলে এটি গ্রহণ করো।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ ثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَعْدَانَ ثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْاٰنَ فَاَهْدٰى اِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ اَخَذْتَهَا اَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا .

২১৫৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি এটি গ্রহণ করলে (জানবে যে,) তুমি দোযখের একটি ধনুক গ্রহণ করেছো। অতএব আমি তা ফেরত দিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسَبِ الْفَحْلِ

কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যেনার বিনিময়, গণকের বখ্শিশ ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ নিষিদ্ধ।

٢١٥٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

২১৫৯। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, যেনার বিনিময় ও গণকের বখশিশ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٦٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ .

২১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنْبَانَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ .

২১৬১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

রক্তমোক্ষকের উপার্জন।

٢١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ . تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ .

২১৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে পারিশ্রমিক দেন। ইবনে মাজা (র) বলেন, ইবনে আবু উমার এই হাদীসের একক রাবী।

٢١٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالاَ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي جُمَيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

২১৬৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং আমাকে নির্দেশ দিলে আমি রক্তমোক্ষকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করি।

٢١٦٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

২১৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে তার পারিশ্রমিক দেন।

٢١٦٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ .

২১৬৫। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষকের উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ .

২১৬৬। হারাম ইবনে মুহাইয়্যাসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তমোক্ষকের উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে তা ভোগ করতে নিষেধ করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার প্রয়োজনের কথা বললে তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার উটের আহার সংগ্রহে তা খরচ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ

যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

٢١٦٧- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ لَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لاَ هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَاَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

২১৬৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তথায় অবস্থানকালে বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে কি বলেন? কারণ এটি নৌকায় লাগানো হয়, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে বাতিও জ্বালায়। তিনি বলেনঃ না, এগুলোও হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা এটি গালিয়ে বিক্রয় করে এবং এর মূল্য ভোগ করে।

٢١٦٨-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاَفْرِيْقِىِّ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ اَكْلِ اَثْمَانِهِنَّ .

২১৬৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করতে, তাদের উপার্জন ও তাদের মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمَنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ

মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

٢١٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

২১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّئَ وَلاَ يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَقُوْلَ اَلْقِ اِلَىَّ مَا مَعَكَ وَاُلْقِى اِلَيْكَ مَا مَعِىْ .

২১৭০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা ও মুনাবাযা নিষিদ্ধ করেছেন। অধস্তন রাবী সাহলের বর্ণনায় আরো

আছে যে, সুফিয়ান বলেছেন, 'মুলামাসা' এই যে, "ক্রেতা পণ্য হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, সে তা স্বচক্ষে না দেখলেও"। আর 'মুনাবাযা' হলো এরূপ বলা যে, "তোমার হাতের বস্তু আমার দিকে নিক্ষেপ করো এবং আমি আমার হাতের বস্তু তোমার দিকে নিক্ষেপ করবো" (এভাবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠান)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِهِ

দুইজনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা দরদাম চলাকালে তৃতীয় পক্ষ যেন তাতে অংশগ্রহণ না করে।

٢١٧١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ .

২১৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, ক্রয়-বিক্রয় না করে।

٢١٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ .

২১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْيِ عَنِ النَّجَشِ

নাজাশ ধরনের দালালী নিষিদ্ধ।

٢١٧٣- قَرَاْتُ عَلٰى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَافَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجَسِ

১. অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও তার মূল্য সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে তৃতীয় ব্যক্তি এসে যেন তা ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ না করে। তাদের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর পরবর্তীজন তা ক্রয়ে আগ্রহী হলে বিক্রেতার সাথে দরদাম করতে পারে (অনুবাদক)।

২১৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশ নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٧٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِى سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَنَاجَشُوْا .

২১৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নাজাশ করবে না।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ

স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় না করে।

٢١٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ .

২১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষে বেচাকেনা না করে।

٢١٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

২১৭৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজনের দ্বারা অপরজনকে রিযিক দান করেন।

---

২. 'নাজাশ' হলো এক ধরনের প্রতারণামূলক দালালী। এই শ্রেণীর দালাল বিক্রেতার ছদ্মবেশী কর্মচারীও হতে পারে অথবা এজেন্টও হতে পারে। দোকানে ক্রেতা এসে কোন পণ্যের দরদাম করাকালে এরা কখনো নকল ক্রেতা সেজে একই সময় একই পণ্যের দাম বাড়িয়ে বলে অথবা উপযাচকের মত পণ্যের অসঙ্গত প্রশংসা করতে থাকে, যাতে প্রকৃত ক্রেতা বিভ্রান্ত হয়ে অধিক মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করতে প্রলুব্ধ হয়। এই জাতীয় দালালী নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

٢١٧٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سَمْسَاراً .

২১৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থানীয় লোকদেরকে বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বহিরাগতদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের বেচাকেনার অর্থ কি? তিনি বলেন, স্থানীয় লোকজন যেন তার দালাল না সাজে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّى الْجَلْبِ

পণ্য বাজারে পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করা নিষেধ।

٢١٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الْاَجْلاَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرٰى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ اِذَا اَتَى السُّوْقَ

২১৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহীদের সাথে সাক্ষাত করে তা ক্রয় করো না। কেউ এভাবে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করলে পণ্যের বাহক বাজারে পৌঁছার পর তার বিক্রয় বাতিলের এখতিয়ার লাভ করে।

٢١٧٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْجَلْبِ .

২১৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহীদের সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٨٠- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ ثَنَا مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ .

২১৮০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের বাইরে গিয়ে বিক্রয়কারীদের পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।

٢١٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

২১৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'জন লোক একত্রে অবস্থান করে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করলে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে অথবা একজন অপরজনকে এখতিয়ার দিলেও তা বহাল থাকে। অতএব একজন অপরজনকে এখতিয়ার প্রদান করার পর ক্রয়-বিক্রয় করলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় অবধারিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়কারী কোন পক্ষ তা প্রত্যাহার না করে পৃথক হয়ে গেলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় বহাল হয়ে যায়।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْوَضِئِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

৩. এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের তাৎপর্য এই যে, লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে বা গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসে। একদল ঠগবাজ ব্যবসায়ী বাজারের বাইরে গিয়ে পথিমধ্যে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে তাদের পণ্য ক্রয় করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য অবাধে বাজারে পৌঁছার ব্যবস্থা করার জন্য পথিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যাতে বিক্রেতা ও বাজারের সাধারণ ক্রেতা কেউই না ঠকে (অনুবাদক)।

২১৮২। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।

٢١٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

২১৮৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার প্রসঙ্গ।

٢١٨٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَرْ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ عَمَّرَكَ اللّٰهُ بَيِّعًا .

২১৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনের নিকট থেকে এক বোঝা উটের খাদ্য ক্রয় করেন। ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার (ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখার বা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারো। বেদুইন বললো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি বিক্রয় বহাল রাখলাম।

---

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতা দোকানে বসে অথবা অন্য কোন স্থানে একত্র হয়ে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে একমত হওয়ার পরও তারা বা তাদের একজন উক্ত স্থান ত্যাগ না করা বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করার অধিকার তাদের উভয় পক্ষের রয়েছে। একেই ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার বলে (অনুবাদক)।

٢١٨٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

২১৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে।

٢١٨٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ بَاعَ مِنَ الْاَشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الاِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِعْتُكَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا وَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ اٰلاَفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَاتِهِ قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ اَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ فَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ اَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ .

২১৮৬। আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আশআছ ইবনে কায়েস (রা)-র নিকট রাষ্ট্রের গোলামসমূহের মধ্য থেকে একটি গোলাম বিক্রয় করেন। পরে তার মূল্য নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি বিশ হাজারে তোমার নিকট বিক্রয় করেছি। আর আশ্‌আছ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আমি দশ হাজারে আপনার নিকট থেকে ক্রয় করেছি। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তুমি চাইলে আমি তোমার নিকট একটি হাদীস বলতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। কায়েস (রা) বলেন, তা পেশ করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়ে বিরোধ বাঁধলে এবং এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী না থাকলে এবং বিক্রীত পণ্যও অবিকল বিদ্যমান থাকলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদ করবে। কায়েস (রা) বলেন, আমি এই ক্রয় -বিক্রয় চুক্তি রদ করলাম। অতএব তিনি গোলাম ফেরত নিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

তোমার মালিকানায় যা নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এবং ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া লাভে অংশীদার হওয়া নিষিদ্ধ।

٢١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى الْبَيعَ وَلَيْسَ عِنْدِىْ اَفَاَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

২১৮৭। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে এমন কিছু কিনতে চায়, যা আমার নিকট বিদ্যমান নাই। আমি কি তার সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি? তিনি বলেনঃ তোমার নিকট যা বিদ্যমান নেই, তা তুমি বিক্রয় করো না।

٢١٨٨- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالاَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

২১৮৮। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জিনিস তোমার নিকট বিদ্যমান নেই, তা বিক্রয় করা হালাল নয়। আর লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করা হালাল নয়।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

২১৮৯। আত্তাব ইবনে আসীদ (উসাইদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে মক্কায় পাঠান তখন তাকে (লোকসানের) ঝুঁকি বহন না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ اذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ

সম-কর্তৃত্ব সম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে।

٢١٩٠- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا .

২১৯০। উকবা ইবনে আমের অথবা সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি কোন জিনিস পরপর দুইজন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে।

٢١٩١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَبِى السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ .

২১৯১। হাসান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্তৃত্ব সম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ব্যক্তি (ক্রেতা) পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ بَيْعِ الْعَرْبَانِ

উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয়।

٢١٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .

২১৯২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٣- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الرُّخَامِيُّ ثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَبُوْ مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ الْاَسْلَمِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُرْبَانُ اَنْ يَّشْتَرِىَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَيُعْطِيْهِ دِيْنَارَيْنِ عُرْبُوْنًا فَيَقُوْلُ اِنْ لَّمْ اَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّيْنَارَانِ لَكَ . وَقِيْلَ يَعْنِىْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنْ يَّشْتَرِىَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ فَيَدْفَعَ اِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ وَيَقُوْلَ اِنْ اَخَذْتُهُ وَاِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ .

২১৯৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম ইবনে মাজা) বলেন, উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এই যে, যেমন কোন ব্যক্তি এক শত দীনারে একটি পশু ক্রয় করে বিক্রেতাকে বায়নাস্বরূপ দুই দীনার দিয়ে বললো, আমি পশুটি ক্রয় না করলে দীনার দু'টি তোমারই থাকবে। আরো বলা হয়েছে যে, ক্রেতা কোন জিনিস ক্রয় করে বিক্রেতাকে এক দিরহাম অথবা তার কম বা বেশি দিয়ে বললো, আমি তা রেখে দিলে তো ঠিক আছে , অন্যথায় দিরহামটি তোমারই। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

পাথর নিক্ষেপে বেচা-কেনা এবং প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

٢١٩٤- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ .

২১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং পাথর নিক্ষেপে নির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالاَ ثَنَا الْاَسْوَدُ ابْنُ عَامِرٍ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

২১৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ النَّهْىِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِىْ بُطُوْنِ الْاَنْعَامِ وَضُرُوْعِهَا وَضَرْبَةُ الْغَائِصِ

গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়, পশুর স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রয় এবং ডুবুরীর বাজি নির্ভর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

٢١٩٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَمَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِىْ بُطُوْنِ الْاَنْعَامِ حَتّٰى تَضَعَ وَعَمَّا فِىْ ضُرُوْعِهَا اِلاَّ بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ اٰبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتّٰى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ

২১৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গবাদি পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসবের পূর্বে, পশুর স্তনের দুধ পরিমাপ না করে, পলাতক গোলাম, গানীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে, দান-খয়রাত হস্তগত করার পূর্বে এবং ডুবুরীর বাজির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .

২১৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর গর্ভস্থ ভ্রূণের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ بَيْعِ الْمَزَائِدَةِ

নিলামে ক্রয়-বিক্রয়।

٢١٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيْهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِيْ بِهِمَا قَالَ فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْ هٰذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَاْتِنِيْ بِهِ فَفَعَلَ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَدَّ فِيْهِ عُوْدًا بِيَدِهِ وَقَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلاَ اَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ وَالْمَسْاَلَةُ نُكْتَةٌ فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ دَمٍ مُوْجِعٍ .

২১৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু চাইলে তিনি বলেন ঃ তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বললো, হাঁ, একটি কম্বল আছে, যার একাংশ আমরা গায়ে দেই এবং অপরাংশ (বিছানা হিসাবে) বিছাই। আর আছে একটি পানপাত্র যাতে করে আমরা পানি পান করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিনিস দু'টি আমার নিকট নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সে এগুলো তাঁর নিকট নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দু'টি নিজ হাতে নিয়ে বলেন ঃ এই জিনিস দু'টি কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এক দিরহামে তা ক্রয় করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর বেশী মূল্য কে দিবে? তিনি কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বলেন। তখন এক লোক বললো, আমি দুই দিরহামে তা কিনতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন। তিনি তা আনসারী লোকটিকে দিয়ে বলেন ঃ এর একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে তোমার

পরিবার-পরিজনকে দিয়ে আসো এবং অবশিষ্ট দিরহামটি দিয়ে কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে আসো। লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে তাতে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ যাও, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করো। আমি যেন পনের দিনের মধ্যে তোমাকে না দেখি। সে কাঠ সংগহ করে বিক্রয় করতে লাগলো। অতঃপর সে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম সঞ্চিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর কিছু দিয়ে খাদ্য কিনে নাও এবং কিছু দিয়ে কাপড়-চোপড় কিনে নাও। তিনি আরো বলেন ঃ ভিক্ষার কারণে কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে অপমানের চিহ্ন থাকার চেয়ে এটি তোমার জন্য অধিক উত্তম। চরম দরিদ্রতা, কঠিন ঋণের বোঝা অথবা রক্তপণ আদায়ের মত প্রয়োজন ব্যতীত যাঞ্চা করা সংগত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الاِقَالَةِ

ইকালা (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদকরণ)।

٢١٩٩- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَ أَبُو الْخَطَّابِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (বা অনুতপ্ত ব্যক্তির অনুরোধে) চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ দিলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন (দা)।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُّسْعِرَ

যে ব্যক্তি মূল্য বেঁধে দেয়া অপছন্দ করে।

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا

---

৫. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর কোন কারণবশত পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে উক্ত চুক্তি বাতিল বা রদ করাকে বাণিজ্যিক আইনের পরিভাষায় ইকালা বলে। চার মাযহাবের ফকীহগণের মতে ইকালা বৈধ (অনুবাদক)।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اَلْقٰى رَبِّىْ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِىْ دَمٍ وَّلاَ مَالٍ .

২২০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিযিক দানকারী। আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে রক্তের ও সম্পদের কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে।

٢٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اُفَارِقَكُمْ وَلاَ يُطْلُبَنِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ.

২২০১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি মূল্য বেঁধে দিতেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিতে ইচ্ছুক যে, তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার উপর কৃত যুলুমের দাবি না উঠাতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ السَّمَاحَةِ فِى الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন।

٢٢٠٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانِ الْبَلْخِيُّ اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوْخَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُفَّانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدْخَلَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا

২২০২। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি সহজতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٢٢٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِيْ ثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ سَمْحًا اِذَا اشْتَرٰى سَمْحًا اِذَا اقْتَضٰى .

২২০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ السَّوْمِ

দরদাম করে ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِيْ اَنْمَارٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي امْرَاَةٌ اَبِيْعُ وَاَشْتَرِيْ فَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ اَقَلَّ مِمَّا اُرِيْدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتّٰى اَبْلُغَ الَّذِيْ اُرِيْدُ وَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ اَكْثَرَ مِنَ الَّذِيْ اُرِيْدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتّٰى اَبْلُغَ الَّذِيْ اُرِيْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلِيْ يَا قَيْلَةُ اِذَا اَرَدْتِ اَنْ تَبْتَاعِيْ شَيْئًا فَاسْتَامِيْ بِهِ الَّذِيْ تُرِيْدِيْنَ اُعْطِيْتِ اَوْ مُنِعْتِ فَقَالَ اِذَا اَرَدْتُ اَنْ تَبِيْعِيْ شَيْئًا فَاسْتَامِيْ بِهِ الَّذِيْ تَرِيْدِيْنَ اَعْطَيْتِ اَوْ مَنَعْتِ .

২২০৪। বনূ আনমারের মাতা কাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উমরা আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন ব্যবসায়ী নারী। আমি কোন জিনিস কিনতে চাইলে আমার ইপ্সিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার ইপ্সিত মূল্যে গিয়ে পৌছি। আবার আমি কোন জিনিস

বিক্রয় করতে চাইলে আমার ইপ্সিত মূল্যের চাইতে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার ইপ্সিত মূল্যে নেমে আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে কাইলা! এরূপ করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার ইপ্সিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেয়া হবে নয় দেয়া হবে না। তিনি আরো বলেন ঃ তুমি কোন কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার ইপ্সিত দামই চাও, হয় তুমি দিলে অথবা না দিলে।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَقَالَ لِىْ اَتَبِيْعُ نَاضِحَكَ هٰذَا بِدِيْنَارٍ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ نَاضِحُكُمْ اِذَا اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَتَبِيْعُهُ بِدِيْنَارَيْنِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِىْ دِيْنَاراً دِيْنَاراً وَيَقُوْلُ مَكَانَ كُلِّ دِيْنَارٍ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتّٰى بَلَغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَاراً فَلَمَّا اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ اَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا بِلاَلُ اَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ عِشْرِيْنَ دِيْنَاراً وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ اِلٰى اَهْلِكَ .

২২০৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ তোমার এই উটটি কি এক দীনারে বিক্রয় করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন মদীনায় পৌছবো, তখন এটি আপনাদের উট হবে। তিনি বলেন ঃ তাহলে এটি কি দুই দীনারে বিক্রয় করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। জাবির (রা) বলেন, এভাবে তিনি প্রতিবার এক দীনার করে বাড়িয়ে বলতে থাকেন এবং প্রতিবারই বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। অবশেষে তিনি বিশ দীনার পর্যন্ত পৌছলেন। এরপর আমি মদীনায় পৌছে উটটির মাথা ধরে এটিকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি বলেন ঃ হে বিলাল! গনীমাতের মাল থেকে একে বিশটি দীনার দাও। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি তোমার উট নিয়ে রওয়ানা হও এবং তা তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ .

২২০৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উঠার আগে দরদাম করতে এবং দুগ্ধবতী পশু যবেহ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْاَيْمَانِ فِى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ করা নিষেধ।

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ .

২২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (১) যার নিকট নির্জন প্রান্তরে অতিরিক্ত পানি আছে, সে তা পথিক মুসাফিরকে পান করতে বাধা দেয়। (২) যে বিক্রেতা আসরের পর তার পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে আর আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, সে এতো এতো মূল্যে তা ক্রয় করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করেছে, অথচ আসল ব্যাপার তার বিপরীত। (৩) যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে শাসকের আনুগত্য করার শপথ করে, শাসক তাকে কিছু দিলে শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ ভঙ্গ করে।

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ

أَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ ابْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ .

২২০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তারা তো বিফল হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেনঃ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় ঝুলিয়ে পরে, (২) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে নিজের মাল বিক্রয় করে।

٢٢٠٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ .

২২০৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করাকালে শপথ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা মিথ্যা শপথের ফলে পণ্য বিক্রয় হলেও তার বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

তাবীরকৃত খেজুর বাগান ও মালদার গোলাম বিক্রয় করা।[৬]

٢٢١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

৬. পুং খেজুর গাছের কেশর স্ত্রী খেজুর গাছের কেশরের সাথে মিশ্রণ করাকে তাবীর বলে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الرِّبَا

সূদ সম্পর্কে কঠোর বাণী।

٢٢٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الصَّلْتِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰؤُلاَءِ اَكَلَةُ الرِّبَا .

২২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমাকে একদল লোকের নিকট নিয়ে আসা হলো। তাদের পেট ছিল ঘরের মত বিশাল, তার মধ্যে সাপ ভর্তি ছিলো, যা বাইরে থেকে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন ঃ এরা সূদখোর।

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ .

২২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূদের গুনাহ্র সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা।

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيِّ اَبُوْ حَفْصٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا .

২২৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সূদের পাপের তিয়াত্তরটি স্তর রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ الْحَيْوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

জন্তুর বিনিময়ে বাকীতে জন্তু বিক্রয় করা।

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيوَانِ نَسِيْئَةً .

২২৭০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ

পশুর পরিবর্তে পশু অধিক দরে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٢٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَبُوْ خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ بَاْسَ بِالْحَيْوَانِ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ يَداً بِيَدٍ كَرِهَهُ نَسِيْئَةً .

২২৭১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি পশু দু'টি পশুর বিনিময়ে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তিনি বাকীতে এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ اَرْؤُسٍ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ .

২২৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-কে সাতটি দাসীর বিনিময়ে খরিদ করেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন, দিহ্য়াতুল কালবী (রা)-র নিকট থেকে (তাকে খরিদ করেন)।

২২৬৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْراً

আরিয়া পদ্ধতির লেনদেন (গাছের মাথার খেজুর অনুমানে ক্রয়-বিক্রয়)।

٢٢٦٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا .

২২৬৮। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের উপরিস্থিত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْراً . قَالَ يَحْىَ الْعَرِيَّةُ اَنْ يَّشْتَرِىَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلاَتِ بِطَعَامِ اَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْراً .

২২৬৯। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের উপরিস্থিত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে সংগৃহীত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, গাছের মাথার খেজুর অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করে ঘরের শুকনা খেজুরের সাথে বিনিময় করাকে 'আরিয়্যা' বলে।

---

৮. সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে খেতের অসংগৃহীত শস্য বিক্রয় করাকে মুহাকালা বলে (অনুবাদক)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুকনা খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? লোকজন বলেন, হাঁ। তিনি এ জাতীয় লেনদেন করতে নিষেধ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

মুযাবানা ও মুহাকালা প্রসংগে।

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَتْ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَتْ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

২২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বাগানের তাজা খেজুর গাছে থাকা অবস্থায় (সংগৃহীত) ওজনকৃত শুকানো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলে। অনুরূপভাবে তাজা আঙ্গুর ওজনকৃত শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ) -এর বিনিময়ে বিক্রয় করা, ক্ষেতের শস্য (সংগৃহীত) ওজনকৃত শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করাও (মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত)। তিনি এই প্রকারের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ ابْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২২৬৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٦٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ النَّهْىِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ

দিরহাম ও দীনার (মুদ্রা) ভাঙ্গা নিষেধ।

٢٢٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالُوْا اَنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ اِلاَّ مِنْ بَاْسٍ .

২২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বৈধ মুদ্রা অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত ভাঙ্গতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা।

٢٢٦٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِىْ زُهْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ اَيَّتُهُمَا اَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَانِىْ عَنْهُ وَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ .

২২৬৪। যুহ্‌রা গোত্রের মুক্তদাস যায়েদ আবু আইয়্যাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস (রা)-কে যবের বিনিময়ে সাদা গম ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সাদ (রা) তাকে বলেন, এ দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বলেন, সাদা গম। সাদ (রা) আমাকে এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

২২৬১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেয়া যাবে না। কারো রূপার প্রয়োজন হলে সে যেন সোনার সাথে তা বিনিময় করে এবং কারো সোনার প্রয়োজন হলে সে যেন তা রূপার সাথে বিনিময় করে। তবে বিনিময়ের এই লেনদেন নগদ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ اَوْ سِمَاكٌ (وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ سِمَاكًا) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الاِبِلَ فَكُنْتُ اٰخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيْرِ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا اَخَذْتَ اَحَدَهُمَا وَاَعْطَيْتَ الاٰخَرَ فَلاَ تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ .

২২৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উটের ব্যবসা করতাম। আমি রূপার পরিবর্তে সোনা, সোনার পরিবর্তে রূপা, দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের পরিবর্তে দীনার গ্রহণ করতাম। আমি এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ যখন তুমি ঐগুলোর একটি গ্রহণ করবে এবং অপরটি প্রদান করবে, তখন তোমার সঙ্গীর সাথে লেনদেন চূড়ান্ত না করে পৃথক হবে না (তিরমিযী, ১১৭৯)।

٢٢٦٢(١)- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২২৬২(১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাকীম-ইয়াকূব ইবনে ইসহাক-হাম্মাদ ইবনে সালামা-সিমাক ইবনে হারব-সাঈদ ইবনে জুবাইর-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

সূদের অন্তর্ভুক্ত। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা (র) বলেন, আমি সুফিয়ান (র)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মনে রেখো, সোনার সাথে রূপার বিনিময়।[৭]

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ اَقْبَلْتُ اَقُوْلُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا اِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ اَوْ لَتَرُدَّنَّ اِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

২২৬০। মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হলাম, কে রৌপ্য মুদ্রা বদল করবে? তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে তোমার সোনা দেখাও এবং (কিছুক্ষণ পর) আমাদের নিকট এসো। আমাদের কোষাধ্যক্ষ এসে গেলেই (তোমাকে তোমার প্রাপ্য) রূপা দিয়ে দিবো। তখন উমার (রা) বলেন, কখনো নয়, আল্লাহ্‌র শপথ! হয় এখনই তুমি তাকে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে দাও নতুবা তার সোনা তাকে ফেরত দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার সাথে রূপার বিনিময়ে সূদ হবে।

٢٢٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ .

৭. "সোনার সাথে রূপার বিনিময়" কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কেবল একই প্রজাতির জিনিসের মধ্যকার বাকিতে লেনদেনের মধ্যেই সূদ সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য দুই প্রজাতির জিনিসের মধ্যকার বাকিতে লেনদেনেও সূদ হয়। যেমন সোনার সাথে রূপার বাকিতে লেনদেন সূদ হয়। অতএব ওজনযোগ্য এক দ্রব্যের ওজনযোগ্য অপর দ্রব্যের সাথে বকেয়া লেনদেনেও সূদের অন্তর্ভুক্ত। পরিমাপযোগ্য বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর হবে (অনু.)।

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ الرَّبْعِيِّ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَاْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذٰلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِى اَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذٰلِكَ فَلَقِيْتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ رَاْيًا مِنِّىْ وَهٰذَا اَبُوْ سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الصَّرْفِ .

২২৫৮। আবুল জাওযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে শুনলাম যে, তিনি মুদ্রার বিনিময় (বাকিতে কম-বেশি) করার বিষয়টি অনুমোদন করছেন এবং তার বরাতে তা বর্ণনা করা হচ্ছে। অতঃপর আমি জানতে পারলাম যে, তিনি এমত প্রত্যাহার করেছেন। তাই আমি মক্কা শরীফে তার সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি আপনার মত প্রত্যাহার করেছেন। তিনি বলেন, হাঁ। সেটি ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আর এই আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (বাকিতে) মুদ্রার বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

সোনার সাথে রূপার বিনিময়।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعَ مَالِكَ ابْنَ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ اِحْفَظُوْا .

২২৫৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নগদ লেনদেন না হলে সোনার সাথে রূপার (বাকীতে) বিনিময়

২২৫৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আহারের জন্য নিম্ন মানের খেজুর দিতেন। আমরা এই খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খেজুর বদলে নিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক সা খেজুরের পরিবর্তে দুই সা খেজুর এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম গ্রহণ করা বৈধ নয়, বরং এক দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং এক দীনারের পরিবর্তে এক দীনার সমান ওযনে এবং অতিরিক্ত না করে নেয়া যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ رِبًا الاَّ فِى النَّسِيْئَةِ

যে ব্যক্তি বলে, বাকি লেনদেনেই সূদ হয়।

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ فَقُلْتُ انِّىْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ اَمَا اَنِّىْ لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ هٰذَا الَّذِىْ تَقُوْلُ فِى الصَّرْفِ اَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمْ شَىْءٌ وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ انَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ .

২২৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, দীনারের বিনিময়ে দীনার (ওজনে সমান ও নগদ আদান প্রদান) হতে হবে। আমি বললাম, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে অন্য রকম বলতে শুনেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে অবহিত করুন যে, মুদ্রার বিনিময় সম্পর্কে আপনি যা বলেন, তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন না আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন ? তিনি বলেন, আমি তা আল্লাহ্‌র কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও শুনিনি, বরং উসামা ইবনে যায়েদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই কেবল (কম বেশি করলে) সূদ হয়।

٢٢٥٤- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ خِدَاشٍ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالاَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيْمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ امَّا فِيْ كَنِيْسَةٍ وَاَمَّا فِيْ بِيْعَةٍ فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ (قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الاٰخَرُ) وَاَمَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا .

২২৫৪। মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ (র) বলেন, কোন এক গির্জায় অথবা ইহূদীদের ইবাদতখানায় উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ও মুআবিয়া (রা)-র সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রূপার বিনিময়ে রূপা, সোনার বিনিময়ে সোনা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে গমের বিনিময়ে বার্লি এবং বার্লির বিনিময়ে গম ওজনে কম-বেশি করে যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ .

২২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রূপার সাথে রূপা, সোনার সাথে সোনা, যবের সাথে যব এবং গমের সাথে গম পরিমাণে সমান সমান ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় অনুমোদিত।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ اَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيْدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَلاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا الاَّ وَزْنًا .

٢٢٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرٰى اَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَاِذَا اشْتَرٰى اَحَدُكُمْ بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهٖ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২২৫২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ দাসী ক্রয় করলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং এর স্বভাবের মধ্যে যে কল্যাণ রেখেছেন তা প্রার্থনা করি। আমি আপনার নিকট এর অমঙ্গল এবং এর স্বভাবের মধ্যে যে অমঙ্গল রেখেছেন তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি", অতঃপর বরকতের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের যে কেউ উট ক্রয় করলে সে যেন তার কুঁজের উপরিভাগ ধরে বরকতের জন্য দোয়া করে এবং পূর্বানুরূপ বলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لاَ يَجُوْزُ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ

মুদ্রার নগদ বিনিময় এবং যেসব বস্তু কম-বেশী করে বিনিময় করা জায়েয নয়।

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ ابْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

২২৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ সূদের অন্তর্ভুক্ত। গমের পরিবর্তে গম নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে। বার্লির সাথে বার্লির নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে। খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় নগদ না হলে সূদ হবে (বু ২০২৪, মু ৩৯১৪, তি ১১৮০)।

একজনকে বিক্রয় করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি গোলাম দু'টি কি করলে? আমি বললাম, আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করেছি। তিনি বলেন ঃ তাকে ফেরত আনো (তি ১২২১)।

٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ طَلِيْقِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْاَخِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ .

২২৫০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (বন্দী) মা ও তার সন্তানকে এবং দুই সহোদর ভাইকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিসম্পাত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيْقِ

গোলাম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ اَلاَ نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلٰى فَاَخْرَجَ لِيْ كِتَابًا فَاِذَا فِيْهِ هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ .

২২৫১। আবদুল মাজীদ ইবনে ওয়াহ্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই পত্র পড়ে শুনাবো না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখেছিলেন? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি আমার সামনে একখানি পত্র বের করলেন, যাতে লেখা ছিল ঃ "আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছে এটা তার দলীল। সে তাঁর নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করেছে, যার কোন রোগ-ব্যাধি নাই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দুই মুসলমানের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়"।

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ يَحْيٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ .

২২৪৭। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করে, সে সর্বদা আল্লাহ্‌র গযবের মধ্যে থাকে এবং ফেরেশতারা সব সময় তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْىِ

বন্দীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ।

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِالسَّبْىِ اَعْطٰى اَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَةَ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ .

২২৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধবন্দী আসলে তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা অপছন্দ করতেন । তাই তিনি (নিকট সম্পর্কযুক্ত) সকল বন্দী একই পরিবারকে দান করতেন।

٢٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ اَنْبَانَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ قُلْتُ بِعْتُ اَحَدَهُمَا قَالَ رُدَّهُ .

২২৪৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'টি গোলাম দান করেন, যারা ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। আমি তাদের

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيْقِ

গোলাম ফেরতদানের সময়সীমা।

٢٢٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ .

২২৪৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোলাম ফেরত দেওয়ার সময়সীমা তিন দিন।

٢٢٤٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ اَرْبَعٍ .

২২৪৫। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চার দিনের পর ফেরত দানের সুযোগ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ

কোন ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করলে তা বলে দিবে।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِىْ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ .

২২৪৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

٢٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ اَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ .

২২৪১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে স্বীকৃত আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ (দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা একটি প্রতারণা। আর মুসলিম ব্যক্তির জন্য প্রতারণা করা হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ الْخِرَاجِ بِالضَّمَانِ

আয় ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত।

٢٢٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ .

২২৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিয়েছেন যে, গোলামের দায় বহন করলে তার উপার্জিত আয় ভোগ করা যায়।

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اشْتَرٰى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلاَمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ .

২২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে তার দ্বারা কিছু উপার্জনও করে। অতঃপর গোলামের মধ্যে কিছু দোষ পেয়ে সে তা ফেরত দেয়। বিক্রেতা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার গোলাম দ্বারা কিছু উপার্জনও করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উপার্জন ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত।

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ الْجَدْعَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِى فِىْ بُكُوْرِهَا .

২২৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমার উম্মাতের ভোরবেলায় বরকত দান করুন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

(দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা।

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءُ يَعْنِى الْحِنْطَةَ .

২২৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু ক্রয় করলো, তার জন্য তিন দিনের এখতিয়ার আছে (ক্রয় বহাল রাখা বা না রাখার)। সে তা ফেরত দিলে তার সাথে এক সা খেজুরও দিবে, গম নয়।

٢٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَنَفِىُّ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا (اَوْ قَالَ) مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا .

২২৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকসকল ! যে ব্যক্তি (দুধ জমা করে) স্তন ফুলানো পশু ক্রয় করবে তার জন্য তিন দিনের এখতিয়ার থাকবে। সে যদি তা ফেরত দেয় তবে তার সাথে তার দুধের সমপরিমাণ দুধ অথবা দুধের সমপরিমাণ গম দিবে।

লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই. রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান), আল্লাহ তার আমলনামায় এক লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর এক লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكَةِ فِى الْبُكُوْرِ

সকাল বেলায় বরকত হওয়ার আশা করা।

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا . قَالَ وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ . قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ .

২২৩৬। সাখর আল-গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য তাদের ভোরবেলাকে বরকতময় করুন।" তিনি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সামরিক বাহিনী অভিযানে পাঠাতে চাইলে দিনের প্রথম ভাগেই তাদেরকে পাঠাতেন। রাবী (উমারা ইবনে হাদীদ) বলেন, সাখর (রা) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক পণ্য দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। ফলে তিনি সম্পদশালী হন এবং তার সম্পদে প্রাচুর্য আসে।

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ .

২২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম ভাগে আমার উম্মাতকে বরকত দান করুন"।

لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى هٰذَا السُّوْقِ فَطَافَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا سُوْقُكُمْ فَلاَ يُنْتَقَصَنَّ وَلاَ يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ .

২২৩৩। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নাবীত নামক বাজারে গেলেন এবং কিছুক্ষণ তা পরিদর্শন করে বলেনঃ এটা তোমাদের উপযোগী বাজার নয়। অতঃপর তিনি অন্য একটি বাজারে গেলেন এবং তা পরিদর্শন করে বলেন ঃ এটিও তোমাদের উপযোগী নয়। অতঃপর তিনি এই বাজারে ফিরে এলেন এবং কিছুক্ষণ পরিদর্শন করে বলেন ঃ এটি তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাজার। এখানে তোমরা কারচুপি পাবে না এবং এই বাজারে তোমাদের উপর খাজনা আরোপ করা হবে না।

٢٢٣٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِيُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُوْنٍ ثَنَا عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلٰى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ .

২২৩৪। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ভোরবেলা ফজরের নামায পড়তে রওয়ানা হয়, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে রওয়ানা হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে রওয়ানা হয়।

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلٰى اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَدْخُلُ السُّوْقَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

২২৩৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ مَا يُرْجَى فِيْ كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

খাদ্যশস্য ওজন করলে তাতে বরকত হওয়ার আশা করা যায়।

٢٢٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَحْصِبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ .

২২৩১। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র আল-মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তোমাদের খাদ্যশস্য ওজন করো, তার মধ্যে তোমাদেরকে বরকত দেয়া হবে।

٢٢٣٢-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ .

২২৩২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের খাদ্যশস্য ওজন করো, তার মধ্যে তোমাদেরকে বরকত দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ الْاَسْوَاقِ وَدُخُوْلِهَا

বাজারসমূহ এবং তাতে প্রবেশের নিয়ম।

٢٢٣٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ اَنْبَاَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادُ اَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ ابْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حَدَّثَهُمَا اَنَّ اَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلٰى سُوْقِ النَّبِيْطِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هٰذَا لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى سُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هٰذَا

২২২৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যশস্য দু'বার ওজন না দেয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো বিক্রেতার ওজন, অপরটি হলো ক্রেতার ওজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

খাদ্যশস্যের স্তূপ বিক্রয় করা।

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

২২২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন কাফেলা থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খাদ্যশস্য স্থানান্তর করার পূর্বে পুনরায় বিক্রয় করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

٢٢٣٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى ابْنِ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ التَّمْرَ فِى السُّوْقِ فَاَقُوْلُ كِلْتُ فِىْ وَسْقِىْ هٰذَا كَذَا فَاَدْفَعُ اَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَاٰخُذُ شِفِّىْ فَدَخَلَنِىْ مِنْ ذٰلِكَ شَىْءٌ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ .

২২৩০। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাজারে খেজুরের স্তূপ বিক্রয় করতাম। আমি বলতাম, আমার এই স্তূপ থেকে এই পরিমাণ খেজুর মেপে নাও। সে (ক্রেতা) নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর ওজন করে নেয়ার পর আমি অবশিষ্ট অংশ রেখে দিতাম। এতে আমার মনে খটকার সৃষ্টি হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ যেহেতু তুমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ করেছো, তাই তাকে মেপে দাও।

بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِيْ وِعَاءٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

২২২৫। আবুল হাম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম, যার কাছে একটি পাত্রে খাদ্যশস্য ছিল। তিনি এর মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং বললেন ঃ সম্ভবত তুমি ধোঁকা দিচ্ছো। যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে, সে আমাদের নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ مَا لَمْ يَقْبِضْ

হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

২২২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করলে, সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় না করে।

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .

২২২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় না করে। আবু আওয়ানা (র) তার হাদীসে বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি অন্যান্য সকল বস্তুকে খাদ্যশস্যের বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِيْ .

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ التَّوَقِّى فِى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

পুরাপুরি ওজন ও পরিমাপ করা।

٢٢٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالاَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ النَّحْوِىُّ اَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ كَانُوْا مِنْ اَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ) فَاَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

২২২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন লোকেরা মাপে কারচুপি করতো। অতএব মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়" (৮৩ঃ ১)। এরপর থেকে তারা ঠিকভাবে ওযন করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْغِشِّ

ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ।

٢٢٢٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَاِذَا هُوَ مَغْشُوْشٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ .

২২২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে খাদ্যশস্য বিক্রয় করছিল। তিনি খাদ্যশস্যের স্তূপের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং আর্দ্রতা অনুভব করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٢٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ اَبِى الْحَمْرَاءِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ

ওযনে একটু বেশী দেয়া।

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيْلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَا وَزَّانُ زِنْ وَاَرْجِحْ .

২২২০। সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাখরাফা আল-আবদী হাজার এলাকা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসেন এবং একটি পাজামার দর করেন। আমাদের নিকটেই ছিল একজন কয়েল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওযন করে দিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ কয়েল! ওযন করো এবং কিছু বেশী দাও।

٢٢٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا اَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَوَزَنَ لِىْ فَاَرْجَحَ لِىْ .

২২২১। মালেক আবু সাফওয়ান ইবনে উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে আমি তাঁর নিকট একটি পাজামা বিক্রয় করেছিলাম। তিনি ওযন করে দিলেন এবং আমাকে কিছু বেশীই দিলেন।

٢٢٢٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَزَنْتُمْ فَاَرْجِحُوْا .

২২২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন ওযন করে দিবে, তখন একটু বেশীই দিবে।

٢٢١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْتَوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ.

২২১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে, কালো হওয়ার পূর্বে আঙ্গুর বিক্রয় করতে এবং শক্ত না হওয়া পর্যন্ত শস্য ইত্যাদি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِيْنَ وَالْجَائِحَةِ

কয়েক বছরের মেয়াদে ফল বিক্রয় করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে।

٢٢١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ .

২২১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছরের মেয়াদে (ফলের বাগান) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ اَخِيْهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ .

২২১৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফলের বাগান বিক্রয় করার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হলে, সে যেন তার ভাই (ক্রেতা) থেকে কিছু গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?

قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ اَبَّرَهَا اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَاَنَّ مَالَ الْمَمْلُوْكِ لِمَنْ بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২২১৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন যে, খেজুর গাছের ফল তাবীরকারী পাবে, তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে সে পাবে। আর ক্রীতদাসের মালও বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা পূবেই শর্ত আরোপ করে থাকলে তা সে পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَّبْدُوَ صَلاَحُهَا

পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

٢٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

২২১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পুষ্ট হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রয় করো না। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

٢٢١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

২২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করো না।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

২২১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২২১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তাবীরকৃত খেজুর বাগান ক্রয় করলে তার ফল বিক্রেতার, তবে ক্রেতা শর্ত করে নিলে তা তার।

٢٢١٠(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২২১০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে রুম্‌হ-লাইস ইবনে সাদ-নাফে-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٢١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِيْ بَاعَهَا اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২২১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি তাবীরকৃত খেজুর বাগান বিক্রয় করলে তার ফল বিক্রেতাই পাবে, তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে সে পাবে। কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম খরিদ করলে তার মাল বিক্রেতা পাবে। তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে তা সে পাবে।

٢٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبْداً جَمَعَهُمَا جَمِيْعًا .

২২১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি খেজুর বাগান ও গোলাম বিক্রয় করলে তা অবশ্য একত্রেও বিক্রয় করতে পারে।

٢٢١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبَا وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوْا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ .

২২৭৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সবশেষে সূদের আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু আমাদেরকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন। অতএব সূদ এবং (সূদের) সন্দেহ সৃষ্টিকর জিনিস পরিহার করো।

٢٢٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ .

২২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় এবং সূদের হিসাব রক্ষক বা দলীল লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।

٢٢٧٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقٰى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ .

২২৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগের সম্মুখীন হবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে সূদখোর নয়। সে সূদ না খেলেও তার ধুলোবালি (মলিনতা) তাকে স্পর্শ করবে (না, আ)।

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ زَائِدٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلٰى قِلَّةٍ .

২২৭৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ السَّلَفِ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ

ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ .

২২৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী দুই বা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম ক্রয়-বিক্রয় করতো। তিনি বলেন ঃ কেউ অগ্রিম খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে চাইলে সে যেন ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে।

٢٢٨١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ حَمْزَةَ ابْنِ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ بَنِيْ فُلاَنٍ اَسْلَمُوْا (لِقَوْمٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ) وَاِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوْا فَاَخَافُ اَنْ يَّرْتَدُّوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ عِنْدِيْ كَذَا وَكَذَا (لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ) اَرَاهُ قَالَ ثَلاَثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِيْ فُلاَنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا اِلٰى اَجَلٍ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِيْ فُلاَنٍ .

২২৮১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইহূদীদের অমুক দল ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। আমার আশংকা হয় যে, তারা মুরতাদ হয়ে যায় কিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারো নিকট মাল থাকলে আমাদের সাথে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করুক। এক ইহূদী বললো, আমার নিকট এই এই পরিমাণ জিনিস আছে। সে তার নামও উল্লেখ করলো। আমার মনে হয় সে বলেছে,

তিন শত দীনারে অমুক গোত্রের বাগান থেকে এই এই দরে ফল দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দর এবং মেয়াদ ঠিকই আছে, কিন্তু অমুক গোত্রের বাগান এইভাবে স্থান নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ (قَالَ يَحْيٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي الْمُجَالِدِ) قَالَ امْتَرٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ وَاَبُوْ بَرْزَةَ فِي السَّلَمِ فَاَرْسَلُوْنِيْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَهْدِ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُم . فَسَاَلْتُ ابْنَ اَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২২৮২। আবুল মুজালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বারযা (রা)-র মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে মতভেদ হয়। তাই তারা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট পাঠালেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাক্র ও উমার (রা)-এর যুগে গম, যব, কিশমিশ ও খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম এমন লোকদের সাথে যাদের কাছে তা বিদ্যমান থাকতো না। (রাবী আবুল মুজালিদ বলেন) আমি ইবনে আবযা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ জবাব দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ مَنْ اَسْلَمَ فِيْ شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهِ

কোন ব্যক্তি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না।

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْلَفْتَ فِيْ شَيْءٍ فَلاَ تَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهِ .

২২৮৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয় করলে সেই জিনিসের পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না।

٢٢٨٣(١)-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا .

২২৮৩(১)। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)-শুজা ইবনুল ওলীদ-যিয়াদ ইবনে খাইসামা-আতিয়্যা-আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদসূত্রে রাবী সাদ (র)-এর উল্লেখ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ اِذَا اَسْلَمَ فِىْ نَخْلٍ بِعَيْنِهٖ لَمْ يُطْلِعْ

কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছ, ফল আসার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٢٨٤-حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اُسْلِمُ فِىْ نَخْلٍ قَبْلَ اَنْ يُّطْلِعَ قَالَ لاَ قُلْتُ لِمَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَسْلَمَ فِىْ حَدِيْقَةِ نَخْلٍ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُّطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذٰلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِىْ هُوَ لِىْ حَتّٰى يُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ اِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هٰذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ اَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ وَلاَ تُسْلِمُوْا فِىْ نَخْلٍ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

২২৮৪। আন-নাজরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ফল আসার পূর্বে খেজুর গাছ অগ্রিম বিক্রয় করা যায় কিনা? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ফল আসার পূর্বে একটি খেজুর বাগান অগ্রিম ক্রয় করে। কিন্তু (ঘটনাক্রমে) সে বছর খেজুর গাছে কোন ফল ধরেনি। ক্রেতা বললো, ফল না আসা

পর্যন্ত এ বাগান আমার। আর বিক্রেতা বললো, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খেজুর বাগান কেবল এক বছরের জন্যই বিক্রয় করেছি। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মামলা দায়ের করলো। তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ক্রেতা কি তোমার খেজুর গাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে? বিক্রেতা বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে কিসের বদলে তুমি তার মাল হালাল করলে? তার থেকে যা গ্রহণ করেছো তা তাকে ফেরত দাও। আর (ভবিষ্যতে) গাছের খেজুর পুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ السَّلْمِ فِى الْحَيْوَانِ

চতুষ্পদ জন্তু অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٢٨٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ اِذَا جَاءَتْ اِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ يَا اَبَا رَافِعٍ اقْضِ هٰذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَلَمْ اَجِدْ اِلاَّ رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَعْطِهِ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

২২৮৫। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে ধারে একটি উঠতি বয়সের উট কিনেন এবং বলেন ঃ যাকাতের উট এলে তোমার ধার পরিশোধ করবো। অতঃপর যাকাতের উট এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু রাফে! সেই লোকের উটটি পরিশোধ করো। অতএব আমি চার বছর বা ততোধিক বয়সের উট ছাড়া আর কোন উট পেলাম না। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ ওটাই তাকে দাও। কেননা লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ اقْضِنِىْ بَكْرِىْ فَاَعْطَاهُ بَعِيْرًا مُسِنًّا فَقَالَ الاَعْرَابِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَسَنُّ مِنْ بَعِيْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً .

২২৮৬। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক বেদুঈন (এসে) বললো, আমার উঠতি বয়সের উটটি পরিশোধ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি বড় উট দিলেন। বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আমার উটের তুলনায় অধিক বয়স্ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ঋণ পরিশোধে উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

শিরকাত (অংশিদারী) ও মুদারাবা ব্যবসা।[৯]

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُنْتَ شَرِيْكِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيْكٍ كُنْتَ لاَ تُدَارِيْنِىْ وَلاَ تُمَارِيْنِىْ .

২২৮৭। আস-সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, জাহিলী যুগে আপনি আমার অংশীদার ছিলেন এবং সর্বোত্তম অংশীদার ছিলেন। না আপনি কখনো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন আর না আমার সাথে বিবাদ করেছেন।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيْمَا نُصِيْبُ فَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَىْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ .

২২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সাদ (রা), আম্মার (রা) ও আমি গানীমাতের মালের ব্যাপারে অংশীদার হই (এই মর্মে যে, আমরা যা পাবো

৯. একজনের পুঁজি এবং অপরজনের শ্রম বিনিয়োগে পরিচালিত ব্যবসাকে 'মুদারাবা' বলে। এটাও এক প্রকারের অংশীদারী কারবার। পুঁজির যোগানদার ব্যবসায়ে কায়িক শ্রম বিনিয়োগ করে না। মুনাফা হলে তা চুক্তি মোতাবেক উভয় পক্ষ পেয়ে থাকে। কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে পুরোটাই পুঁজিপতিকে বহন করতে হয়। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রা)-র সাথে এই প্রকারের ব্যবসা করেন (অনুবাদক)।

তা তিনজনে ভাগ করে নিবো)। আম্মার ও আমি কিছুই আনতে পারিনি। অবশ্য সাদ (রা) দুইজন যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসেন।

٢٢٨٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ ثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (عَبْدِ الرَّحِيْمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ .

২২৮৯। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে ঃ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ক্রয়-বিক্রয়, মুদারাবা ব্যবসা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে গমের সাথে যব মিশানো, ব্যসায়িক উদ্দেশ্যে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

সন্তানের সম্পদে পিতার হক।

٢٢٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ .

২২৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যা ভোগ-ব্যবহার করো তার মধ্যে উত্তম হলো তোমাদের নিজস্ব শ্রমের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

٢٢٩١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً وَوَلَدًا وَاِنَّ اَبِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّجْتَاحَ مَالِىْ فَقَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ .

২২৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন ঃ তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার।

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ وَيَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبِيْ اجْتَاحَ مَالِيْ فَقَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ .

২২৯২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার পিতা আমার সম্পদ শেষ করে দিয়েছে প্রায়। তিনি বলেনঃ তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ তোমাদের সন্তান তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

بَابُ مَا لِلْمَرْاَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক।

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لاَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ .

২২৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) হিন্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানের জীবন ধারণে যথেষ্ট হওয়ার মত খরচপাতি দেয় না। তাই আমি তার অগোচরে তার সম্পদ থেকে কিছু নেই (তাতে যথেষ্ট হয়)। তিনি বলেনঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হতে পারে ততটুকু ন্যায়সংগতভাবে নিতে পারো।

٢٢٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ (وَقَالَ اَبِىْ فِىْ حَدِيْثِهِ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْاَةُ) مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا .

২২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্ত্রী তার স্বামীর মালিকানাভুক্ত মাল থেকে অপচয় না করে খরচ করলে বা আহারের সংস্থান করলে তার জন্য এর সওয়াব লেখা হয়। স্বামীর অনুরূপ সওয়াব হয় উপার্জন করার কারণে, স্ত্রীর সওয়াব হয় খরচ করার কারণে এবং ভাণ্ডার রক্ষকেরও অনুরূপ সওয়াব হয়, এতে তাদের কারো সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ مِنْ اَفْضَلِ اَمْوَالِنَا .

২২৯৫। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ স্ত্রী তার ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করবে না। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন ঃ তা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

بَابُ مَا لِلْعَبْدِ اَنْ يُّعْطِىَ وَيَتَصَدَّقَ

গোলামের কাউকে কিছু দেওয়া এবং দান করার অধিকার প্রসংগে।

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِىِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ .

২২৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ كَانَ مَوْلاَىَ يُعْطِيْنِى الشَّئَ فَاَطْعِمُ مِنْهُ فَمَنَعَنِىْ اَوْ قَالَ فَضَرَبَنِىْ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ سَاَلَهُ فَقُلْتُ لاَ اَنْتَهِىْ اَوْ لاَ اَدَعُهُ فَقَالَ اْلاَجْرُ بَيْنَكُمَا .

২২৯৭। আবুল লাহ্‌মের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনিব আমাকে কিছু দিলে আমি তা থেকে অপরকে খাওয়াতাম। আমার মনিব আমাকে তা করতে নিষেধ করলেন বা আমাকে প্রহার করলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করে বললাম, গরীবদের আহার করানো ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর সওয়াব হলো তোমাদের উভয়ের।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

بَابُ مَنْ مَرَّ عَلٰى مَاشِيَةِ قَوْمٍ اَوْ حَائِطٍ هَلْ يَصِيْبُ مِنْهُ

কোন ব্যক্তি কারো গবাদি পশু বা ফলের বাগান অতিক্রম করাকালে তা থেকে কিছু (দুধ বা ফল) নিতে পারবে কিনা?

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ (رَجُلاً مِنْ بَنِىْ غُبَرَ) قَالَ اَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيْطَنِهَا فَاَخَذْتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ وَاَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِىْ كِسَائِىْ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِىْ وَاَخَذَ ثَوْبِىْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَطْعَمْتَهُ اِذْ كَانَ جَائِعًا اَوْ سَاغِبًا وَلاَ عَلَّمْتَهُ اِذْ كَانَ جَاهِلاً فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَرَدَّ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَاَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نِصْفِ وَسْقٍ .

২২৯৮। আবু বিশর জাফর ইবনে আবু ইয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুবার গোত্রের আব্বাদ ইবনে শুরাহবীল (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক বছর আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আমি মদীনায় চলে এলাম। আমি মদীনার কোন এক ফলের বাগানে পৌঁছে এক ছড়া শস্যবীজ নিয়ে তা থেকে ছিলে কিছু আহার করলাম এবং কিছু আমার চাদরে বেঁধে নিলাম। বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধর করলো এবং আমার চাদরখানা কেড়ে নিলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি মালিককে বলেন ঃ সে তো দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল, কেন তুমি তাকে আহার করাওনি? আর সে তো ছিল মূর্খ, কেন তুমি তাকে শিখাওনি? অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের মালিককে তার চাদর ফেরতদানের নির্দেশ দিলে সে তা ফেরত দেয় এবং তিনি তাকে এক ওয়াসাক বা অর্ধ ওয়াসাক খাদ্যদ্রব্য প্রদানেরও নির্দেশ দেন।[১০]

٢٢٩٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ عَنْ عَمِّ اَبِيْهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ وَاَنَا غُلاَمٌ اَرْمِيْ نَخْلَنَا اَوْ قَالَ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِيَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلاَمُ (وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ) لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قَالَ قُلْتُ اٰكُلُ قَالَ فَلاَ تَرْمِي النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِيْ اَسَافِلِهَا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسِيَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهُ .

২২৯৯। রাফে ইবনে আমর আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালক বয়সে আমাদের খেজুর বাগানে অথবা এক আনসার ব্যক্তির খেজুর বাগানে ঢিল মেরেছিলাম। তিনি আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে বালক বা হে বৎস! তুমি খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়েছিলে কেন? রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, খেজুর খাওয়ার জন্য। তিনি বলেন ঃ তুমি আর কখনো খেজুর গাছে ঢিল মের না, গাছের নিচে যা পড়ে থাকে তা খাও। রাফে (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার পেটের ক্ষুধা দূর করে দাও।

٢٣٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتَ عَلٰى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ

১০. এক ওয়াসাক ছাব্বিশ মনের সমান (অনুবাদক)।

فَانْ اَجَابَكَ وَالاَّ فَاشْرَبْ فِىْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ وَاِذَا اَتَيْتَ عَلٰى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَانْ اَجَابَكَ وَالاَّ فَكُلْ فِىْ اَنْ لاَّ تُفْسِدَ .

২৩০০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি গবাদিপশুর পালের নিকট পৌঁছে তার রাখালকে উচ্চস্বরে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি তার দুধপান করো, ক্ষতিসাধন না করে। আর তুমি কোন ফলের বাগানে পৌঁছে বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতি না করে তা থেকে পেড়ে খাও।

٢٣٠١- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَاَيُّوْبُ بْنُ حَسَّانٍ الْوَاسِطِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَاْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً .

২৩০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন বাগানের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে সে ইচ্ছা করলে ফল খাবে, কিন্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُّصِيْبَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ بِاِذْنِ صَاحِبِهَا

মালিকের অনুমতি ব্যতীত কিছু নেয়া নিষেধ।

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لاَ يَحْتَلِبَنَّ اَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ اِذْنِه اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِه فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ اَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِه .

২৩০২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পশু দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, তার ধনভাণ্ডারে অন্য লোক প্রবেশ করে তার ধনভাণ্ডারের দরজা ভেঙ্গে তার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাক? গবাদি পশুর বাঁট তো তাদের মালিকের জন্য খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে রাখে। তাই তোমাদের কেউ যেন অপরের পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে।

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَلِيْطِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الطُّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اِذْ رَاَيْنَا اِبِلاً مَصْرُوْرَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ فَثُبْنَا اِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاِبِلَ لِاَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ قُوتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللّٰهِ اَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ اِلٰى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُّمْ مَا فِيْهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ اَتَرَوْنَ ذٰلِكَ عَدْلاً قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا كَذٰلِكَ قُلْنَا اَفَرَاَيْتَ اِنِ احْتَجْنَا اِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَالَ كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ وَاشْرَبْ وَلاَ تَحْمِلْ

২৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা কাঁটাযুক্ত গাছের আড়ালে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী দেখতে পেয়ে সেদিকে দ্রুত ছুট দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাক দিলেন। আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ এই উট কোন মুসলিম পরিবারের। এগুলোই তাদের খাদ্যের এবং বেঁচে থাকার সংস্থান। এগুলো আল্লাহ্‌র পর তাদের মালিকানাধীন। তোমাদের কি ভালো লাগবে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্যভাণ্ডারে ফিরে গিয়ে তা খাদ্যশূন্য দেখতে পাবে? তোমরা কি এটাকে ইনসাফ মনে করো? তারা বলেন, না। তিনি বলেন ঃ এটাও তদ্রূপ। আমরা বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয়? তিনি বলেন ঃ এমতাবস্থায় তোমরা খেতে পারো কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না এবং পান করো, কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

গবাদি পশু পালন।

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اتَّخِذِىْ غَنَمًا فَاِنَّ فِيْهَا بَرَكَةً .

২৩০৪। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি ছাগল-ভেড়া পালো। কারণ তাতে বরকত রয়েছে।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ الْاِبِلُ عِزٌّ لِاَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৩০৫। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে মারফূ হাদীসরূপে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উট তার মালিকের জন্য গৌরবের ধন, ছাগল-ভেড়া হলো বরকতপূর্ণ সম্পত্তি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ যুক্ত রয়েছে।

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالاَ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا زَرْبِيٌّ اِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ

২৩০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বকরী বেহেশতের প্রাণীকুলের অন্তর্ভুক্ত।

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَاَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْاَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَاْذَنُ اللّٰهُ بِهَلاَكِ الْقُرٰى .

২৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনীদেরকে ছাগল-ভেড়া পালতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দরিদ্রদেরকে মুরগী পালতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ ধনীরা মুরগী পালন করলে আল্লাহ তাআলা সেই জনপদ ধ্বংস করার অনুমতি দেন।

অধ্যায় ঃ ১৩

كِتَابُ الْأَحْكَامِ

(বিচার ও বিধান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

বিচারকমণ্ডলী সম্পর্কে আলোচনা।

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ .

২৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হলো, তাকে বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো (বু, মু, তি)।

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ بِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ .

২৩০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাযীর পদ প্রার্থনা করে নেয় তার দায়দায়িত্ব তার উপরই চাপানো হয়। আর যাকে এই পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তার নিকট একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাকে সঠিক পথে চালিত করেন।

٢٣١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَعْلٰى وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَبْعَثُنِىْ وَاَنَا شَابٌّ اَقْضِىْ بَيْنَهُمْ وَلاَ اَدْرِىْ مَا الْقَضَاءُ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِىْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ .

২৩১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠান। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র। আমি লোকদের মধ্যে মীমাংসা করবো, অথচ বিচার কি জিনিস তাই আমি জানি না। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে বলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনি তার অন্তরে হেদায়াত দান করুন এবং তার জিহবাকে (বাকশক্তিকে) সুস্থির রাখুন"। আলী (রা) বলেন, এরপর পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচার করতে আমি কখনো সন্দেহে পতিত হইনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

জুলুম ও উৎকোচ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٢٣١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ الْقَطَّانِ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ اٰخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَاِنْ قَالَ اَلْقِهِ اَلْقَاهُ فِىْ مَهْوَاةٍ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا .

২৩১১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বিচারকই মানুষের বিচার করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে থাকবেন। অতঃপর সে আকাশের দিকে মাথা তুলবে। আল্লাহ যদি বলেন, তাকে নিক্ষেপ করো, তবে সেই ফেরেশতা তাকে একটি গর্তে নিক্ষেপ করবেন, যার মধ্যে সে চল্লিশ বছর ধরে গড়িয়ে পড়তে থাকবে।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِىْ ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِىْ مَا لَمْ يَجُرْ فَاِذَا جَارَ وَكَلَهُ اِلٰى نَفْسِهِ

২৩১২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাযী যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম না করে, আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যখন সে জুলুম করে, তখন তিনি তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেন।

٢٣١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ .

২৩১৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيْبُ الْحَقَّ

বিচারকের ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ . قَالَ يَزِيْدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২৩১৪। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বিচারক যখন ইজতিহাদ করে (চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করে) বিচার করে, অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে যায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর সে যখন ইজতিহাদ করে বিচার করতে গিয়ে ভুল করে বসে তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। রাবী ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি হাদীসটি আবু বাক্‌র ইবনে আমর ইবনে হাযমের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকেও আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٥- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ ثَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ قَالَ لَوْ لاَ حَدِيْثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اثْنَانِ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ لَقُلْنَا اِنَّ الْقَاضِىَ اِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ .

২৩১৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাযীগণ তিনি শ্রেণীভুক্ত। দুই শ্রেণীর কাযী জাহান্নামী এবং এক শ্রেণীর কাযী জান্নাতী। যে ব্যক্তি (কাযী) ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা দান করে সে জান্নাতী। যে ব্যক্তি (কাযী) সত্য উপলব্ধি না করে অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবদমান দলের মধ্যে রায় প্রদান করে সে জাহান্নামী এবং যে ব্যক্তি (কাযী) জ্ঞাতসারে অন্যায় রায় প্রদান করে সেও জাহান্নামী। আবু হাশিম (র) বলেন, যদি ইবনে বুরাইদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি না থাকতো তাহলে আমরা অবশ্যই বলতাম যে, কাযী ইজতিহাদ করে বিচার করলে সে জান্নাতী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانٌ

বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবে না।

٢٣١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْضِى الْقَاضِىْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ . قَالَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ لاَ يَنْبَغِىْ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَّقْضِىَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ .

২৩১৬। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই (বিবদমান) পক্ষের মধ্যকার বিচারকার্য পরিচালনা না করে। রাবী হিশাম (র) তার হাদীসে বলেন ঃ রাগান্বিত অবস্থায় দুই (বিবদমান) পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করা বিচারকের জন্য সংগত নয় (বু, মু, তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ قَضْيَةِ الْحَاكِمِ لاَ تَحِلُّ حَرَامًا وَلاَ تَحْرَمُ حَلاَلاً

বিচারক রায় দিলেই হারাম হালাল হয় না এবং হালাল হারাম হয় না।

٢٣١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ وَاِنَّمَا اَقْضِىْ لَكُمْ عَلٰى نَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ يَاْتِىْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৩১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছে বিবদমান বিষয় মীমাংসার জন্য এসে থাকো। আমিও একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের কেউ (একপক্ষ) অপর কারো (বিপক্ষের) তুলনায় নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। আর আমি তো তোমাদের বক্তব্য শুনেই তার ভিত্তিতে বিচারকার্য করি। অতএব আমি তোমাদের কারো পক্ষে তার ভাইয়ের হকের কোন অংশের ফয়সালা দিয়ে ফেলতে পারি। এ অবস্থায় সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাকে দোযখের একটি টুকরাই কেটে দিচ্ছি, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে (বু, মু, তি, দা, না)।

٢٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ قِطْعَةً فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ .

২৩১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমিও একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের কেউ অপর কারো তুলনায় নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। অতএব আমি তাকে তার ভাইয়ের হক থেকে কিছু কর্তন করে দিয়ে থাকলে তাকে দোযখের একটি টুকরাই কর্তন করে দিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَنْ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيْهِ

কেউ পরের মাল নিজের বলে দাবি করে তা হস্তগত করার জন্য মামলা দায়ের করলে।

٢٣١٩-حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ اَبُوْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ يَعْمَرَ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৩১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে যেন দোযখে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ (اَوْ يُعِيْنُ عَلٰى ظُلْمٍ) لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ .

২৩২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো যুলুমমূলক মালমায় সহযোগিতা করে অথবা যুলুমে সহায়তা করে, তা থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই সে আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

٢٣٢١- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ اِدَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ .

২৩২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদেরকে তাদের দাবি মোতাবেক ফয়সালা দেয়া হলে অবশ্যই কতক লোক অন্য লোকের জীবন (মৃত্যুদণ্ড) ও সম্পদ দাবি করে বসতো। কিন্তু বিবাদীকেই শপথ করতে হবে।

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً).... الآية .

২৩২২। আল-আশ্‌আছ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং এক ইহূদীর যৌথ মালিকানাধীন এক খণ্ড জমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করলে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমার কি দলীল-প্রমাণ আছে ? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বলেন ঃ শপথ করো। আমি বললাম, এ সম্পর্কে সে শপথ করার সাথে সাথে আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭)... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً

যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে।

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

২৩২৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মাল আত্মসাতের লক্ষ্যে সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট থাকবেন।

٢٣٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَخَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ الْحَارِثِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَاَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا قَالَ وَاِنْ كَانَ سِوَاكًا مِّنْ اَرَاكٍ .

২৩২৪। আবু উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর মুসলমানের প্রাপ্য স্বত্ব মিথ্যা শপথ করে কর্তন করে নিলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দিবেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তা সামান্য জিনিস হয়। তিনি বললেন ঃ যদি তা পিলু গাছের একটি মেসওয়াকও হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الْيَمِيْنِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوْقِ

অপরের প্রাপ্য অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শপথ করলে।

٢٣٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالاَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِىْ هٰذَا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ اَخْضَرَ .

২৩২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই মিম্বারের নিকট দাঁড়িয়ে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়, যদিও তা একটি সবুজ মিসওয়াকের জন্যও হয়।

٢٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ قَالاَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ فَرُّوْخَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَهُوَ اَبُوْ يُوْنُسَ الْقَوِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلاَ اَمَةٌ عَلٰى يَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ رَطْبٍ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

২৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই মিম্বারের নিকট কোন পুরুষ অথবা নারী মিথ্যা শপথ করলে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্দ্ধারিণ করলো, তা একটি কাঁচা দাতনের জন্য হলেও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ اَهْلُ الْكِتَابِ

আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়কে শপথ উচ্চারণপূর্বক কিছু বলা।

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا رَجُلاً مِّنْ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِالَّذِىْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

২৩২৭। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদী সম্প্রদায়ের এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে ডেকে বলেন ঃ আমি তোমাকে সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন।

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ اَنْبَاَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيَهُوْدِيَّيْنِ اَنْشُدُكُمَا بِالَّذِىْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

২৩২৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইহূদীকে বলেন ঃ আমি তোমাদের দু'জনকে সেই আল্লাহ্‌র শপথ দিচ্ছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

দুই ব্যক্তি একই পণ্যের মালিকানা দাবি করলে এবং তাদের কারো কাছে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলে।

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَاَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ.

২৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি জন্তুর মালিকানা দাবি করলো কিন্তু তাদের কারো নিকটই দলীল-প্রমাণ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লটারী করে তাতে যার নাম উঠে, তাকে শপথ করার পর তা নিতে বলেন।

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوْا ثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اخْتَصَمَ اِلَيْهِ رَجُلاَنِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

২৩৩০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি একটি জন্তুর ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলো এবং তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলো না। তিনি তাদের উভয়কে সেটির অর্ধেক অর্ধেক মালিকানা দান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِيْ يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

কোন ব্যক্তি তার চুরি যাওয়া মাল ক্রেতার নিকট পেলে।

٢٣٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَرْسَلَتْ اُخْرٰى بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُوْلِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ اِحْدَاهُمَا اِلَى الأُخْرٰى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ كُلُوْا فَاَكَلُوْا حَتّٰى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِيْ فِيْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَتَرَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كَسَرَتْهَا .

২৩৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন জননীগণের একজনের হুজরায় ছিলেন। তাদের একজন একটি পাত্র ভর্তি আহার্য তাঁর নিকট পাঠান। তিনি আহার্যের পাত্র বহনকারীর হাতে আঘাত করলে পাত্রটি নিচে পড়ে ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের টুকরা দু'টি তুলে নিয়ে একটির সাথে অপরটি জোড়া লাগিয়ে তার মধ্যে পতিত খাবার জমা করেন এবং বলেন ঃ তোমাদের মাতার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। তোমরা (এটা) খাও। অতএব তারা তা আহার করলেন। অতঃপর তিনি তার ঘরের খাবার ভর্তি পাত্র নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষত পাত্রটি বাহককে দিলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি ভঙ্গকারিনীর ঘরে রেখে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلٰى جِدَارِ جَارِهِ

কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি পোঁতলে।

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَاْذَنَ اَحَدَكُمْ جَارُهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ طَاْطَؤُا رُؤُوْسَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَالَ مَا لِيْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لَاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ .

২৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ তার প্রতিবেশীর নিকট তার দেয়ালের সাথে নিজের খুঁটি গাড়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। আবু হুরায়রা (রা) উপস্থিত লোকদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তারা তাদের মাথা নত করে নেয়। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে বলেন, কি ব্যাপার, আমি দেখছি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের দুই কাঁধের মাঝখানে খুঁটি গাড়বো।

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْىٰ اَخْبَرَهُ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَخَوَيْنِ مِنْ بَنِيْ مُغِيْرَةَ اَعْتَقَ اَحَدَهُمَا اَنْ لاَّ يَغْرِزَ خَشَبًا فِيْ جِدَارِهِ فَاَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيْدَ وَرِجَالٌ كَثِيْرٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعُ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَقَالَ يَا اَخِيْ اِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ اُسْطُوَانًا دُوْنَ حَائِطِيْ اَوْ جِدَارِيْ فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ .

২৩৩৬। ইকরিমা ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা গোত্রের দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এক ভাই বলে যে, অপর ভাই তার দেয়ালের সাথে খুঁটি পুতলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মুজাম্মে ইবনে য়াযীদ (রা)-সহ আনসারদের আরো অনেক লোক এসে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে বাধা না দেয়। তখন বিতর্ককারী ভাই বললো, হে ভাই ! ফয়সালা আমার বিপক্ষে এবং তোমার অনুকূলেই হয়েছে। যেহেতু আমি শপথ করেছি, তাই তুমি আমার দেয়ালের পাশে একটি বড় খুঁটি পুতে তার উপর তোমার কাঠ রাখো।

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعُ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً عَلٰى جِدَارِهِ .

২৩৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে কাঠ পুততে নিষেধ না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِيْ قَدْرِ الطَّرِيْقِ

রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে।

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُثَنًّى بْنُ سَعِيْدٍ الضُّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ .

২৩৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তা সাত হাত পরিমাণ চওড়া করো।

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالاَ ثَنَا قَبِيْصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ .

২৩৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَنْ بَنٰى فِيْ حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

যে ব্যক্তি নিজের মালিকানাস্বত্বে প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর কিছু নির্মাণ করে।

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَحْىَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنْ لاَّ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ .

২৩৪০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।

٢٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ .

২৩৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْىٰ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ضَارَّ اَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ .

২৩৪২। আবু সিরমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ فِىْ خُصٍّ

দুই ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের মালিকানা দাবি করলে।

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ فَقَضٰى لِلَّذِيْنَ يَلِيْهِمُ الْقِمْطُ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ وَاَحْسَنْتَ .

২৩৪৩। নিমরান ইবনে জারিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কতক লোক একটি কুঁড়ে ঘরের মালিকানা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ দায়ের করলো। তিনি হুযায়ফা (রা)-কে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পাঠান। যাদের রশি দিয়ে সে ঘর বাঁধা ছিল তিনি তাদের পক্ষে রায় দেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাঁকে তার মীমাংসার কথা জানান। তিনি বলেনঃ তুমি যথার্থ ফয়সালা করেছো এবং ভালো করেছো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلاَصَ

যে ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে ছাড়ানোর শর্ত করলো।

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا بِيْعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلاَوَّلِ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِبْطَالُ الْخَلاَصِ .

২৩৪৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন জিনিস দুই ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা হলে তা প্রথম খরিদদার পাবে। রাবী আবুল ওয়ালীদ (র) বলেন, এ হাদীসে অপরের থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত বাতিল করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা।

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِيْنَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَاَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَزَّاَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً .

২৩৪৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির ছয়টি গোলাম ছিল, এদের ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিলো না। সে তার মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে দাসত্বমুক্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লটারীর মাধ্যমে এদের মধ্যে দু'জনকে দাসত্বমুক্ত করে দেন এবং চারজনকে গোলাম হিসাবে বহাল রাখেন।

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَ فِىْ بَيْعٍ لَيْسَ

لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَامَرَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ اَحَبَّا ذٰلِكَ اَمْ كَرِهَا .

২৩৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি বিক্রীত পণ্য নিয়ে ঝগড়া করছিল। তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, লটারীতে তাদের দু'জনের মধ্যে যার নাম উঠবে সে শপথ করে পণ্য নিবে, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারুক বা না পারুক।

٢٣٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَمَانٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

২৩৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ اُتِيَ عَلِيُّ ابْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِىْ ثَلاَثَةٍ قَدْ وَقَعُوْا عَلَى امْرَاَةٍ فِىْ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَالَ اثْنَيْنِ فَقَالَ اَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ فَقَالاَ لاَ ثُمَّ سَالَ اثْنَيْنِ فَقَالَ اَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ فَقَالاَ لاَ فَجَعَلَ كُلَّمَا سَالَ اثْنَيْنِ اَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ فَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِىْ اَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২৩৪৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ইয়ামান থাকাকালে তার সামনে মীমাংসার জন্য এই মর্মে একটি বিষয় উত্থাপিত হয় যে, তিন ব্যক্তি একই তুহুরে এক নারীর সাথে সংগম করে (ফলে তার একটি সন্তান হয়)। আলী (রা) দুইজনকে জিজ্ঞেস করেন (তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে) ঃ তোমরা কি সন্তানটি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করো? তারা বললো, না। তিনি আবার দু'জনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি সন্তানটি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করো? তারা বললো, না। তিনি যখনই দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সন্তানটি তার বলে স্বীকার করো, তখনই তারা বলে, না। অতঃপর আলী (রা) তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে

যার নাম উঠে, তিনি তাকে সন্তানটি দিলেন এবং তার উপর দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত ধার্য করেন। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হলে তিনি এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর সামনের পাটির দাঁত প্রকাশ পেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ الْقَافَةِ

কিয়াফা সম্পর্কে।

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا وَهُوَ يَقُوْلُ يَا عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَاٰى اُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

২৩৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রফুল্ল মনে ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি দেখোনি যে, মুজায্যায আল-মুদলিজী আমার ঘরে প্রবেশ করে উসামা ও যায়েদকে একটি চাদরে মুড়ি দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা ও পা বের করা অবস্থায় ঘুমন্ত দেখতে পেলো। সে বললো, এই পাগুলোর কতক অপর কতক থেকে।

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قُرَيْشًا اَتَوْا امْرَاَةً كَاهِنَةً فَقَالُوْا لَهَا اَخْبِرِيْنَا اَشْبَهَنَا اَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ فَقَالَتْ اِنْ اَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلٰى هٰذِهِ السِّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا اَنْبَاْتُكُمْ قَالَ فَجَرُّوْا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَاَبْصَرَتْ اَثَرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ هٰذَا اَقْرَبُكُمْ اِلَيْهِ شَبَهًا ثُمَّ مَكَثُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ عِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

২৩৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ এক জ্যোতিষী নারীর কাছে গিয়ে তাকে বললো, আমাদের মধ্যে মাকামে ইবরাহীমের মালিকের (ইবরাহীম আ) সাথে কার অধিক সাদৃশ্য তা বলে দিন। সে বললো, তোমরা যদি এই নরম মাটির উপর দিয়ে

একটি চাদর টেনে নেয়ার পর উক্ত মাটির উপর দিয়ে (নগ্নপদে) হেঁটে যাও তবে আমি তোমাদের তা বলতে পারবো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর তারা একটি চাদর টেনে নেয়ার পর ঐ মাটির উপর দিয়ে হেঁটে গেলো। অতঃপর সেই নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন দেখিয়ে বললো, তোমাদের মধ্যে ইনিই তাঁর (ইবরাহীমের) সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ঘটনার পর তারা আল্লাহ্‌র মর্জি বিশ বছর বা ততোধিক অপেক্ষা করলো। শেষে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়াত দান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ تَخْيِيْرِ الصَّبِىِّ بَيْنَ اَبَوَيْهِ

শিশু পিতা-মাতার মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারবে।

٢٣٥١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ وَقَالَ يَا غُلاَمُ هٰذِهِ اُمُّكَ وَهٰذَا اَبُوْكَ .

২৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে তার পিতা ও মাতার মধ্যে (যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়ে বলেন ঃ হে বৎস! এই তোমার মা এবং এই তোমার বাপ।

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّىِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْاٰخَرُ مُسْلِمٌ فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ اِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ اِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضٰى لَهُ بِهِ .

২৩৫২। আবদুল হামীদ ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।[১] তার পিতা-মাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (সন্তানের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে) বিবাদ পেশ করে। তাদের একজন ছিল কাফের এবং অপরজন মুসলমান। তিনি সন্তানকে এখতিয়ার দিলে সে কাফেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে হেদায়াত দান করুন। অতঃপর সে মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব তিনি তাকে মুসলমানের সাথে থাকার ফয়সালা দেন।

---

১. সঠিক হলো আবদুল হামীদ ইবনে জাফর (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الصُّلْحِ

সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন।

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا .

২৩৫৩। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করা জায়েয, তবে হালালকে হারামকারী এবং হারামকে হালালকারী সন্ধি ব্যতীত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الْحَجَرِ عَلٰى مَنْ يُّفْسِدُ مَالَهُ

যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নষ্ট করে তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ।

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ وَاَنَّ اَهْلَهُ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَا وَلاَ خِلاَبَةَ .

২৩৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করতে গিয়ে (বুদ্ধির) দুর্বলতার কারণে ঠকে যেতো। তার পরিবারের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। তিনি বলেন ঃ তুমি ক্রয়-বিক্রয় করাকালে বলো, নগদ আদান-প্রদান হবে এবং যেন প্রতারণা করা না হয়।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُوَ جَدِّىْ مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلاً قَدْ اَصَابَتْهُ اٰمَّةٌ فِىْ رَاْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لاَ يَدَعُ عَلٰى ذٰلِكَ التِّجَارَةَ وَكَانَ لاَ يَزَالُ يُغْبَنُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ اِذَا اَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ثُمَّ اَنْتَ فِىْ كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَاِنْ رَضِيْتَ فَاَمْسِكْ وَاِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلٰى صَاحِبِهَا .

২৩৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনকিয ইবনে আমর হলেন আমার নানা। তার মাথায় একটি প্রচণ্ড আঘাত লাগার ফলে তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেলো। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করা ত্যাগ করেননি । তিনি প্রায়ই ঠকে যেতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলো, যেন প্রতারণা করা না হয়। অতঃপর তুমি যে পণ্যই ক্রয় করবে, তিন দিনের এখতিয়ার পাবে। তুমি সন্তুষ্ট হতে পারলে পণ্য রেখে দিবে এবং অসন্তুষ্ট হলে তা তার মালিককে ফেরত দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ تَفْلِيْسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া এবং তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বিক্রয় করা।

٢٣٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا مَا وَجَدْتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ يَعْنِى الْغُرَمَاءَ .

২৩৫৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ফলের বাগান ক্রয় করে লোকসানের শিকার হয় এবং মারাত্মকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বলেন ঃ তোমরা তাকে দান-খয়রাত করো। অতএব লোকজন তাকে দান-খয়রাত করলো কিন্তু তাতেও তার ঋণ শোধ হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওনাদারদের বলেন ঃ তোমরা যা পেয়েছো তাই নিয়ে নাও, এর বেশী আর পাবে না।

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَخْلَصَنِىْ بِمَالِىْ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِىْ .

২৩৫৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে তার পাওনাদারদের থেকে নিষ্কৃতি দেন, তারপর তাকে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করেন। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাল দ্বারা আমাকে ঋণমুক্ত করেন, অতঃপর আমাকে শাসক নিয়োগ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ اَفْلَسَ

ঋণদাতা দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

২৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে , অন্যের তুলনায় সে-ই তার অগ্রগণ্য হকদার।

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَاَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ اَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِىَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ .

২৩৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট বাকিতে তার পণ্য বিক্রয় করার পর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলে এবং তার পণ্য অবিকল অবস্থায় তার নিকট বিদ্যমান থাকলে সে-ই তা ফেরত পাবে। আর তার পণ্যের কিছু মূল্য আদায় করে থাকলে সে অন্যান্য পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِيْبٍ عَنْ اَبِى الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِىِّ وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ جِئْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اَفْلَسَ فَقَالَ هٰذَا الَّذِىْ قَضٰى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ اَوْ اَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اَحَقُّ بِمَتَاعِهِ اِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .

২৩৬০। ইবনে খালদা আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মদীনার বিচারপতি। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে আমাদের এক দেউলিয়া সঙ্গীর ব্যাপারে জানতে আসলাম। তিনি বলেন, এ ধরনের লোক সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে অথবা মারা গেলে, ঋণদাতা তার মাল অবিকল তার নিকট বিদ্যমান পেলে সে-ই হবে তার অগ্রগণ্য প্রাপক।

٢٣٦١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ

سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضٰى مِنْهُ شَيْئًا اَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ .

২৩৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজ দখলে অপরের মাল অবিকল অবস্থায় রেখে মারা যায় এবং মালিক তার আংশিক মূল্য আদায় করে থাকুক বা না থাকুক, সে অন্যান্য পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُشْهَدْ

কাউকে সাক্ষ্য দিতে না বললে স্বউদ্যোগে সাক্ষ্য দেয়া মাকরূহ।

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالاَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ .

২৩৬২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বলেন ঃ আমর 'যুগ', অতঃপর তার নিকটতর (পরবর্তী) যুগ, অতঃপর তার নিকটতর যুগ। অতঃপর এমন সব লোক আসবে যারা শপথের পূর্বে সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্যের পূর্বে শপথ করবে।

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْنَا مِثْلَ مُقَامِىْ فِيْكُمْ فَقَالَ احْفَظُوْنِىْ فِىْ اَصْحَابِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتّٰى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ .

২৩৬৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের উদ্দেশে (দামিশকের) জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন,

তোমাদের সামনে আমি যেমন (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালাম, তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের (আমার সাহচর্য লাভের মর্যাদার) হেফাজত করবে, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের (মর্যাদার) হেফাজত করবে, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের। অতঃপর এমনভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটবে যে, কারো কাছে সাক্ষ্য তলব না করতেই সে সাক্ষ্য দিবে এবং শপথ করতে না বলতেই শপথ করবে।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

(বিবদমান বিষয়ে জ্ঞাত) সাক্ষী সম্পর্কে বাদী অনবহিত থাকলে।

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُعْفِيُّ قَالاَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ اَخْبَرَنِىْ اُبَىُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الشُّهُوْدِ مَنْ اَدّٰى شَهَادَتَهُ قَبْلَ اَنْ يُّسْئَلَهَا .

২৩৬৪। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ সাক্ষীগণের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তলব করার আগেই সাক্ষ্য দেয়।[৩]

---

২. অর্থাৎ মিথ্যাচারের এতোই প্রসার ঘটবে যে, তখনকার লোকেরা প্রকৃত সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। এদের কাউকে সাক্ষ্য দিতে আহবান না করা সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিতে আসবে এবং নিজের বক্তব্যের প্রতি আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে। হাদীসে উক্ত স্বভাবের সাক্ষীর সমালোচনা করা হয়েছে (অনুবাদক)।

৩. যথার্থ ঘটনা কোন ব্যক্তির জানা আছে, কিন্তু বাদী তার সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। এই অবস্থায় সত্য ঘটনা উদঘাটন করার জন্য ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য। অন্যথায় কোন ব্যক্তি সাক্ষীর অভাবে তার প্রাপ্য অধিকার বা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রকৃতির সাক্ষীকে উত্তম সাক্ষী বলেছেন (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الْاشْهَادِ عَلَى الدُّيُوْنِ

দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান।

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِىُّ وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى) حَتّٰى بَلَغَ (فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) فَقَالَ هٰذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

২৩৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলে (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অপরের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করো তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো...." (২ঃ ২৮২)। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে "তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে"(২ঃ ২৮৩) পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, এই শেষোক্ত বিধান তার পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ مَنْ لاَ يَجُوْزُ شَهَادَتُهُ

যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَّلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُوْدٍ فِى الْاِسْلاَمِ وَلاَ ذِىْ غِمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ .

২৩৬৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতারক (খেয়ানতকারী) নারী-পুরুষ, ইসলামী আইনের আওতায় হদ্দের শাস্তি ভোগকারী এবং বিপক্ষের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِىٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .

২৩৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ নগরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ

একজন সাক্ষীএবং (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মীমাংসা করা।

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِىُّ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّهْرِىُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .

২৩৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .

২৩৬৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মোকদ্দমার রায় দিয়েছেন।

٢٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّىُّ اَخْبَرَنِىْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ .

২৩৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।

٢٣٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِيْنَ الطَّالِبِ .

২৩৭১। সুররাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথ (দ্বারা ফয়সালা করা) অনুমোদন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসংগে।

٢٣٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَسَدِىِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْاَسَدِىِّ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ) .

২৩৭২। খুরাইম ইবনে ফাতিক আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি সুষ্ঠুভাবে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার সমতুল্য (অপরাধ) গণ্য করা হয়েছে। তিনি তিনবার একথা বলেন, অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাকো আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোন শরীক না করে" (২২ ঃ ৩০-৩১)।

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتّٰى يُوْجِبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ .

২৩৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ফয়সালা না দেয়া পর্যন্ত সে তার পদদ্বয় একটুও নাড়াতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ شَهَادَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান।

٢٣٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَجَازَ شَهَادَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ.

২৩৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১৪

كِتَابُ الْهِبَاتِ

(হেবা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ

কোন ব্যক্তি এক সন্তানকে দান করলে (এবং অন্যদের বঞ্চিত করলে)।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ اَبُوْهُ يَحْمِلُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْهَدْ اَنِّىْ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِىْ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيْكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِىْ نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ قَالَ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلٰى قَالَ فَلاَ اِذًا .

২৩৭৫। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নোমানকে আমার অমুক অমুক মাল দান করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি নোমানকে যেমন দান করেছো, তোমার অন্য সকল পুত্রকেও কি তদ্রূপ দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। তিনি আরো বলেন ঃ তাদের সকলে সমভাবে তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করলে তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে এরূপ করো না।

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ

نَحَلَهُ غُلاَمًا وَاَنَّـهُ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَـهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ .

২৩৭৬। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে একটি গোলাম দান করার পর তার অনুকূলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করার জন্য তাঁর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি তোমার সকল পুত্রকে দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তা ফেরত নাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَنْ اَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيْهِ

যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নিলো।

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُّعْطِىَ الْعَطِيَّـةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ .

২৩৭৭। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফেরত নেয়া দানকারীর জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করে তা ফেরত নিতে পারে।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَرْجِعْ اَحَدُكُمْ فِىْ هِبَتِهِ اِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ .

২৩৭৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার হেবাকৃত জিনিস (দান) ফেরত না নেয়, তবে পিতা পুত্রকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْعُمْرٰى

উমরা (জীবনস্বত্ব)।

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عُمْرٰى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ .

২৩৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জীবনস্বত্ব বলতে কিছু নেই। তবে কাউকে জীবনস্বত্ব দেয়া হলে সেটা তারই প্রাপ্য।

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا فَهِىَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ .

২৩৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দান করলে তা তার এবং তার ওয়ারিসদের। দানকারীর কথা তাতে তার অধিকার কর্তন (অবসান) করে দিয়েছে। অতএব যাকে জীবনস্বত্ব দান করা হয়েছে সেটা তার ও তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

٢٣٨١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرٰى لِلْوَارِثِ .

২৩৩৮১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনস্বত্বকে (স্বত্বভোগীর) ওয়ারিসদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الرُّقْبٰى

রুকবা।

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ رُقْبٰى

فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ . قَالَ وَالرُّقْبٰى اَنْ يَّقُوْلَ هُوَ لِلْاٰخَرِ مِنِّىْ وَمِنْكَ مَوْتًا .

২৩৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রুকবা বলতে কিছু নেই। তবে কারো অনুকূলে কিছু রুকবা (এক প্রকার দান) করা হলে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও সে তার মালিক হবে। রাবী বলেন, রুকবা এই যে, দানকারী বললো, "আমার ও তোমার মধ্যে যে শেষে মরবে এটা তার"।

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ ثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا .

২৩৮৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জীবনস্বত্ব (উমরা) এক প্রকারের দান, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার এবং রুকবাও এক প্রকারের দান, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الرُّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ

হেবা (দান) করে তা ফেরত নেয়া।

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الَّذِىْ يَعُوْدُ فِىْ عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اَكَلَ حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِىْ قَيْئِهِ فَاَكَلَهُ .

২৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দান ফেরত নেয় সে এমন কুকুরের সমতুল্য যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে, তারপর ফিরে এসে আবার তা গলাধঃকরণ করে।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ .

২৩৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিছু দান করে তা ফেরত নেয়, সে নিজ বমি ভক্ষণকারীর সমতুল্য।

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ الْعَرْعَرِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ ثَنَا الْعُمَرِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهٖ .

২৩৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে কুকুরের সমতুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় হেবা (দান) করলো।

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الاَنْصَارِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِهِبَتِهٖ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا .

২৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ না দানের বিনিময় নেওয়া হয়, ততক্ষণ দানকারীই তার বেশী হকদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْاَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা।

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الرَّقِّىُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا لاَ يَجُوْزُ لِإِمْرَأَةٍ فِيْ مَالِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا اِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا .

২৩৮৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রদত্ত এক খুতবায় বলেন ঃ কোন নারীর জন্য তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নিজ সম্পদ হস্তান্তর করা জায়েয নয়। কেননা সে তার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষণে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ।

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيٰى (رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَاَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ اِنِّيْ تَصَدَّقْتُ بِهٰذَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ فِيْ مَالِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَاْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ اَذِنْتَ لِخَيْرَةَ اَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا .

২৩৮৯। কাব ইবনে মালেক-এর বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার দাদী কাব ইবনে মালেক (রা)-এর স্ত্রী খায়রা (রা) নিজের গহনাপত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি এগুলি দান-খয়রাত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নারীর জন্য তার নিজ সম্পদ দান করা জায়েয নয়। তুমি কি কাব-এর সম্মতি গ্রহণ করেছো? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠিয়ে কাব ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি খায়রাকে তার গহনাপত্র দান করার অনুমতি দিয়েছো? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অলঙ্কারপত্র গ্রহণ করেন।

অধ্যায় ঃ ১৫

كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

(দান-খয়রাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الرُّجُوْعِ فِى الصَّدَقَةِ

দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া।

٢٣٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ

২৩৯০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার কৃত দান ফেরত নিও না।

٢٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِىْ صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِئُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَاكُلُ قَيْئَهُ .

২৩৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে কুকুরের সমতুল্য, যে বমি করে পুনরায় ফিরে এসে তা গলধঃকরণ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيْهَا

কেউ কিছু দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে সে কি তা ক্রয় করতে পারে?

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ

أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيْعُهَا بِكَسْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ .

২৩৯২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। তিনি তার মালিককে সেটি সস্তায় বিক্রয় করতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার দান তুমি ক্রয় করো না।

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ فَرَأَى مُهْراً أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنُهِيَ عَنْهَا .

২৩৯৩। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার গামর বা গামরা নামের একটি ঘোড়া দান করেন। তিনি তার সেই ঘোড়ার গর্ভজাত একটি নর বা মাদী ঘোড়া বিক্রয় হতে দেখলেন। তাকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

কেউ কোন জিনিস দান করার পর তার ওয়ারিস হলে।

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ أَجَرَكِ اللّٰهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيْرَاثَ .

২৩৯৪। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার মাকে আমার একটি ক্রীতদাসী দান করার পর তিনি ইন্‌তিকাল করেন। আমি ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন এবং তা ওয়ারিসী সূত্রে তোমাকে ফেরত দিয়েছেন।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اَعْطَيْتُ اُمِّيْ حَدِيْقَةً لِيْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ اِلَيْكَ حَدِيْقَتُكَ .

২৩৯৫। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি আমার মাকে আমার একটি বাগান দান করেছিলাম। তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং আমাকে ছাড়া আর কোন ওয়ারিস রেখে যাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার দান পূর্ণরূপে আদায় হয়েছে এবং তোমার বাগান তোমার মালিকানায় ফেরত এসেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ وَقَّفَ

যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করলো।

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَاْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَاْمُرُنِيْ بِهٖ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى اَنْ لاَ يُبَاعَ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبَ وَلاَ يُوْرَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّاكُلَهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

২৩৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খায়বারে এক খণ্ড জমি পেলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে এক খণ্ড সম্পত্তি লাভ করেছি। আমার মতে এতো উত্তম সম্পত্তি আমি আর কখনো অর্জন করিনি। এই সম্পত্তি সম্পর্কে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি (তোমার মালিকানায়) বহাল রেখে তার আয় দান-খয়রাত করতে পারো। ইবনে উমার

(রা) বলেন, উমার (রা) নিম্নোক্ত শর্তযোগে তাই করলেন ঃ "মূল সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না, দান করা যাবে না, তাতে ওয়ারিসী স্বত্বও বর্তাবে না এবং তার আয় দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসাফির ও মেহমানদের আপ্যায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দান করা হবে। যে তার মোতাওয়াল্লী হবে, সে তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করতে পারবে এবং তার বন্ধুদের আহার করাতে পারবে, কিন্তু জমা করতে পারবে না।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِيْ بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهَا وَقَدْ اَرَدْتُّ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا . قَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ فَوَجَدْتُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৩৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খায়বারের আমি যে এক শত অংশ জমি পেয়েছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন সম্পত্তি আমি আর কখনো পাইনি। আমি তা দান-খয়রাত করার সংকল্প করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি মূল সম্পত্তি বহাল রেখে দাও এবং তার আয় দান করো। অধস্তন রাবী ইবনে আবু উমার (র) বলেন, আমি এ হাদীস আমার কিতাবের অন্য এক স্থানে নিম্নোক্ত সনদসূত্রে পেয়েছি ঃ সুফিয়া-আবদুল্লাহ-নাফে-ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, ... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْعَارِيَةِ

আরিয়া (অস্থাবর মাল ধার দেয়া)।[১]

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ .

---

১. নগদ অর্থ ধার দেয়া হলে তাকে কর্জ বা দায়ন (ঋণ) বলে। আর অন্য কোন বস্তু বা প্রাণী ধার দেয়া হলে তাকে বলে আরিয়া। দুধপানের জন্য উষ্ট্রী, গাভী বা বকরী ধার দেয়া হলে উক্ত পশুকে বলে মানীহা (অনুবাদক)।

২৩৯৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আরিয়া পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধ পান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে।

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ .

২৩৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আরিয়া (ধার) পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধপান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে।

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَهُ .

২৪০০। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি (ধারে) যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তার জন্য সে দায়ী থাকবে।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْوَدِيْعَةِ

ওয়াদিয়া (নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত আমানত)।

٢٤٠١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ الْاَنْمَاطِىُّ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُثَنّٰى عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .

২. তিরমিযী, বাংলা অনু., ২খ, নং ১২০৩।

২৪০১। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ কারো কাছে ওয়াদিয়া রাখলে (তা ধ্বংস হলে) তার কোন ক্ষতিপূরণ নাই।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْاَمِيْنِ يَتَّجِرُ فِيْهِ فَيَرْبَحُ

আমানত গ্রহণকারী আমানতের মাল দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হলে।

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ لَهُ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ . قَالَ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ .

২৪০২। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য একটি ছাগল কেনার উদ্দেশে তাকে একটি দীনার দেন। তিনি তাঁর জন্য দু'টি ছাগল কিনে এর একটি এক দীনারে বিক্রয় করে একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি মাটি কিনলে তাতেও লাভবান হতেন।

٢٤٠٢(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيْتِ عَنْ اَبِىْ لَبِيْدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَدِمَ جَلَبٌ فَاَعْطَانِى النَّبِىُّ ﷺ دِيْنَارًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৪০২(১)। উরওয়া ইবনে আবুল জাদ আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বাণিজ্যিক কাফেলা পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি দীনার দিলেন ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

---

৩. 'ওয়াদিয়া' শব্দটি বিশেষার্থক এবং 'আমানত' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। মালিক তার মালের নিরাপদ হেফাজতের জন্য তা অপরের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করলে এ ধরনের আমানতকে ওয়াদিয়া বলে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْحَوَالَةِ

হাওয়ালা (ঋণের দায় হস্তান্তর)।[৪]

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِىِّ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ .

২৪০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা অন্যায়। স্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমাদের কারো পাওনা থাকলে সে যেন তার পেছনে লেগে থাকে (শেষোক্ত বাক্যের আরো একটি অর্থ হতে পারে ঃ তোমাদের কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তা অনুমোদন করা উচিৎ)।

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُحِلْتَ عَلى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ

২৪০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। স্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার পাওনা থাকলে তার পেছনে লেগে থাকো।[৫]

---

৪. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অপর ব্যক্তির উপর অর্পণ করাকে হাওয়ালা (দায় সমর্পণ) বলে। যেমন যায়েদ সাবেতের নিকট টাকা পাবে এবং সাবেত দবিরের নিকট টাকা পাবে। সাবেত যায়েদকে বললো, তোমার পাওনা দবিরের নিকট থেকে বুঝে নাও। বিষয়টি এইরূপ (অনুবাদক)।

৫. পূর্বোক্ত ২৪০৩ নং হাদীসের ন্যায় অত্র হাদীসের শেষোক্ত বাক্যেরও দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الْكَفَالَةِ

যামিন হওয়া (কাফালা)।[৬]

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ .

২৪০৫। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যামিনদার দায়বদ্ধ এবং ঋণ অবশ্যই পরিশোধযোগ্য।

٢٤٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَوَرْدِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيْمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ شَىْءٌ اُعْطِيْكَهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُفَارِقُكَ حَتّٰى تَقْضِيَنِىْ اَوْ تَاْتِيَنِىْ بِحَمِيْلٍ فَجَرَّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنَا اَحْمِلُ لَهُ فَجَاءَهُ فِى الْوَقْتِ الَّذِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لاَ خَيْرَ فِيْهَا وَقَضَاهَا عَنْهُ .

২৪০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি তার দেনাদারের পেছনে লাগলো। সে তার নিকট দশ দীনার পাওনা ছিল। দেনাদার বললো, আমার নিকট তোমাকে দেয়ার মত কোন জিনিস নাই। পাওনাদার বললো, না, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার দেনা পরিশোধ না করা অথবা একজন যামিনদার উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। সে তাকে টেনে-হেঁচড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি পাওনাদারকে বলেন ঃ তুমি তাকে

৬. 'কাফালা' অর্থ মিলানো বা যুক্ত করা। কোন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ বা যামিন হওয়াকে কাফালা বলে। যেমন কোর্ট-কাচারীতে মামলা- মোকদ্দমায় একজনের জন্য অপরজন যামিন হয় ইত্যাদি (অনুবাদক)।

কতো দিনের অবকাশ দিতে পারো? সে বললো, এক মাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে আমিই তার যামিন। দেনাদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে দেয়া সময়সীমার মধ্যে পাওনাসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি এগুলো কোথায় পেলে? সে বললো, খনিতে। তিনি বলেনঃ এতে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে ঋণদাতার পাওনা পরিশোধ করেন।

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَا اَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا .

২৪০৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। জানাযার নামায পড়ার জন্য একটি লাশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি তার ঋণের যামিন হচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরিশোধ করার জন্য তো? তিনি বলেন, পরিশোধ করার জন্য। তার ঋণের পরিমাণ ছিলো আঠার বা উনিশ দিরহাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَنْ اَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِىْ قَضَاءَهُ

যে ব্যক্তি পরিশোধ করার অভিপ্রায় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে।

٢٤٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ (هُوَ عِمْرَانُ) عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ قَالَ كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ اَهْلِهَا لاَ تَفْعَلِىْ وَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلٰى اِنِّىْ سَمِعْتُ نَبِيِّىْ وَخَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللّٰهُ مِنْهُ اَنَّهُ يُرِيْدُ اَدَاءَهُ اِلاَّ اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا .

২৪০৮। ইবনে হুযায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) ধারকর্জ গ্রহণ করতেন। তার পরিবারের কেউ কেউ বললো, আপনি ধারকর্জ করবেন না এবং তার এ কাজকে তারা অপছন্দ করলো। তিনি বলেন, হাঁ আমি আমার নবী ও বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান ধারকর্জ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ জানেন যে, তা পরিশোধ করার অভিপ্রায় তার রয়েছে, তাহলে দুনিয়াতেই আল্লাহ তার ঐ ধারকর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الْاَسْلَمِيِّيْنَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اللّٰهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتّٰى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللّٰهُ . قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ لِخَازِنِهِ اذْهَبْ فَخُذْ لِىْ بِدَيْنٍ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اَبِيْتَ لَيْلَةً اِلاَّ وَاللّٰهُ مَعِىْ بَعْدَ الَّذِىْ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৪০৯। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সাথে থাকেন, যদি না সে আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) তার কোষাধ্যক্ষকে বলতেন, যাও, আমার জন্য ঋণ গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে হাদীস শুনেছি তারপর থেকে এক রাতও আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকা ছাড়া কাটাতে অপছন্দ করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَنْ اَدَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো কিন্তু তা পরিশোধের অভিপ্রায় তার নাই।

٢٤١٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ الْخَيْرِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ يَدِيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ اَنْ لاَّ يُوَفِّيَهُ اِيَّاهُ لَقِىَ اللّٰهَ سَارِقًا .

২৪১০। সুহাইব আল-খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো এবং তা পরিশোধ না করতে সংকল্পবদ্ধ, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্‌র সাথে তস্করররূপে সাক্ষাত করবে।

٢٤١٠(١)- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২৪১০(১)। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী-ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাইফী-আবদুল হামীদ ইবনে যিয়াদ-তার পিতা-তার দাদা সুহাইব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٤١١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ .

২৪১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ

ঋণের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٢٤١٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىْءٌ مِّنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ .

২৪১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে তার প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ঃ অহংকার, আত্মসাৎ ও ঋণ।

٢٤١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ .

২৪১৩। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যাবত না তা পরিশোধ করা হয়।

٢٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ ثَنَا عَمِّىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ اَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَّلاَ دِرْهَمٌ .

২৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার যিম্মায় এক দীনার বা এক দিরহাম পরিমাণ ঋণ রেখে মারা গেলে (কিয়ামতের দিন) তার নেক আমলের দ্বারা তা পরিশোধ করা হবে। আর সেখানে কোন দীনারও থাকবে না, দিরহামও থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى رَسُوْلِهِ

কেউ ঋণ বা নাবালেগ সন্তান রেখে মারা গেলে, তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

٢٤١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا تُوُفِّىَ الْمُؤْمِنُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ قَالُوْا نَعَمْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَاِنْ قَالُوْا لاَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

২৪১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন মুমিন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে কি তার ঋণ পরিশোধ করার মত কোন কিছু রেখে গেছে? লোকজন যদি বলতো, হাঁ, তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন। আর যদি তারা বলতো, না, তাহলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (যুদ্ধে) অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি বলেন ঃ আমিই মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী। অতএব কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর সে যে সম্পদ রেখে যাবে, তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।[৭]

٢٤١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَاِلَيَّ وَاَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ .

২৪১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্বও আমার। আমিই মুমিনদের অধিক উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ اِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেয়া।

٢٤١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

২৪১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অস্বচ্ছল (ঋণগ্রস্ত) ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন।

---

৭. তিরমিযী, বাংলা অনু., বি. আই. সি. সং, ২খ, নং ১০০৮।

٢٤١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِیْ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ نُفَيْعٍ اَبِیْ دَاوُدَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ اَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ .

১৪১৮। বুরায়দা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, সে দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়িয়ে দিবে সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে।

٢٤١٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِیُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِی الْيَسَرِ صَاحِبِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّظِلَّهُ اللّٰهُ فِیْ ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا اَوْ لِيَضَعْ لَهُ .

২৪১৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবুল ইউস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ার নিচে স্থান দিন, সে যেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা তার দেনা মাফ করে দেয়।

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِیَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَقِيْلَ لَهُ مَا عَمِلْتَ (فَاِمَّا ذَكَرَ اَوْ ذُكِّرَ) قَالَ اِنِّیْ كُنْتُ اَتَجَوَّزُ فِی السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ . قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ اَنَا قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৪২০। হুযায়ফা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি আমল করেছো ? সে নিজের স্মৃতি থেকে অথবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে বললো, আমি নগদ অর্থ ধার দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দিতাম। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমিও এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ حَسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَاَخْذِ الْحَقِّ فِىْ عَفَافٍ

উত্তম পন্থায় পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়া এবং বিনীতভাবে পাওনা গ্রহণ করা

٢٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِىْ عَفَافٍ وَافٍ اَوْ غَيْرِ وَافٍ .

২৪২১। ইবনে উমার ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি পাওনা আদায়ের তাগাদা দিলে যেন বিনীতভাবেই তাগাদা দেয়, তাতে পাওনা আদায় হোক বা না হোক।

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ الْقُرَشِىُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَامِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ خُذْ حَقَّكَ فِىْ عَفَافٍ وَافٍ اَوْ غَيْرِ وَافٍ .

২৪২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক পাওনাদারকে বলেন ঃ তুমি তোমার পাওনা ভদ্র ও বিনীতভাবে গ্রহণ করো, তা পূর্ণরূপে আদায় হোক বা না হোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা।

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَكُمْ (اَمْ مِنْ خَيْرِكُمْ) اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً .

২৪২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।[৮]

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَلَفَ مِنْهُ حِيْنَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا اِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ .

২৪২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবীআ আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন যুদ্ধের সময় তার কাছ থেকে তিরিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার পাওনা পরিশোধ করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ধারের প্রতিদান হলো, তা পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

পাওনাদারের কঠোর আচরণ করার অধিকার আছে।

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ بِدَيْنٍ اَوْ بِحَقٍّ فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلاَمِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ حَتّٰى يَقْضِيَهُ .

---

৮. সহীহ মুসলিম (ই. ফা. সং), ৫খ. নং ৩৯৬৫-৬৭।

২৪২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ঋণ বা পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো এবং কিছু কঠোর কথা বললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাতে ক্রুদ্ধ হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ থামো! পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতা তার দেনাদারকে কঠোরভাবে তাগাদা দেয়ার অধিকার রাখে।

٢٤٢٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَبُوْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ (اَظُنُّهُ قَالَ) ثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى قَالَ لَهُ اُحَرِّجُ عَلَيْكَ اِلاَّ قَضَيْتَنِيْ فَانْتَهَرَهُ اَصْحَابُهُ وَقَالُوْا وَيْحَكَ تَدْرِيْ مَنْ تُكَلِّمُ قَالَ اِنِّيْ اَطْلُبُ حَقِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا اِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَاَقْرِضِيْنَا حَتّٰى يَاْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَقْرَضَتْهُ فَقَضَى الْاَعْرَابِيَّ وَاَطْعَمَهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَ اَوْفَى اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ اُولٰئِكَ خِيَارُ النَّاسِ اِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ اُمَّةٌ يَاْخُذُ الضَّعِيْفُ فِيْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ .

২৪২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার ঋণ শোধের জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় তাগাদা দিলো, এমনকি সে তাঁকে বললো, আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আমি আপনাকে নাজেহাল করবো। সাহাবীগণ তার উপর চড়াও হতে উদ্ধত হয়ে বললেন, তোমার অনিষ্ট হোক! তুমি কি জানো কার সাথে কথা বলছো ? সে বললো, আমি আমার পাওনা দাবি করছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষ নিলে না? অতঃপর তিনি কায়েসের কন্যা খাওলা (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাছে খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমাদের খেজুর আসলে তোমার ধার পরিশোধ করবো। খাওলা (রা) বললেন, হাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাবী বলেন, তিনি তাঁকে ধার দিলেন। তিনি বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করলেন এবং তাকে আহার করালেন। সে বললো, আপনি পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন, আল্লাহ আপনাকে পূর্ণরূপে দান করুন। তিনি বলেন ঃ উত্তম লোকেরা এমনই হয়। যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-জবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الْحَبْسِ فِى الدَّيْنِ وَالْمُلاَزَمَةِ

দেনার কারণে আটক করা এবং পেছনে লেগে থাকা।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا وَبْرُ ابْنُ اَبِىْ دُلَيْلَةَ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مُسَيْكَةَ (قَالَ وَكِيْعٌ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ خَيْرًا) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ قَالَ عَلِىٌّ الطَّنَافِسِىُّ يَعْنِىْ عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ وَعُقُوْبَتَهُ سِجْنَهُ.

২৪২৭। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে স্বচ্ছল ব্যক্তি দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তাকে অপমান করা ও শাস্তি দেয়া উভয়ই আমার জন্য হালাল। আলী আত-তানাফিসী (র) বলেন, অপমান করা অর্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং শাস্তি দেয়ার অর্থ তাকে জেলখানায় কয়েদ করা।

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِغَرِيْمٍ لِىْ فَقَالَ لِىْ اَلْزِمْهُ ثُمَّ مَرَّ بِىْ اٰخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ يَا اَخَا بَنِىْ تَمِيْمٍ .

২৪২৮। হিরমাস ইবনে হাবীব (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক দেনাদারকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি বলেন ঃ এর পিছে লেগে থাকো। অতঃপর দিনের শেষে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ হে তামীম গোত্রের ভাই ! তোমার কয়েদী কি করছে?

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَيَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ قَالاَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا فَنَادٰى كَعْبًا فَقَالَ

لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَاَ بِيَدِهِ اَلَى الشَّطْرِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ .

২৪২৯। আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবু হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ ফেরত দানের জন্য মসজিদের মধ্যে তাগাদা দিলেন। এতে তাদের উভয়ের কণ্ঠস্বর চরমে উঠে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর থেকে তা শুনতে পান। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে এসে কাব (রা)-কে ডাকলেন। কাব (রা) উত্তর দিলেন ঃ আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ তোমার পাওনা থেকে এই পরিমাণ ছেড়ে দাও এবং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করে অর্ধেক ছেড়ে দিতে বলেন। কাব (রা) বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেনাদারকে বলেন ঃ উঠে যাও এবং ওর ঋণ পরিশোধ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْقَرْضِ

করয দেয়া।

٢٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا يَعْلٰى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ رُوْمِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَدْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ اَلْفَ دِرْهَمٍ اِلٰى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَاَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ اَشْهُرًا ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اَقْرِضْنِىْ اَلْفَ دِرْهَمٍ اِلٰى عَطَائِىْ قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا اُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّىْ تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِىْ عِنْدَكِ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِىْ قَضَيْتَنِىْ مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلّٰهِ اَبُوْكَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ بِىْ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّىْ قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً . قَالَ كَذٰلِكَ اَنْبَاَنِى ابْنُ مَسْعُوْدٍ .

২৪৩০। কায়েস ইবনে রুমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান ইবনে আদনান (র) আলকামা (র)-কে তার ভাতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক হাজার দিরহাম করয দিয়েছিলেন।

সুলায়মান তাকে কঠোরভাবে করয ফেরত দানের তাগাদা দিলেন। আলকামা (র) তার কর্য ফেরত দিলেন এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। কয়েক মাস পর তিনি সুলায়মানের নিকট এসে বলেন, আমাকে আমার ভাতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক হাজার দিরহাম করয দাও। সুলায়মান বলেন, হাঁ খুব ভালো কথা। হে উতবার মা! দয়া করে তোমার নিকট গচ্ছিত মোহর করা থলেটি নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে এলে সুলায়মান (আলকামাকে) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! দেখুন, এগুলো আপনার সেই দিরহাম যা আপনি আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে একটি দিরহামও সরাইনি। আলকামা (র) বলেন, আল্লাহ্র জন্য তোমার পিতা উৎসর্গিত হোক! তবে কোন জিনিস তোমাকে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করতে প্ররোচিত করেছিল? তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট যে হাদীস শুনেছি তা। আলকামা (র) বলেন, তুমি আমার নিকট কি হাদীস শুনেছ? তিনি বলেন, আমি আপনাকে ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দুইবার করয দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়"। আলকামা (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে এভাবেই অবহিত করেছেন।

٢٤٣١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِيْ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لاَنَّ السَّائِلَ يَسْاَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ اِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ .

২৪৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি জান্নাতের একটি দরজায় লেখা দেখলাম, দান-খয়রাতে দশ গুণ সওয়াব এবং করযে আঠারো গুণ। আমি বললাম ঃ হে জিবরাঈল! করয দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন, ভিক্ষুক নিজের কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায়, কিন্তু করযদার প্রয়োজনের তাগিদেই কর্য চায়।

٢٤٣٢-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ الْهَنَائِيِّ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا

يُقْرِضُ اَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِىْ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى لَهُ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ .

২৪৩২। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু ইসহাক আল-হানাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে মাল করয দেয়, অতঃপর করযদার তাকে উপঢৌকন দেয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন জিনিস করয দেয়ার পর করযদার তাকে কিছু উপঢৌকন দিলে বা তার সওয়ারীতে আরোহণ করাতে চাইলে সে যেন তাতে আরোহণ না করে এবং উপঢৌকন গ্রহণ না করে। তবে তাদের মধ্যে আগে থেকেই এরূপ সৌজন্যমূলক বিনিময়ের প্রচলন থাকলে আপত্তি নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ اَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা।

٢٤٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْاَطْوَلِ اَنَّ اَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً فَاَرَدْتُّ اَنْ اُنْفِقَهَا عَلٰى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَدَّيْتُ عَنْهُ اِلاَّ دِيْنَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَاَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَاَعْطِهَا فَاِنَّهَا مُحِقَّةٌ .

২৪৩৩। সাদ ইবনুল আতওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত। তার ভাই ইনতিকাল করেন এবং তিন শত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাই দেনার কারণে আটক রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা শোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দু'টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নাই। তিনি বলেন ঃ তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে সত্যবাদিনী।

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَبٰى اَنْ يُّنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَاْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ عَلَيْهِ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى اَنْ يُّنْظِرَهُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشٰى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَاَوْفِهِ الَّذِيْ لَهُ فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِيْ كَانَ فَوَجَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَائِبًا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدْ اَوْفَاهُ وَاَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِيْ فَضَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ اِلٰى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُبَارِكَنَّ اللّٰهُ فِيْهَا .

২৪৩৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার দায়িত্বে তিরিশ ওয়াসাক (খাদ্যশস্য) দেনা রেখে মারা যান। এক ইহূদীর নিকট থেকে তা ধার নেয়া হয়েছিল। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তার কাছে সময় চাইলে সে তাকে সময় দিতে রাযী হলো না। জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার পক্ষে ইহূদীর নিকট সুপারিশ করার জন্য কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদীর কাছে এসে তার সাথে আলাপ করলেন যে, সে যেন তার করযের বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিয়ে নেয়। ইহূদী তাতে সম্মত হলো না। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সময় দিতে বললে এবারও সে তাকে সময় দিতে রাজী হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবিরের বাগানে প্রবেশ করে তার মধ্যে পায়চারি করলেন, তারপর জাবির (রা)-কে বললেন ঃ খেজুর কেটে তার সম্পূর্ণ পাওনা তাকে ফেরত দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনের পর জাবির (রা) তা কাটলেন এবং তা থেকে ইহূদীকে তিরিশ ওয়াসাক দেয়ার পর আরো ১২ ওয়াসাক উদ্বৃত্ত হলো। অতএব জাবির (রা) এই খবর জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুপস্থিত পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ফিরে এলে তিনি তাঁর কাছে এসে জানান যে, তিনি ইহূদীর সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করেছেন এবং যা উদ্বৃত হলো তার কথাও তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খবরটি উমার ইবনুল খাত্তাবকেও পৌঁছিয়ে দাও। জাবির (রা) উমার (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে খবরটি জানালে তিনি তাকে বলেন ঃ আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাগানের মধ্যে পায়চারি করেছেন তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাতে বরকত দিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ ثَلاَثٍ مَنْ اَدَّانَ فِيْهِنَّ قَضَى اللّٰهُ عَنْهُ

কেউ তিন কারণে দেনাদার হলে আল্লাহ্ তার পক্ষথেকে তা পরিশোধ করে দিবেন।

٢٤٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ الْمُحَارِبِيُّ وَاَبُوْ أُسَامَةَ وَجْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ اَنْعُمٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدَّيْنَ يُقْضٰى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا مَاتَ اِلاَّ مَنْ يَّدِيْنُ فِىْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَسْتَدِيْنُ يَتَقَوّٰى بِهِ لِعَدُوِّ اللّٰهِ وَعَدُوِّهِ وَرَجُلٌ يَمُوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيْهِ اِلاَّ بِدَيْنٍ وَرَجُلٌ خَافَ اللّٰهَ عَلٰى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلٰى دِيْنِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْضِىْ عَنْ هٰؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৪৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে কিয়ামতের দিন তার থেকে ঋণ কর্তন করা হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে ঋণ করে, তার দ্বারা সে আল্লাহ্‌র দুশমন এবং নিজের দুশমনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। (দুই) কোন ব্যক্তির নিকট কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে দাফন করার জনল সে ঋণগ্রস্ত হলে। (তিন) যে ব্যক্তি অবিবাহিত দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহ্‌র দীন থেকে বিপথগামী হওয়ার আশংকায় ঋণ করে বিবাহ করে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ থেকে তাদের ঋণ শোধ করবেন।

অধ্যায় ঃ ১৬

كِتَابُ الرُّهُوْنِ

(বন্ধক)

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِی الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ اشْتَرٰی مِنْ يَهُوْدِیٍّ طَعَامًا اِلٰی اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

২৪৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহূদীর নিকট থেকে (বাকীতে) কিছু খাদ্যশস্য ক্রয় করেন এবং তার কাছে নিজের লৌহবর্মটি বন্ধক রাখেন।

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِیٍّ الْجَهْضَمِیُّ حَدَّثَنِیْ اَبِیْ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِیٍّ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَخَذَ لِاَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا .

২৪৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার এক ইহূদীর নিকট তাঁর লৌহবর্মটি বন্ধক রেখে তার থেকে নিজ পরিবারের জন্য কিছু বার্লি ক্রয় করেন।

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ تُوُفِّیَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِیٍّ بِطَعَامٍ .

২৪৩৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন এবং তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকট কিছু খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

٢٤٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ .

২৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকট তিরিশ সা বার্লির বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الرَّهْنِ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ

বন্ধকী জন্তুতে আরোহণ এবং তার দুধ পান করা।

٢٤٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ .

২৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বন্ধকীকৃত পশুতে আরোহণ করা যাবে এবং বন্ধকী পশুর দুধও পান করা যাবে। তবে যে ব্যক্তি পশুটিকে বাহনরূপে ব্যবহার করবে বা তার দুধ পান করবে সে-ই তার আহার ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ

বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

٢٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ .

২৪৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ اَجْرِ الْأُجَرَاءِ

শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে।

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَلِيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ اَجْرَهُ .

২৪৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো, তার বিরুদ্ধে জয়ী হবো। কিয়ামতের দিন আমি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো তারা হলো ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করে, পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্য স্বাধীন মানুষ বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পূর্ণ মজুরী দেয় না।

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ .

২৪৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ اِجَارَةِ الْاَجِيْرِ عَلٰى طَعَامِ بَطْنِهِ

পেটে-ভাতে শ্রমিক নিয়োগ।

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مَسْلَمَةَ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ

سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ طٰسٓمٓ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِىَ سِنِيْنَ اَوْ عَشْرًا عَلٰى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ .

২৪৪৪। আলী ইবনে রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনুল মুনযির (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি সূরা তা-সীন-মীম পাঠ করলেন। শেষে মূসা (আ)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছে তিনি বলেন ঃ মূসা (আ) আট অথবা দশ বছর যাবত নিজকে শ্রমিকরূপে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজের লজ্জাস্থান হেফাজতের (বিবাহ) ও পেটের আহারের বিনিময়ে।

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَلِيْمُ ابْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَشَاْتُ يَتِيْمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِيْنًا وَكُنْتُ اَجِيْرًا لِاِبْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِىْ وَعُقْبَةِ رِجْلِىْ اَحْطِبُ لَهُمْ اِذَا نَزَلُوْا وَاَحْدُو لَهُمْ اِذَا رَكِبُوْا فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الدِّيْنَ قِوَامًا وَجَعَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ اِمَامًا .

২৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াতীমরূপে লালিত-পালিত হয়েছি এবং মিসকীনরূপে হিজরত করেছি। আমার পেটের আহার ও পালাক্রমে বাহনে আরোহণের শর্তে আমি গাযওয়ান-কন্যার শ্রমিকরূপে নিয়োজিত হই। আমি লোকদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম। তারা জন্তুযানে থেকে অবতরণ করলে আমি আরোহণ করতাম এবং তারা জন্তুযানে আরোহণ করলে আমি তা হাঁকিয়ে নিতাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং আবু হুরায়রাকে ইমাম (শাসক) বানিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الرَّجُلُ يَسْتَقِىْ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি উত্তোলন এবং উত্তম খেজুরের শর্তারোপ।

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَصَابَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ خَصَاصَةٌ

فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً يُصِيْبُ فِيْهِ شَيْئًا لِيُقِيْتَ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَقٰى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ تَمْرِهٖ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ .

২৪৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যাভাবে পতিত হলেন। আলী (রা) তা জানতে পেরে কাজের সন্ধানে বের হলেন, যাতে কিছু রোজগার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদ্যাভাব দূর করতে পারেন। তিনি এক ইহূদীর খেজুর বাগানে পৌঁছে প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি করে খেজুরের শর্তে (কূপ থেকে) সতের বালতি পানি উঠালেন। ইহূদী তাকে সতেরটি উত্তম খেজুর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিলো। তিনি খেজুরসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন।

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ اَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ وَاَشْتَرِطُ اَنَّهَا جَلِدَةٌ .

২৪৪৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক একটি উত্তম খেজুর প্রদানের শর্তে (কূপ থেকে) এক বালতি করে পানি উত্তোলন করেছি।

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِىْ اَرٰى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا قَالَ الْخَمْصُ فَانْطَلَقَ الْاَنْصَارِيُّ اِلٰى رَحْلِهٖ فَلَمْ يَجِدْ فِىْ رَحْلِهٖ شَيْئًا فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَاِذَا هُوَ بِيَهُوْدِيٍّ يَسْقِىْ نَخْلاً فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ لِلْيَهُوْدِيِّ اَسْقِىْ نَخْلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَاشْتَرَطَ الْاَنْصَارِيُّ اَنْ لاَّ يَاْخُذَ خَدِرَةً وَلاَ تَارِزَةً وَلاَ حَشَفَةً وَلاَ يَاْخُذُ اِلاَّ جَلِدَةً فَاسْتَقٰى بِنَحْوٍ مِّنْ صَاعَيْنِ فَجَاءَ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

২৪৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক সাহাবী এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার, আমি আপনাকে বিবর্ণ দেখছি! তিনি বলেন ঃ ক্ষুধার কারণে। অতএব আনসারী নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাড়িতে কিছু না পেয়ে

কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এক ইহুদীকে খেজুর বাগানে পানি সেচ করতে দেখলেন। আনসারী ইহুদীকে বললেন, আমি কি তোমার বাগানে পানি সিচে দিবো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর। আনসারী আরও শর্ত লাগান যে, কালো খেজুর, শুষ্ক খেজুর ও নিকৃষ্ট খেজুর নিবো না, বরং উত্তম খেজুর নিবো। অতঃপর তিনি পানি সেচ করে দুই সা' পরিমাণ খেজুর পেলেন এবং তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হাযির হলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের চুক্তিতে ভাগচাষ।

٢٤٤٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ .

২৪৪৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা পদ্ধতির লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি জমি চাষাবাদ করবে। (১) যার জমি আছে সে তা চাষাবাদ করবে, (২) যাকে ধারে জমি দান করা হয়েছে সে তা চাষাবাদ করবে এবং (৩) যে ব্যক্তি নগদ অর্থে জমি ভাড়া নেয়।

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِ ابْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرٰى بِذٰلِكَ بَاْسًا حَتّٰى سَمِعْنَا رَافِعَ ابْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ .

২৪৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুখাবারা (ভাগচাষ) করতাম এবং তা দূষণীয় মনে করতাম না। এক পর্যায়ে আমরা রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষেধ করেছেন। তখন আমরা তার কথায় এটা ত্যাগ করলাম।

٢٤٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ يُؤَاجِرُوْنَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ .

২৪৫১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কতক লোকের উদ্বৃত্ত জমি ছিল। তারা তা এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসলের চুক্তিতে বর্গা দিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার উদ্বৃত্ত জমি আছে সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে অথবা তার ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়। সে তাতে সম্মত না হলে তার জমি আটক রাখুক।

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ .

২৪৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই চাষাবাদ করতে দেয়। সে তাতে সম্মত না হলে তার জমি আটক রাখুক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ كِرَاءِ الْاَرْضِ

জমি ভাড়া নেয়া।

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ (اَوْ قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُكْرِيْ اَرْضًا لَهُ مَزَارِعًا فَاَتَاهُ اِنْسَانٌ فَاَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ كِرَاءَهَا .

২৪৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার জমি বর্গা পদ্ধতিতে ভাড়া দিতেন। তার নিকট এক ব্যক্তি এসে তাকে রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-এর বরাতে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমার (রা) তার কাছে গেলেন এবং আমিও তার সাথে গেলাম। বালাত নামক স্থানে[১] তিনি তার সাক্ষাত পেয়ে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্গাচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) জমি বর্গা দেয়া ত্যাগ করেন।

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلاَ يُؤَاجِرْهَا .

২৪৫৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে ধার দেয়, কিন্তু যেন ইজারা (বর্গা) না দেয়।

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلٰى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الْاَرْضِ .

২৪৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা নিষিদ্ধ করেছেন। মুহাকালা হলো ঃ জমি কেরায়া (বর্গা) দেয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ كِرَاءِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

খালি জমি নগদ বিক্রয় করা অনুমোদিত।

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ

১. মসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী একটি স্থান (অনু.)।

اِكْثَارَ النَّاسِ فِىْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ مَنَحَهَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا .

২৪৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বহু লোককে জমি কেরায়া দেয়া সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনে বলতেন ঃ সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ তার জমি তার অপর ভাইকে বিনা লাভে কেন চাষাবাদ করতে দেয় না? তিনি তা কেরায়া (বর্গা) দিতে নিষেধ করেননি।

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَىْءٍ مَعْلُوْمٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْاَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ .

২৪৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে বিনা লাভে চাষাবাদ করতে দেয়া, এই এই পরিমাণ নির্ধারিত কিছু গ্রহণ করে চাষাবাদ করতে দেয়ার চাইতে তার জন্য অধিক কল্যাণকর। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটাই হলো হাক্ল এবং আনসারদের ভাষায় তা হলো মুহাকালা (বর্গাচাষ)।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ عَلٰى اَنَّ لَكَ مَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلِىَ مَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ فَنُهِيْنَا اَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا اَخْرَجَتْ وَلَمْ نُنْهَ اَنْ نُكْرِىَ الْاَرْضَ بِالْوَرِقِ .

২৪৫৮। হানজালা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা এই শর্তে জমি বর্গা দিতাম যে, এই জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা তোমার এবং এই জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা আমার। অতঃপর আমাদেরকে উৎপন্ন শস্যের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করা হয়। অবশ্য আমাদেরকে নগদ অর্থে জমি ইজারা দিতে নিষেধ করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

ভাগচাষে যা অপছন্দনীয়।

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُو النَّجَاشِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْاَوْصُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ فَقَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا اَزْرِعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا

২৪৫৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে তার চাচা জুহায়ের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন, যা ছিল আমাদের জন্য উপকারী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন সেটাই যথার্থ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা তোমাদের জমি চাষাবাদের ব্যাপারে কি করো? আমরা বললাম, আমরা তা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ শস্য বা কয়েক ওয়াসাক যব বা গমের বিনিময়ে বর্গা দেই। তিনি বলেন ঃ তোমরা তা করো না। হয় তোমরা নিজেরা তা চাষাবাদ করো অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে (ধার) দাও।

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنِ اَخِيْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كَانَ اَحَدُنَا اِذَا اسْتَغْنٰى عَنْ اَرْضِهِ اَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلاَثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيْعُ وَكَانَ الْعَيْشُ اِذْ ذَاكَ شَدِيْدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيْهَا بِالْحَدِيْدِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ وَيُصِيْبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَاَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ اَنْفَعُ لَكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُوْلُ مَنِ اسْتَغْنٰى عَنْ اَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ لِيَدَعْ .

২৪৬০। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ তার জমির মুখাপেক্ষী না হলে সে তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক ফসলের শর্তে বর্গা দিতো এবং তিনটি নালার শর্ত করতো (এভাবে যে, সেখানকার ফসল আমি নেবো), আরও শর্ত লাগাতো ভুষি এবং বসন্তকালের পানি থেকে উৎপাদিত ফসল নেয়ার। তখনকার জীবনযাত্রা ছিল খুবই কষ্টকর। তখন জমিতে চাষাবাদ করা হতো লোহা এবং আল্লাহ্‌র মর্জিতে অন্যান্য জিনিস দিয়ে, অতঃপর তা থেকে লাভ আসতো। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যা ছিল তোমাদের জন্য উপকারী। অবশ্য আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয়, সে যেন তা তার ভাইকে চাষাবাদ করতে ধার দেয় অন্যথায় তা আটক রাখে।

٢٤٦١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا اَتٰى رَجُلاَنِ النَّبِىَّ ﷺ وَقَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَاْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَوْلَهُ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ .

২৪৬১। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বললেন, আল্লাহ রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! সেই হাদীসটি সম্পর্কে আমি তার চেয়ে বেশি অবগত। একদা দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থি হলো। তখন তিনি বললেন ঃ এই যদি হয় তোমাদের অবস্থা, তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিও না। রাফে (রা) তার কথার শুধু এটুকুই শুনলেন ঃ "তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিও না"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি বর্গা দেয়া জায়েয।

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ فَقَالَ اَىْ عَمْرُو اِنِّىْ اُعِيْنُهُمْ وَاُعْطِيْهِمْ وَاِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ (يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ) اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ لَاَنْ يَّمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَّعْلُوْمًا .

২৪৬২। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউস (র)-কে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি যদি জমি বর্গা দেয়া ত্যাগ করতেন! কারণ লোকেরা বলাবলি করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, হে আমর! আমি লোকদের সাহায্য করি এবং তাদের দান করি। মুআয ইবনে জাবাল (রা) আমাদের উপস্থিতিতে লোকদের সাথে এরূপ লেনদেন করেছেন। তাদের মধ্যকার সবচাইতে বড় আলেম অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে বিনা লাভে জমি দিতো তবে সেটা তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় গ্রহণ করে দেয়ার চাইতে অধিক কল্যাণকর হতো।

٢٤٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَكْرَى الْاَرْضَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ اِلٰى يَوْمِكَ هٰذَا .

২৪৬৩। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর যুগে এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসল প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিতেন এবং তোমার এই কালেও তিনি তাই করছেন।

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَّعْلُوْمًا .

২৪৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদের জন্য জমি দান করলে সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত ফসল প্রদানের শর্তে দেয়ার চাইতে তার জন্য অধিক কল্যাণকর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ اِسْتِكْرَاءِ الْاَرْضِ بِالطَّعَامِ

খাদ্যশস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া।

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَزَعَمَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ اَتَاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلاَ يُكْرِيْهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى .

২৪৬৫। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জমি বর্গাচাষে দিতাম। আমার কোন এক চাচা আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার জমি আছে, সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য (উৎপন্ন ফসল) প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে না দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ

কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের জমি চাষাবাদ করলে।

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ .

২৪৬৬। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করলে সে উৎপন্ন ফসলের কিছুই পাবে না, তবে সে তার চাষাবাদের খরচপত্র ফেরত পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخْلِ وَالْكَرَمِ

উৎপন্ন খেজুর ও আঙ্গুরের ভাগ দেয়ার শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়া।

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالُوْا ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ .

২৪৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসীদেরকে উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে তথাকার বাগানের কাজে নিয়োজিত করেন।

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ اَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلُهَا وَاَرْضُهَا .

২৪৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার-এর খেজুর বাগান ও জমি তথাকার বাসিন্দাদের (উৎপন্ন খেজুর ও শস্যের) অর্ধেক প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে দেন।

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ اَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ .

২৪৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকা জয় করার পর তা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে দেন।[১]

---

১. ভাগচাষ সম্পর্কিত অধ্যায় হাদীস শাস্ত্রের একটি অন্যতম কঠিন অধ্যায়। কেননা এই অধ্যায়ে আমরা পাশাপাশি দুই ধরনের অভিমত দেখতে পাই। একদিকে আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃষিযোগ্য ভূমি বা ফলের বাগান বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, তিনি ভাগচাষের অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা কখনো এটা কল্পনা করতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ব্যাপারে দুই বিপরীত নির্দেশ দিতে পারেন। অতএব বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। মূল বিষয়ের আলোচনার পূর্বে এর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিভাষার উপর আলোকপাত করা দরকার ঃ

'মুযারাআ' (المزارعة) ও মুখাবারা (المخابرة) ঃ শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। এর অর্থ, উৎপাদিত শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের চুক্তিতে অন্যকে নিজের জমি চাষাবাদ করতে দেয়া। স্থানীয় পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ভাগচাষ বা বর্গাচাষ (কোন কোন এলাকায় বলা হয় আধি)। মুযারাআ ও মুখাবারার ক্ষেত্রে বর্গাচাষী বীজ সরবরাহ করে। মুসাকাত (المساقة) শব্দটিও মুযারাআ শব্দের সমার্থবোধক। শুধু পার্থক্য এই যে, কৃষি জমি বর্গা দেয়াকে মুযারাআ বলে, আর ফলের বাগান বর্গা দেয়াকে মুসাকাত বলে। বাগানের ক্ষেত্রে চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না, শুধু পানি সরবরাহ করতে হয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থ পানি সরবরাহ করা। আর মুযারাআ শব্দটির অর্থ ফসল উৎপন্ন করা।

মুহাকালা (المحاقلة) ঃ এই শব্দটি হাদীস শরীফে পৃথক পৃথক তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্ষেতের ফসল পাকার পূর্বেই বিক্রি করা', 'জমি বর্গা দেয়া' এবং 'জমি ইজারা দেয়া'।

কিরাউল আরদ (كراء الارض) ঃ শব্দটি 'নগদ মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃষি জমি বিক্রি করা' এবং 'জমির উৎপাদিত ফসলের অংশ দেয়ার শর্তে অন্যকে তা চাষাবাদ করতে দেয়া'-এই দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

যেসব হাদীসে ভাগচাষ নিষিদ্ধ উল্লেখ আছে তার রাবীগণ হচ্ছেন রাফে ইবনে খাদীজ (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং সাবিত ইবনে দাহ্‌হাক (রা)। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র) তার 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এসব হাদীস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং বর্গাচাষ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে যেসব শোষণমূলক কারণ বিদ্যমান রয়েছে তিনি তা নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদিত ফসলে চাষী ও মালিকের অংশ নির্দিষ্ট না করা, চাষীকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে জোরপূর্বক অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া অথবা তাদের কাছ থেকে অগ্রিম কোন সুবিধা গ্রহণ করা (যেমন এতো পরিমাণ টাকা ধার দিলে আমি তোমাদেরকে আমার জমি চাষাবাদ করতে দিবো ইত্যাদি)। এসব কারণেই আল্লাহ্‌র রাসূল (স) ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই প্রথা যদি চূড়ান্তরূপেই নিষিদ্ধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এবং চারজন মহান ও সৎপথপ্রাপ্ত খলীফার জীবদ্দশায় ভাগচাষের প্রচলন দেখা যেতো না। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর মত আল্লাহভীরু সাহাবীও আমীর মুআবিয়ার রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথাকে অভ্রান্ত মনে করতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-র কাছে এর অবৈধতা সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং তা পরিত্যাগ করলেন। তবে তিনি এই প্রথাকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করেননি, বরং তাকওয়া ও পবিত্রতার অনুভূতিই তাকে এটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হায্‌ম (র)-ও তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৮ম খণ্ড) ভাগচাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যেসব সাহাবী নিজেদের জমি অন্যদের ভাগচাষে দিতেন তিনি তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা), খাব্বাব (রা) ও হুযায়ফা (রা)। অতএব বর্গাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলে এই মহান সাহাবীগণ তা অবশ্যই পরিহার করতেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স) কোন ভংগীতে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের ধরন থেকে বুঝা যায়, তিনি চূড়ান্তভাবে বর্গাপ্রথা নিষিদ্ধ করেননি। বরং ভাগচাষের নির্দিষ্ট কতগুলো পন্থাকে তিনি অপছন্দ করেছেন এবং সাহাবীদের মনে অন্যদের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগের ভাবধারা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি যদি নিজের জমি তার মুসলিম ভাইকে কোন বিনিময় ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়, তবে তা খুবই উত্তম কাজ।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বর্গা প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়াটা উৎপাদিত ফসলে অংশীদারিত্বের শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়ার চেয়ে অধিক উত্তম" (মুসলিম)। এ ধরনের উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তা সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়। মুহাজিরগণ যখন মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাদের খুবই দুর্দিন যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই দুঃসময় উপরোক্ত উপদেশ বাণী দান করেন। এটা কোন আইনের নির্দেশ ছিলো না, বরং মুসলিম ভাইদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছিল (আল-মাবসূত, খণ্ড ২৩, পৃ. ১৩)।

অপরদিকে ভাগচাষ বৈধ হওয়ার সপক্ষেও হাদীস রয়েছে। তাতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) ভাগচাষের অনুমতি দিয়েছেন, যদি তা চাষীর জন্য উপকারী হয় এবং শোষণের উপাদান উপস্থিত না থাকে। মূলত ভাগচাষকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং এর মধ্যকার কতগুলো অন্যায় আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্গা প্রথা যদি অসহায় চাষীদের শোষণ করার হাতিয়ারে পরিণত না হয়, তবে তা ক্ষতিকর নয়। যদি উৎপাদিত শস্যে উভয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় এবং চাষীর কাছে কোন অতিরিক্ত এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দাবি না করা হয়, তবে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রথা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মুযারাআ (ভাগচাষ) মুদারাবারাই (المضاربة) (লাভ-লোকসানের ভাগী হওয়ার শর্তে একত্রে ব্যবসা করা) অনুরূপ। ইমাম খাত্তাবী তার আবু দাউদের শরাহ 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪) লিখেছেন, মুযারাআর ভিত্তি তো মুদারাবার মধ্যেই নিহিত। এখন মুদারাবা পদ্ধতি যদি জায়েয হয়, তবে মুযারাআ নাজায়েয হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন এবং মুযারাআ ও মুদারাবাকে একই স্তরে রেখেছেন (পৃ. ৯১)। অতএব মুযারাআ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতো, তবে মুদারাবাকে বৈধ বলার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী শরীআতে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয। সুতরাং মুযারাআকে অবৈধ বলার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। মুযারাআ সম্পর্কে আল্লামা শাওকানীও ব্যাপক আলোচনা করেছেন (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৮১ দ্রষ্টব্য)।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ফিক্হ-এর প্রখ্যাত চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ শায়বানীর মতে মুযারাআ সম্পূর্ণরূপে হারাম নয়। ইমাম আবু হানীফা যদিও মুযারাআকে নিষিদ্ধ বলেছেন, কিন্তু কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে তিনিও এই প্রথাকে জায়েয মনে করেন। তার মতে জমির মালিক যদি জমি ভাগচাষে দেয়ার সময় বীজ ও চাষাবাদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে তবে মুযারাআ প্রথায় কোন দোষ নেই। (বিস্তারিত জানার জন্য আবদুর রহমান আল-জাযারীর কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-২৫ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

খেজুর গাছে (পুরুষ ও মাদীর মধ্যে) সংযোগ লাগানো।

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَخْلٍ رَاٰى قَوْمًا يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلاَءِ قَالُوْا يَاْخُذُوْنَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُوْنَهُ فِى الْاُنْثٰى قَالَ مَا اَظُنُّ ذٰلِكَ يُغْنِىْ شَيْئًا فَبَلَغَهُمْ فَتَرَكُوْهُ فَنَزَلُوْا عَنْهَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ اِنْ كَانَ يُغْنِىْ شَيْئًا فَاصْنَعُوْهُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَاِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَلٰكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللّٰهُ فَلَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ .

২৪৭০। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি খেজুর বাগান অতিক্রম করছিলাম। তিনি লোকদেরকে দেখলেন যে, তারা নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কি করছে? তালহা (রা) বলেন, তারা নর গাছের কেশর নিয়ে মাদী গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি বলেন ঃ এটা কোন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। লোকজন তাঁর মন্তব্য অবহিত হয়ে উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। ফলে খেজুরের উৎপাদন হ্রাস পেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি অবহিত হয়ে বলেন ঃ এটা তো ছিল একটা ধারণা মাত্র। ঐ প্রক্রিয়ায় কোন উপকার হলে তোমরা তা করো। আমি (এ বিষয়ে) তোমাদের মতই একজন মানুষ। ধারণা কখনো ভুলও হয়, কখনো ঠিকও হয়। কিন্তু আমি তোমাদের এভাবে যা বলি "আল্লাহ বলেছেন", সেক্ষেত্রে আমি কখনো আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করবো না।

٢٤٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ اَصْوَاتًا فَقَالَ مَا هٰذَا الصَّوْتُ قَالُوْا النَّخْلُ يُؤَبِّرُوْنَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ فَلَمْ يُؤَبِّرُوا

عَامَئِذٍ فَصَارَ شِيْصًا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنْ كَانَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَاْنُكُمْ بِهِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اُمُوْرِ دِيْنِكُمْ فَاِلَيَّ .

২৪৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু শোরগোল শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কিসের শোরগোল? সাহাবীগণ বলেন, লোকজন নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোগ করছে। তিনি বলেন ঃ তারা এরূপ না করলেই ঠিক হতো। অতএব তারা সে বছর উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। এতে খেজুরের ফলন হ্রাস পেলো। তারা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বলেন ঃ তোমাদের একান্তই পার্থিব কোন বিষয় হলে সেটা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার এবং তোমাদের দীনের কোন বিষয় হলে তা আমার কাছে রুজু করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ

মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার।

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ . قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيْ .

২৪৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার–পানি, ঘাস ও আগুনে, এগুলোর মূল্য নেয়া হারাম। আবু সাঈদ (র) বলেন, অর্থাৎ প্রবহমান পানি।

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَاُ وَالنَّارُ .

২৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিনটি জিনিস সংগ্রহে (কাউকে) বাধা দেয়া যাবে না–পানি, ঘাস ও আগুন।

٢٤٧٤- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ اَعْطٰى نَاراً فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا اَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ اَعْطٰى مِلْحًا فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا طَيَّبَ ذٰلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لاَ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَاَنَّمَا اَحْيَاهَا .

২৪৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কি জিনিস আছে যা সংগ্রহে বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বলেন ঃ পানি, লবণ ও আগুন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পানি সম্পর্কে তো আমরা জানি কিন্তু লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন বাধা দেয়া যাবে না? তিনি বলেন ঃ হে হুমায়রা! যে ব্যক্তি আগুন দান করলো, সে যেন ঐ আগুন দিয়ে রান্না করা যাবতীয় খাদ্যই দান করলো। যে ব্যক্তি লবণ দান করলো, ঐ লবণে খাদ্য যতোটা সুস্বাদু হলো তা সবই যেন সে দান করলো। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা সহজলভ্য, সে যেন একটি গোলামকে দাসত্বমুক্ত করলো এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা দুষ্প্রাপ্য, সে যেন তাকে জীবন দান করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ اِقْطَاعِ الْاَنْهَارِ وَالْعُيُوْنِ

সরকারীভাবে নদী-নালা ও পানির প্রস্রবণ জায়গিররূপে দান করা।

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سُدِّ

مَأْرِبٍ فَأَقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ اِنَّ الْاَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ التَّمِيْمِيَّ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ اَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِيْ قَطِيْعَتِهِ فِي الْمِلْحِ فَقَالَ قَدْ اَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلٰى اَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّيْ صَدَقَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ اَخَذَهُ .

২৪৭৫। আব্‌য়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাব্দ মা'রিব নামক লবণ খনিটি জায়গিররূপে প্রার্থনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেটি জায়গিররূপে দান করলেন। অতঃপর আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলী যুগে আমি লবণের খনিটিতে গিয়েছিলাম। ঐ এলাকায় কোন পানি নাই। যে ব্যক্তিই সেখানে যায় সে-ই কিছু লবণ সংগ্রহ করে নেয়। তা প্রবাহিত পানির মতই পর্যাপ্ত। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্‌য়াদ ইবনে হাম্মালের নিকট লবণের খনির এ জায়গিরের চুক্তি রদ প্রার্থনা করলেন। আব্‌য়াদ ইবনে হাম্মাল বলেন, আমি আপনার সাথে চুক্তিরদ করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, সেটিকে আপনি আমার পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা তোমার পক্ষ থেকে দান হিসাবেই গণ্য হবে। আর তা প্রবহমান পানির ন্যায়, যে-ই সেখানে যাবে তা নিতে পারবে।

অধস্তন রাবী ফারাজ ইবনে সাঈদ (র) বলেন, সেটা বর্তমানেও সেভাবেই আছে। যে-ই সেখানে যায়, সে তা থেকে সংগ্রহ করে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে এটি ফেরত নেয়ার বিনিময়ে তাকে জুরুফ মুরাদ নামক স্থানের এক খণ্ড কৃষিভূমি ও একটি খেজুর বাগান জায়গিররূপে দান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

পানি বিক্রয় করা নিষেধ।

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ وَرَاٰى نَاسًا يَبِيْعُوْنَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا الْمَاءَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ .

২৪৭৬। আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াস ইবনে আবদুল মুযানী (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি কিছু লোককে পানি বিক্রয় করতে দেখে বলেন, তোমরা পানি বিক্রয় করো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

٢٤٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

২৪৭৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ

চতুষ্পদ জন্তুকে ঘাস খেতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া নিষেধ।

٢٤٧٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ

২৪৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন (অপরকে) উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা না দেয়, যাতে চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلاَ يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ .

২৪৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া যাবে না এবং কূপের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারেও বাধা দেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْاَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

উপত্যকা থেকে পানিসেচ এবং যে পরিমাণ পানি আটকে রাখা যাবে।

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) .

২৪৮০। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। হাররা থেকে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টনকে কেন্দ্র করে এক আনসারী ব্যক্তি যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। এ নালার পানি তারা খেজুর বাগানে সিঞ্চন করতো। আনসারী বললো, পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবাইর (রা) তা অস্বীকার করেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই বিবাদ পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতে তা প্রবাহিত হতে দাও। আনসারী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ফুফাতো ভাই তো! এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিমাভ হয়ে গেলো। তিনি বলেন ঃ হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, তারপর তা আটকে রাখো যাতে আইল পর্যন্ত উঠতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার ধারণামতে এই সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ

"হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কিছুতেই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারকরূপে মেনে না নিবে,

অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করবে, সেই সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। বরং এর সামনে নিজেদের পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে” (সূরা নিসাঃ ৬৫; বু, মু, তিরমিযী ১৩০১)।

٢٤٨١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّه ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَيْلِ مَهْزُوْرٍ الْاَعْلٰى فَوْقَ الْاَسْفَلِ يَسْقِى الْاَعْلٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ .

২৪৮১। ছালাবা ইবনে আবু মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযূর নামক উপত্যকার পানি প্রবাহ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, উঁচু ভূমি নিচু ভূমির উপর অগ্রাধিকার পাবে। উঁচু ভূমিতে পানি জমে তা পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছার পর তা নিচু ভূমির দিকে ছেড়ে দিতে হবে।

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْ سَيْلِ مَهْزُوْرٍ اَنْ يُمْسِكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ .

২৪৮২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযূর উপত্যকার পানি প্রবাহ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, পানি পায়ের গোছা পরিমাণ না জমা পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে, অতঃপর (তার নিম্নের জমিতে) ছেড়ে দিতে হবে।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ يَحْيَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْ شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ اَنَّ الْاَعْلٰى فَالْاَعْلٰى يَشْرَبُ قَبْلَ الْاَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ اِلَى الْاَسْفَلِ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَكَذٰلِكَ حَتّٰى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ اَوْ يَفْنِيَ الْمَاءُ .

২৪৮৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নালা থেকে খেজুর বাগানে পানিসেচ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, নিম্নভূমির আগে উচ্চভূমি পানিসেচে অগ্রাধিকার পাবে, যাবত না গোছা পর্যন্ত পানি জমে। তারপর পূর্বোক্ত নিয়মে সংলগ্ন নিচু ভূমির দিকে পানি ছেড়ে দিতে হবে। বাগানসমূহের বিলুপ্তি অথবা পানি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

পানি বণ্টন।

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ اَنْبَأَنَا اَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا .

২৪৮৪। আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গবাদি পশুর পানি পান করানোর দিন প্রথমে ঘোড়াকে পানি পান করতে দিতে হবে।

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَهُوَ عَلٰى قَسْمِ الْاِسْلَامِ .

২৪৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে যে জিনিস যেভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছিল, তা সেভাবেই বহাল থাকবে। আর যেসব জিনিসের ভাগ-বাটোয়ারা ইসলামী যুগে পড়েছে তা ইসলামের বণ্টন নীতি অনুসারে ভাগ-বাটোয়ারা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ حَرِيْمِ الْبِئْرِ

কূপের সীমানা।

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ .

২৪৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কূপ খনন করেছে সে তার গবাদি পশুর পানি পান করানোর সুবিধার্থে কূপের চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গা পাবে।

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى الصَّغْدِيِّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صُقَيْرٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا .

২৪৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কূপের চতুঃসীমা হবে, কূপ থেকে পানি তোলার রশির দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ حَرِيْمِ الشَّجَرِ

গাছের সীমানা।

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ يَحْىَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ لِلرَّجُلِ فِى

النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُوْنَ فِيْ حُقُوْقِ ذٰلِكَ فَقَضٰى اَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِّنْ اُولٰئِكَ مِنَ الاَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيْدِهَا حَرِيْمٌ لَهَا .

২৪৮৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, একটি, দুইটি বা তিনটি খেজুর গাছের স্বত্ব নিয়ে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ হলে, প্রতিটি গাছের ডালপালা যতদূর বিস্তৃত, ততোটা হবে এর সীমা।

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى السُّغْدِيِّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صُقَيْرٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيْدِهَا .

২৪৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খেজুর গাছের শাখা চারদিকে যতদূর বিস্তৃত হবে ততদূর তার সীমা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ مَنْ بَاعَ عِقَاراً وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِيْ مِثْلِهِ

কোন ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমির বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পদ ক্রয় না করলে।

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ دَاراً اَوْ عِقَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِيْ مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا اَنْ لاَّ يُبَارَكَ فِيْهِ .

২৪৯০। সাঈদ ইবনে হুরাইছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি বাড়িঘর অথবা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার পর তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে কখনো তাতে বরকত দান করা হয় না।

٢٤٩٠(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَخِيْهِ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২৪৯০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল মজীদ-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-আবদুল মালেক ইবনে উমায়র-আমর ইবনে হুরাইছ-তার ভাই সাঈদ ইবনে হুরাইছ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٤٩١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ النَّخَعِىُّ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِىْ مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهَا .

২৪৯১। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি বাড়িঘর বিক্রয় করার পর তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে কখনো তাতে বরকত দান করা হয় না।

অধ্যায় ঃ ১৭

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

(অগ্র-ক্রয়াধিকার)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيْكَهُ

কেউ বাড়ি বা জমি বিক্রয় করার পূর্বে যেন তার অংশীদারকে অবহিত করে।

٢٤٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ اَوْ اَرْضٌ فَلاَ يَبِيْعُهَا حَتّٰى يَعْرِضَهَا عَلٰى شَرِيْكِهِ .

২৪৯২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো খেজুর বাগান বা কৃষিভূমি থাকলে সে যেন তার শরীককে তা ক্রয়ের প্রস্তাব না করা পর্যন্ত বিক্রয় না করে।

٢٤٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَلاَءُ بْنُ سَالِمٍ قَالاَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَاَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلٰى جَارِهِ .

২৪৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারো জমাজমি থাকলে এবং সে তা বিক্রয় করতে চাইলে প্রথমে তার প্রতিবেশীকে (তা ক্রয়ের) প্রস্তাব দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

প্রতিবেশীর শুফআর অধিকার।

٢٤٩٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا .

২৪৯৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফআর অধিক হকদার। তাদের উভয়ের যাতায়াতের একই পথ হলে তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

٢٤٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ .

২৪৯৫। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশী (শুফআর) অধিক হকদার।

٢٤٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ شَرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْضٌ لَيْسَ فِيْهَا لِاَحَدٍ قِسْمٌ وَلاَ شِرْكٌ اِلاَّ الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ .

২৪৯৬। শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক খণ্ড জমি যাতে কারো অংশও নেই এবং কোন শরীকও নেই, কিন্তু প্রতিবেশী আছে। তিনি বলেন ঃ নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশীই তার অধিক হকদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ

সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না।

٢٤٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২৪৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজমালী সম্পত্তিতে শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন। সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না।

٢٤٩٧(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ وَاَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ .

২৪৯৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে হাম্মাদ আত-তিহ্‌রানী-আবু আসেম-মালেক-যুহ্‌রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবু আসেম (র) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের রিওয়ায়াতটি মুরসাল এবং আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রের রিওয়ায়াতটি মুত্তাসিল।

٢٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّرِيْكُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ .

২৪৯৮। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরীক নিকটতর হওয়ার কারণে শুফআর দাবিতে অগ্রগণ্য।

٢٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২৪৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক এজমালী সম্পত্তিতে শুফআর (ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার) ব্যবস্থা করেছেন। (বন্টনের পর প্রত্যেকের) সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং রাস্তা হয়ে গেলে আর শুফআর অধিকার থাকে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

শুফআর দাবি উত্থাপন।

٢٥٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ .

২৫০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শুফআ হলো উটের বাঁধন খুলে দেয়ার সমতুল্য।[১]

٢٥٠١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيْكٍ عَلٰى شَرِيْكٍ اِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيْرٍ وَلاَ لِغَائِبٍ .

২৫০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন শরীক অপর শরীকের আগে ক্রয় করলে সেই ক্ষেত্রে শুফআর দাবি করা যাবে না এবং নাবালেগ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে শুফআর দাবি বর্তায় না।[২]

---

১. উটের বাঁধন খুলে দেয়ার সাথে সাথে তা যেমন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়, তদ্রূপ বিক্রয়ের খবর শোনার সাথে সাথে শুফআর দাবি করতে হয়। অন্যথায় বিলম্বের কারণে এ অধিকার বাতিল হয়ে যায় (জাওয়াহিরুল ফাতওয়া)।

২. অংশীদার, অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং অভিভাবকহীন নাবালেগ শুফআর দাবি করতে পারে। অবশ্য শরীক উপস্থিত এবং বিক্রয়ের কথা জ্ঞাত থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে শুফআ দাবি না করলে তার এতদসংশ্লিষ্ট অধিকার রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া এ হাদীসের এক রাবী আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল (অনু.)।

অধ্যায় ঃ ১৮

كِتَابُ اللُّقْطَةِ

(হারানো প্রাপ্তি)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ ضَالَّةِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

হারানো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু প্রাপ্তি সম্পর্কে।

٢٥٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ .

২৫০২। আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের হারানো বস্তু (অপরের জন্য) দোযখের আগুন।

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ بِالْبَوَازِيْجِ فَرَاحَتِ الْبَقَرُ فَرَاٰى بَقَرَةً اَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالُوْا بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ قَالَ فَاَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتّٰى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُؤْوِى الضَّالَّةَ اِلاَّ ضَالٌّ .

২৫০৩। আল-মুনযির ইবনে জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-ইয়াওয়াজীহ নামক স্থানে আমার পিতার সাথে ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা গরুর পাল ফিরে এলে তার সাথে তিনি একটি অপরিচিত গাভী দেখে বলেন ঃ এটা কাদের গাভী? লোকেরা বললো, এই গাভীটি আমাদের গরুর সাথে চলে এসেছে। রাবী বলেন, তিনি গাভীটি সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী সেটিকে তাড়িয়ে দেয়া হলো, শেষে তা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই হারানো জন্তুকে আশ্রয় দেয়।

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ الْعَلاَءِ الْاَيْلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْىَ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنِ اعْتُرِفَتْ وَاِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ .

২৫০৪। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথ ভোলা উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তাঁর গণ্ডদেশ বা মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে যায়। তিনি বলেন ঃ তাতে তোমার কি? ওর সাথে জুতা (খুর) ও মশক (পেট) রয়েছে। সে পানির উৎসে পৌঁছে তা পান করতে থাকবে এবং গাছপাতা খেতে থাকবে, শেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। তাঁকে হারানো মেষ-বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তাকে ধরে রাখো। হয় এটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য। তাঁকে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তার থলে ও চামড়ার বাক্স এবং মুখ বাঁধার রশি উত্তমরূপে চিনে রাখো এবং এক বছর ধরে তার ঘোষণা দিতে থাকো। যদি তার মালিক পাওয়া যায় তো ভালো, অন্যথায় তা তোমার মালের সাথে যোগ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ اللُّقْطَةِ

হারানো বস্তু (লুকতা) প্রাপ্তির বিধান।

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ اَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ ثُمَّ لاَ يُغَيِّرْهُ وَلاَ يَكْتُمْ فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا وَاِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ .

২৫০৫। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ কারো হারানো বস্তু পেলে যেন একজন অথবা দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখে, অতঃপর তা পরিবর্তনও না করে এবং গোপনও না করে। যদি তার মালিক এসে যায় তবে সে-ই তার যথার্থ প্রাপক, অন্যথায় তা আল্লাহ্‌র সম্পদ, যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

٢٥٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِيْ اَلْقِهِ فَاَبَيْتُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اَتَيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يَعْرِفُهَا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يَعْرِفُهَا فَقَالَ اَعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ مَنْ يُعَرِّفُهَا وَاِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيْلِ مَالِكَ .

২৫০৬। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে সূহান ও সালমান ইবনে রাবীআর সাথে সফরে বের হলাম। আমরা উযায়ব নামক স্থানে পৌঁছে আমি একটি চাবুক কুড়িয়ে পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে বলেন, এটা ফেলে দাও, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে আমি উবাই ইবনে কাব (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন, তুমি ঠিকই করেছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক শত দীনার কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে (এর বিধান) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাকো। আমি ঘোষণা দিতে থাকলাম, কিন্তু তার শনাক্তকারী কাউকে পেলাম না। পুনরায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ঘোষণা দিতে থাকো। আমি ঘোষণা দিতে থাকলাম, কিন্তু তার শনাক্তকারী পেলাম না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি তার থলে ও মুখ বাঁধার রশি এবং মুদ্রার সংখ্যা চিনে রাখো এবং আরো এক বছর ঘোষণা দাও। যদি তার শনাক্তকারী আসে তো ভালো, অন্যথায় তা তোমার সম্পদতুল্য ।

٢٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالاَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ عَنْ بِشْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ

عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَانِ اعْتُرِفَتْ فَادِّهَا فَانْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَائَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَانْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادِّهَا اِلَيْهِ .

২৫০৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো বস্তু (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাকো। যদি তার মালিক পাও, তবে তাকে তা ফেরত দাও। আর যদি তার মালিক না পাও তবে তার থলে এবং মুখ বাঁধার রশি চিনে রাখো। তারপর তুমি তা ব্যবহার করো। এরপর যদি তার মালিক এসে যায়, তবে তাকে তা ফেরত দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْتِقَاطِ مَا اَخْرَجَ الْجُرَذُ

গর্ত থেকে ইঁদুর যা বের করে দেয়, তার বিধান।

٢٥٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى ابْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ حَدَّثَتْنِىْ عَمَّتِىْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اُمَّهَا كَرِيْمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو اَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ اِلَى الْبَقِيْعِ وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ النَّاسُ لاَ يَذْهَبُ اَحَدُهُمْ فِىْ حَاجَتِهِ اِلاَّ فِى الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَاِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْاِبِلُ ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ اِذْ رَاٰى جُرَذًا اَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِيْنَارًا ثُمَّ دَخَلَ فَاَخْرَجَ اٰخَرَ حَتّٰى اَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا ثُمَّ اَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ . قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُّ فِيْهَا دِيْنَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتّٰى اَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ارْجِعْ بِهَا لاَ صَدَقَةَ فِيْهَا بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ اَتْبَعْتَ يَدَكَ فِى الْجُحْرِ قُلْتُ لاَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ فَلَمْ يَفْنَ اٰخِرُهَا حَتّٰى مَاتَ .

২৫০৮। মিকদাদ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তিনি একদিন আল-বাকী নামক কবরস্থানে যান। তৎকালে লোকেরা দুই-তিন দিন পরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতো। তারা উটের বিষ্ঠা সদৃশ মল ত্যাগ করতো। অতঃপর তিনি একটি বিরান ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বসে প্রয়োজন সারছিলেন, হঠাৎ দেখলেন যে, একটি ইঁদুর তার গর্ত থেকে একটি দীনার বের করলো। তারপর সে গর্তে প্রবেশ করে আর একটি দীনার বের করলো। ইঁদুরটি এভাবে পরপর সতেরটি দীনার বের করলো, অতঃপর একটি লাল কাপড়ের টুকরা টেনে বের করলো। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি আস্তে আস্তে কাপড়ের টুকরাটি টেনে উঠালাম এবং তার মধ্যেও একটি দীনার পেলাম। এভাবে মোট আঠারটি দীনার হলো। আমি সেগুলো নিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে এলাম এবং বিষয়টি তাঁকে জানালাম। আমি আরো বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি এগুলো নিয়ে যাও এবং এর কোন যাকাত নেই। আল্লাহ এগুলোতে তোমায় বরকত দান করুন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ মনে হয় তুমি গর্তের মধ্যে তোমার হাত ঢুকিয়েছিলে। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন! আমি গর্তে হাত ঢুকাইনি। রাবী বলেন, এর শেষ দীনারটি তার ইনতিকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ اَصَابَ رِكَازًا

কেউ খনিজ সম্পদ পেলে।

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَكِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

২৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের) প্রাপ্য।

٢٥١٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

২৫১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের) প্রাপ্য।

٢٥١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرٰى عِقَاراً فَوَجَدَ فِيْهَا جَرَّةٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْاَرْضَ وَلَمْ اَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ بِمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ اَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِيْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِيْ جَارِيَةٌ قَالَ فَاَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَلْيُنْفِقَا عَلٰى اَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَلْيَتَصَدَّقَا .

২৫১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তি এক খণ্ড জমি ক্রয় করে তার মধ্যে সোনাভর্তি একটি কলস পায়। সে (বিক্রেতাকে) বললো, আমি তো তোমার থেকে জমি ক্রয় করেছি, সোনা কিনিনি। বিক্রেতা বললো, আমি তোমার নিকট জমি এবং তার মধ্যকার সবকিছু বিক্রয় করেছি। অতঃপর তারা বিষয়টির মীমাংসার জন্য এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলো। লোকটি বললো, তোমাদের দুইজনের কি সন্তান-সন্তুতি আছে? একজন বললো, আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। অপরজন বললো, আমার একটি কন্যা সন্তান আছে। লোকটি বললো, তাহলে তোমরা ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিবাহ দাও এবং এই সোনা তাদেরকে দাও, যাতে তারা এটা নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারে এবং দান-খয়রাতও করতে পারে।

অধ্যায় ঃ ১৯

كِتَابُ الْعِتْقِ

(দাসমুক্তি)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْمُدَبَّرِ

মুদাব্বার (প্রতিশ্রুতিভুক্ত দাস) সম্পর্কে।

٢٥١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ .

২৫১২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করেছেন।[১]

٢٥١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَّا غُلاَمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَدِىٍّ .

২৫১৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি একটি দাসকে মুদাব্‌বার বানালো। এই দাসটি ছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিক্রয় করেন এবং আদী গোত্রের ইবনুন নাহ্‌হাম তা কিনে নেন।

---

১. যে ক্রীতদাসকে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, সে মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে তাকে 'মুদাব্বার' বলে (অনুবাদক)।

٢٥١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ شَيْبَةَ يَقُوْلُ هٰذَا خَطَاٌ يَعْنِى حَدِيْثَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُ اَصْلٌ .

২৫১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুদাব্‌বার (মৃতের) সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত।[২] ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি উছমান ইবনে আবু শায়বা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, "মুদাব্বার মৃতের (সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত" শীর্ষক হাদীছটি ভুল। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ أُمَّهَاتِ الاَوْلاَدِ

উম্মু ওয়ালাদ সম্পর্কে।[৩]

٢٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ اَمَتُهُ مِنْهُ فَهِىَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ .

২৫১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ঔরসে তার বাঁদীর গর্ভে সন্তান হলে, সে বাঁদী তার (মালিকের) মৃত্যুর পর স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

٢٥١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى النَّهْشَلِىَّ عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَتْ اُمُّ اِبْرَاهِيْمَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا .

---

২. মৃতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তার ওসিয়াত ইত্যাদি পূর্ণ করতে হয়, অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হয়। মুদাব্বার এই এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হবে (অনুবাদক)।

৩. ক্রীতদাসীর গর্ভে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান হলে ঐ ক্রীতদাসীকে 'উম্মু ওয়ালাদ' বলে (অনুবাদক)।

২৫১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (তাঁর পুত্র) ইবরাহীমের মায়ের (মারিয়া কিবতিয়া) কথা উত্থাপিত হলে তিনি বলেন ঃ তার সন্তান তাকে দাসত্বমুক্ত করেছে।

٢٥١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا نَبِيْعُ سَرَارِيَنَا وَاُمَّهَاتِ اَوْلاَدِنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ فِيْنَا حَىٌّ لاَ نَرٰى بِذٰلِكَ بَاْسًا .

২৫১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা আমাদের যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসী ও উম্মু ওয়ালাদ বিক্রয় করতাম। আমরা এটাকে দূষণীয় মনে করতাম না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) সম্পর্কে।[8]

٢٥١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ التَّعَفُّفَ .

২৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেককে সাহায্য করা আল্লাহ্র কর্তব্য (যদিও কোন কাজ তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়) ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী, মুকাতাব দাস যে তার চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে বিবাহকারী পূত-পবিত্র থাকতে ইচ্ছুক।

---

৪. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে যে দাস দাসত্বমুক্ত হতে তার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাকে 'মুকাতাব' দাস বলে (অনুবাদক)।

٢٥١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ كُوْتِبَ عَلٰى مِائَةِ اُوْقِيَّةٍ فَاَدَّاهَا اِلاَّ عَشْرَ اُوْقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيْقٌ .

২৫১৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গোলাম এক শত উকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিলাভ করতে চুক্তিবদ্ধ, দশ উকিয়া ব্যতীত বাকিটা পরিশোধ করতে পারলে সে আযাদ।[৫]

٢٥٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا كَانَ لِاِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّىْ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

২৫২০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের (মহিলাদের) কারো মালিকানায় মুকাতাব দাস থাকলে এবং তার নিকট চুক্তিকৃত অর্থের সম-পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার থেকে তোমাদের পর্দা করা উচিত।

٢٥٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ بَرِيْرَةَ اَتَتْهَا وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا اَهْلُهَا عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فَقَالَتْ لَهَا اِنْ شَاءَ اَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَكَانَ الْوَلاَءُ لِىْ قَالَ فَاَتَتْ اَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلاَءَ لَهُمْ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ افْعَلِىْ قَالَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَالْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

---

৫. তৎকালে আরবে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা বা পদার্থের একক "উকিয়া" নামে অভিহিত ছিল (অনুবাদক)।

২১২১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) তার নিকট এলেন, তিনি ছিলেন মুকাতাবা। তিনি তার মালিকের সাথে নয় উকিয়া পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তোমার মালিক চাইলে আমি এককালীন তাদেরকে তা পরিশোধ করে দিতে পারি এই শর্তে যে, ওয়ালার মালিক হবো আমি। রাবী বলেন, বারীরা তার মালিকের নিকট এসে একথা জানালে তারা এতে অসম্মতি জানায় এবং ওয়ালার মালিকানা তাদের থাকার শর্ত আরোপ করে। আয়েশা (রা) বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করো। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করেন, তারপর বলেন ঃ লোকদের কি হলো যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নাই। যেসব শর্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই তা বাতিল, যদিও তা সংখ্যায় এক শত হয়। আল্লাহ্‌র কিতাবই যথার্থ এবং আল্লাহ্‌র শর্তই অধিক মজবুত। ওয়ালার মালিক হবে আযাদকারী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الْعِتْقِ

দাসত্বমুক্ত করা।

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قُلْتُ لِكَعْبٍ يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَعْتَقَ امْرَاً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ اَعْتَقَ امْرَاَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ.

২৫২২। শুরাহবীল ইবনুস সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব (রা)-কে বললাম, হে কাব ইবনে মুররা! আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করলো, সে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তিলাভের বিনিময় হবে। আজাদকৃত দাসের প্রতিটি হাড় তার হাড়ের প্রতিদান হবে। যে ব্যক্তি দু'জন মুসলিম দাসীকে আযাদ করবে

তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের বিনিময় হবে। তাদের দু'টি হাড় তার একটি হাড়ের প্রতিদান হবে।

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَاَغْلاَهَا ثَمَنًا .

২৫২৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ গোলাম আযাদ করা অধিক উত্তম? তিনি বলেন ঃ যে গোলাম তার মনিবের বেশি পছন্দনীয় এবং বেশি মূল্যবান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَنْ مَلَكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

কেউ রক্ত সম্পর্কের বন্ধনযুক্ত গোলামের মালিক হলে সে স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

٢٥٢٤- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

২৫২৪। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ নিজের সাথে রক্তের সম্পর্কযুক্ত দাসের মালিক হলে সে স্বয়ং আযাদ হয়ে যাবে।

٢٥٢٥- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِىُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ الْاَنْمَاطِىُّ قَالاَ ثَنَا ضَمْرَةُ ابْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

২৫২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ নিজের সাথে রক্তের সম্পর্কযুক্ত দাসের মালিক হলে, সে আপনা আপনি আযাদ হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

কেউ গোলাম আযাদ করলো এবং তার সেবা লাভের শর্ত আরোপ করলো।

٢٥٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُمْهَانَ بْنِ سَفِيْنَةَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَعْتَقَتْنِىْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ اَنْ اَخْدُمَ النَّبِىَّ ﷺ مَا عَاشَ .

২৫২৬। আবু আবদুর রহমান সাঈদ ইবনে জুমহান ইবনে সাফীনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উম্মু সালামা (রা) দাসত্বমুক্ত করেন এবং এই শর্ত আরোপ করেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করবো, যাবত তিনি জীবিত থাকেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ

কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে।

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ اَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ مِنْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ فِىْ قِيْمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ .

২৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মালদার ব্যক্তি এজমালি গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে তার বাকী অংশও নিজের মাল দিয়ে আযাদ করে দেয়া উচিত। সে মালদার না হলে উক্ত গোলামকে (অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের জন্য) তার সামর্থ্য অনুযায়ী আয়াশসাধ্য কাজে মজুরী খাটাবে।

٢٥٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ أُقِيْمَ عَلَيْهِ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ فَاَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ اِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

২৫২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি এজমালি গোলামের তার নিজ অংশ আযাদ করে দিলে সে তার ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক তার মাল দ্বারা অন্যান্য শরীকের অংশের মূল্যও পরিশোধ করবে। অন্যথায় যতটুকু আযাদ করা হয়েছে সে ততটুকুই আযাদ গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে।

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنُ الاَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُوْنَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ لَهِيْعَةَ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .

২৫২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম আযাদ করলে গোলামই উক্ত মালের মালিক। তবে মনিব নিজের জন্য তার মালের জন্য শর্ত যুক্ত করলে তা তারই হবে। ইবনে লাহীআ (র)-এর রিওয়ায়াতে আছে ঃ তবে মনিব যদি সেই মাল (নিজের জন্য) নির্দিষ্ট করে নেয়।

٢٥٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِىُّ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ

قَالَ لَهُ يَا عُمَيْرُ اِنِّيْ اَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيْئًا اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ غُلاَمًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَاَخْبِرْنِيْ مَا مَالُكَ .

২৫৩০। ইবনে মাসউদ (রা)-এর আযাদকৃত দাস উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাকে বললেন, হে উমাইর! আমি তোমাকে সন্তোষের সাথে আযাদ করতে চাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম তার মালের বিষয় উল্লেখ না করে আযাদ করলে, উক্ত মাল তারই। অতএব আমাকে বলো, তোমার কি মাল আছে?

٢٥٣٠(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لِجَدِّيْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৫৩০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-মুত্তালিব ইবনে যিয়াদ-ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমার দাদা (উমায়র)-কে বললেন ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

জারজ সন্তান আযাদ করা।

٢٥٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْ يَزِيْدَ الضِّنِّيِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ نَعْلاَنِ اُجَاهِدُ فِيْهِمَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا .

২৫৩১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাসী মায়মূনা বিনতে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জারজ সন্তান আযাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আমি যে জুতাজোড়া পরে জিহাদ করি তা, আমা কর্তৃক জারজ সন্তান আযাদ করার তুলনায় অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَنْ اَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَاَتِهِ فَلْيَبْدَاْ بِالرَّجُلِ

কোন ব্যক্তি তার দাস-দাসী দম্পতিকে আযাদ করতে চাইলে, প্রথমে যেন পুরুষ লোকটিকে আযাদ করে।

٢٥٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي أُرِيْدُ اَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِيْ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ .

২৫৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার একজোড়া দাস-দাসী দম্পতি ছিল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এদের দু'জনকেই আযাদ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি ওদের উভয়কে আযাদ করতে চাইলে স্ত্রী লোকটির পূর্বে পুরুষ লোকটিকে আযাদ করো।

অধ্যায় ঃ ২০

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

(হদ্দ)[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُّسْلِمٍ الاَّ فِىْ ثَلاَثٍ

তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয়।

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُوْنَ الْقَتْلَ فَقَالَ انَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُوْنِىْ بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُوْنِىْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ الاَّ فِىْ احْدَىْ ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنٰى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ اَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ اسْلاَمِهِ فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَّلاَ فِى اسْلاَمٍ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلاَ ارْتَدَدْتُّ مُنْذُ اَسْلَمْتُ .

২৫৩৩। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফফান (রা) (ছাদের) উপর থেকে বিদ্রোহীদের প্রতি তাকালেন। তিনি তাদেরকে হত্যার আলোচনা করতে শুনে বললেন ঃ তারা আমাকে হত্যার সংকল্প করছে। কেন তারা আমাকে হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তিনটি কারণের কোন একটি বিদ্যমান না থাকলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে, তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা অথবা যে ব্যক্তি

---

১. ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধ ও তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থাকে 'হদ্দ' বলে। যেমন মদ্যপের শাস্তি বেত্রদণ্ড, চুরির শাস্তি হস্তকর্তন, যেনার শাস্তি ক্ষেত্রভেদে বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা ইত্যাদি (অনুবাদক)।

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে অথবা যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জাহিলী যুগেও কখনো যেনা করিনি এবং ইসলামী যুগেও না, আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করিনি এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে মুরতাদ হইনি।

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ اَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

২৫৩৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল" তার রক্তপাত বৈধ নয়। কিন্তু তিন শ্রেণীর লোক হত্যার যোগ্য ঃ জানের (হত্যার) বদলে জান (হত্যা), বিবাহিত যেনাকারী এবং মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে দীন ত্যাগকারী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِيْنِهِ

যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়।

٢٥٣٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ .

২৫৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে (মুসলমান) ব্যক্তি নিজের দীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা হত্যা করো।

٢٥٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ مُشْرِكٍ اَشْرَكَ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ عَمَلاً حَتّٰى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ .

৩৫৩৬। বাহ্‌য ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে শেরেকে লিপ্ত হলে আল্লাহ তার কোন আমলই গ্রহণ করেন না, যাবত না সে মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ

হদ্দ কার্যকর করা।

٢٥٣٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِىْ شَجَرَةَ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلاَدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হদ্দসমূহের মধ্য থেকে কোন হদ্দ কার্যকর করা, চল্লিশ রাত মহান আল্লাহ্‌র কোন জনপদে বৃষ্টিপাত হওয়ার চেয়ে উত্তম।

٢٥٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يَزِيْدَ (اَظُنُّهُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ) عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِى الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا .

২৫৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জনপদে একটি হদ্দ কার্যকর করা সেই জনপদে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার তুলনায় উত্তম।

٢٥٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَحَدَ اٰيَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَلاَ سَبِيْلَ لِاَحَدٍ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ يُصِيْبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ .

২৫৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও অস্বীকার করে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল," তার উপর হদ্দ কার্যকর করার কোন পথ থাকে না। কিন্তু সে হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে তা তার উপর কার্যকর হবে।

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوْجُ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ اَبِیْ صَادِقٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِی الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلاَ تَاْخُذْكُمْ فِی اللّٰهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ .

২৫৪০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাছের ও দূরের সকলের উপর আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দ কার্যকর করো।[২] আল্লাহ্র কাজে কোন সমালোচকের সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُّ

যার উপর হদ্দ বাধ্যকর হয় না।

٢٥٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ وَعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِیَّ يَقُوْلُ عُرِضْنَا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ اَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّیَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّیَ سَبِيْلِیْ .

২৫৪১। আতিয়্যা আল-কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরায়জাকে হত্যার দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হলো। যার (লজ্জাস্থানের) লোম গজিয়েছিল, তাকে হত্যা করা হলো এবং যার লোম গজায়নি

---

২. 'দূরের ও কাছের' বলতে ধনী-গরীব, প্রভাবশালী-প্রভাবহীনও হতে পারে আবার নিকটাত্মীয় ও দূরাত্মীয়ও হতে পারে, আবার দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্রও হতে পারে (অনুবাদক)।

তাকে রেহাই দেয়া হলো। আমি ছিলাম লোম না গজানোদের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমাকে রেহাই দেয়া হয়।

٢٥٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

২৫৪২। আতিয়্যা আল-কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তখন থেকেই আমি তোমাদের সামনে আছি।

٢٥٤٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ قَالُوْا ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِيْ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ هٰذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ .

২৫৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন আমি চৌদ্দ বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (জিহাদে শরীক হতে) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমি পনের বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দেন। নাফে (র) বলেন, আমি এ হাদীস উমার ইব্নে আবদুল আযীয (র)-এর খেলাফত আমলে তার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই নাবালেগ ও বালেগের মধ্যে পার্থক্যবিন্দু।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَرَفْعِ الْحُدُوْدِ بِالشُّبْهَاتِ

মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা এবং সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্দ মওকুফ করা।

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

২৫৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।

٢٥٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا .

২৫৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হদ্দ প্রতিরোধ করবে, যাবত তা প্রতিরোধের কোন অজুহাত পাও।

٢٥٤٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتّٰى يَفْضَحَهُ بِهَا فِىْ بَيْتِهِ .

২৫৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার গুপ্ত (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবেন, এমনকি এই কারণে তাকে তার ঘরে পর্যন্ত অপদস্থ করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُوْدِ

হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ।

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ قَدْ اَعَاذَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَسْرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰذَا .

২৫৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করে ধরা পড়লে তার বিষয়টি কুরায়শদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তারা বলাবলি করলো, বিষয়টি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে পারে? তারা বলাবলি করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কেউ এমন দুঃসাহস করতে পারবে না। অতঃপর উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বলেন ঃ হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম। রাবী মুহাম্মাদ ইবনুর রুম্হ (র) বলেন, আমি লাইছ ইবনে সাদকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা তাকে (হযরত ফাতিমাকে) চুরি করা থেকে হেফাজত করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানেরই এরূপ বলা উচিত।

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُوْدِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْاَةُ تِلْكَ الْقَطِيْفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَعْظَمْنَا ذٰلِكَ وَكَانَتِ امْرَاَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ وَقُلْنَا نَحْنُ نَفْدِيْهَا بِاَرْبَعِيْنَ اُوْقِيَّةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَّهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا لِيْنَ قَوْلِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ اَتَيْنَا اُسَامَةَ فَقُلْنَا كَلِّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ مَا اِكْثَارُكُمْ عَلَىَّ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلٰى اَمَةٍ مِنْ اِمَاءِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ نَزَلَتْ بِالَّذِىْ نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا .

২৫৪৮। মাসউদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে সেই চাদরটি চুরি করলে তা আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। সে ছিল কুরায়শ বংশীয়া। অতঃপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। আমরা বললাম, আমরা তার পক্ষ থেকে চল্লিশ উকিয়া ফিদ্য়া দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে পবিত্র হোক, এটাই তার জন্য উত্তম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নরম সুর শুনে উসামার কাছে এসে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতি আঁচ করে খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার কাছে আল্লাহ্ নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছো, যা তাঁর কোন এক বান্দীর উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা ফাতিমাও ঐ নারীর স্তরে উপনীত হতো, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ حَدِّ الزِّنَا

যেনার হদ্দ।

٢٥٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِىْ حَتّٰى اَقُوْلَ قَالَ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى

هٰذَا وَاِنَّهُ زَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَسَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاُخْبِرْتُ اَنَّ عَلٰى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَاَنَّ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . قَالَ هِشَامٌ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

২৫৪৯। আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ ও শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে, আমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন। তার তুলনায় অধিক বিচক্ষণ তার প্রতিপক্ষ বললো, হাঁ আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে বক্তব্য পেশের অনুমতি দিন। তিনি বলেন ঃ বলো। লোকটি বললো, আমার পুত্র এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। আমি তার পক্ষ থেকে এক শত বকরী এবং একটি গোলাম পরিশোধ করেছি। অতঃপর আমি কতক বিজ্ঞ লোককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হয় যে, আমার পুত্রকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে, আর এই ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তুমি তোমার এক শত বকরী ও গোলাম ফেরত লও এবং তোমার পুত্রকে এক বছরের নির্বাসনসহ এক শত বেত্রাঘাত করা হবে। আর হে উনাইস! তুমি আগামী কাল সকালে তার স্ত্রী নিকট যাবে। সে যদি স্বীকারোক্তি করে তবে তাকে রজম করবে। অধস্তন রাবী হিশাম বলেন, উনায়স (রা) পরদিন সকালে তার নিকট গেলো এবং সে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজম করেন।

٢٥٥٠- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ جَلْدَةُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

২৫৫০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে (দীনের বিধান) শিখে নাও। আল্লাহ তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ করে দিয়েছেন। যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা করে তবে তাদের প্রত্যেককে এক বছরের নির্বাসনসহ এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে যেনা করে তবে তাদের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত এবং রজম করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِه

কেউ নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করলে।

٢٥٥١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ سَالِمٍ قَالَ اُتِىَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِه فَقَالَ لاَ اَقْضِىْ فِيْهَا اِلاَّ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ .

২৫৫১। হাবীব ইবনে সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নোমান ইবনে বাশীর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হলো, যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করেছিল। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করবো। তিনি বলেন, যদি তার স্ত্রী ক্রীতদাসীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে, তবে এ যেনাকারীকে এক শত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি তার স্ত্রী তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করবো।

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ اِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِه فَلَمْ يَحُدَّهُ .

২৫৫২। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করেছিল। তিনি তার উপর হদ্দ কার্যকর করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الرَّجْمِ

রজম করা।

٢٥٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَّطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلٌ مَا اَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ اَلاَ وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ اِذَا اُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ حَمْلٌ اَوِ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَاْتُهَا (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ) رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .

২৫৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ বলে বসবে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের কথা পাচ্ছি না। ফলে সে আল্লাহ্‌র ফরযসমূহের মধ্যকার একটি ফরয ত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান! রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা বাধ্যতামূলক– অপরাধী বিবাহিত হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা গর্ভসঞ্চার হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে। অতঃপর আমি রজমের এ আয়াত পাঠ করি ঃ "বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যেনায় লিপ্ত হলে তোমরা তাদের উভয়কে রজম করো"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি।

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى اَقَرَّ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَ بِهِ اَنْ يُّرْجَمَ فَلَمَّا اَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ اَدْبَرَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْىُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ حِيْنَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ قَالَ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ .

২৫৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো ঃ আমি যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললো, আমি যেনা করেছি। এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি তার থেকে আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনিভাবে সে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তার দেহে পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকলে সে দ্রুত পালাতে তৎপর হলো। এক ব্যক্তি তার নাগাল পেয়ে গেলো। তার হাতে ছিলো উটের চোয়ালের হাড়। সে তাকে আঘাত করে ভূপাতিত করলো। তার গায়ে পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তার পলায়নের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না!

٢٥٥٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَاَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

২৫৫৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে যেনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার দেহে তার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে পেঁচিয়ে তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ رَجْمِ الْيَهُوْدِيِّ وَالْيَهُوْدِيَّةِ

ইহূদী পুরুষ ও নারীকে রজম করা।

٢٥٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُوْدِيَّيْنِ اَنَا فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَاِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ .

২৫৫৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইয়াহূদীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমিও রজমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি পুরুষ লোকটিকে দেখেছি যে, সে নারীটিকে পাথর থেকে আড়াল করছে।

٢٥٥٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَّيَهُوْدِيَّةً .

২৫৫৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজোড়া ইহূদী নারী-পুরুষকে রজম করেছিলেন।

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُوْدٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هٰكَذَا تَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِيْ قَالُوْا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى اَهٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ قَالَ لاَ وَلَوْ لاَ اَنَّكَ نَشَدْتَنِيْ لَمْ اُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ اَشْرَافِنَا الرَّجْمُ فَكُنَّا اِذَا اَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ وَكُنَّا اِذَا اَخَذْنَا الضَّعِيْفَ اَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلٰى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ اِذْ اَمَاتُوْهُ وَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

২৫৫৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ইহূদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যার মুখে কালি মাখিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যেনাকারীর এরূপ শাস্তি পেয়েছো? তারা বললো, হাঁ। তিনি তাদের আলেমদের মধ্যকার একজনকে ডেকে বলেন ঃ আমি তোমাকে সেই সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমরা কি যেনাকারীর এরূপ শাস্তিই পেয়েছো? সে বললো, না। আপনি যদি আমাকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস না করতেন তবে আমি আপনাকে এ কথা বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যেনাকারীর শাস্তি পেয়েছি রজম করা। কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে রজমের (যেনার) অপরাধ

বেড়ে গেলো। এমতাবস্থায় আমরা সম্ভ্রান্ত লোককে (এ অপরাধে) গ্রেপ্তার করলে তাকে ছেড়ে দিতাম এবং আমাদের দুর্বল ও অসহায় লোককে (একইরূপ অপরাধে) গ্রেপ্তার করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করতাম। (এক পর্যায়ে) আমরা বললাম, এসো আমরা একটা বিষয়ে একমত হই, যা আমরা সম্ভ্রান্ত ও দুর্বল সকলের উপর কার্যকর করতে পারি। তখন থেকে আমরা (শাস্তি লাঘব করে) রজমের পরিবর্তে মুখমণ্ডলে কালি মেখে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করতে একমত হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাদের ধ্বংস করা তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ঐ ইহূদীকে রজম করা হয়।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَنْ اَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম (যেনা) করে।

٢٥٥٩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ عُبَيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيْبَةُ فِيْ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يُدْخُلُ عَلَيْهَا .

২৫৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম, তবে অবশ্যই অমুক নারীকে রজম করতাম। কেননা তার কথাবার্তায় ও দৈহিক বেশভূষায় এবং যারা তার কাছে যাতায়াত করে তাদের থেকে অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

٢٥٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِيْ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ .

---

৩. বাইবেলের লেবীয় পুস্তক, ২০ ঃ ১০; দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ ঃ ২২–২৬; যোহন, ৮ ঃ ১-১১ ইত্যাদি স্থানসমূহ দেখা যেতে পারে, যেখানে যেনার উক্তরূপ শাস্তি উল্লিখিত আছে (অনুবাদক)।

২৫৬০। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) দুই লিআনকারীর কথা উল্লেখ করলেন।[৪] ইবনে শাদ্দাদ (রা) তাকে বললেন, এই সেই নারী যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই রজম করতাম, তবে অবশ্যই তাকে রজম করতাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সেই নারী তো প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

যে ব্যক্তি লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়।

٢٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ .

২৫৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কাউকে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত পেলে তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো।

٢٥٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلٰى أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِيْ عَاصِمُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِيْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ قَالَ ارْجُمُوا الأَعْلٰى وَالأَسْفَلَ ارْجُمُوْهُمَا جَمِيْعًا .

২৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন ঃ তোমরা উপরের এবং নিচের ব্যক্তিকে অর্থাৎ উভয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করো।

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ .

---

৪. স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করলে এবং কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে উভয়কে বিচারকের সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে অভিশাপযুক্ত শপথ করতে হয়। এই শপথকে আইনের পরিভাষায় লিআন বলে (অনুবাদক)।

২৫৬৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার সর্বাধিক আশঙ্কা করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَنْ اَتٰى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً

যে ব্যক্তি মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সাথে এবং যে ব্যক্তি পশুর সাথে যৌনাচার করে।

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ .

২৫৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকে হত্যা করো এবং যে ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকেও হত্যা করো এবং পশুটিও হত্যা করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الْاِمَاءِ

ক্রীতদাসীর উপর হদ্দ কার্যকর করা।

٢٥٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْاَمَةِ تَزْنِىْ قَبْلَ اَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعَرٍ .

২৫৩৫। আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে খালিদ ও শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি

তাঁকে অবিবাহিত ক্রীতদাসীর যেনায় লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে পুনরায় যেনা করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত করো। তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বলেন ঃ চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।

٢٥٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ .

২৫৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রীতদাসী যেনায় লিপ্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করো। সে আবার যেনায় লিপ্ত হলে আবার তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনায় লিপ্ত হলে আবারও তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনায় লিপ্ত হলে আবারও তাকে বেত্রাঘাত করো। অতঃপর একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

যেনার মিথ্যা অপবাদ (কাযফ) আরোপের শাস্তি।

٢٥٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ اَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَاَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ .

২৫৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে কুরআন (সেই আয়াত) তিলাওয়াত করেন, অতঃপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হয়।

٢٥٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ وَاِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوْطِىُّ فَاجْلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ .

২৫৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "হে মুখান্নাস' (নপুংসক) বললে তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করো এবং কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "হে লূতী" (সমকামী) বললে তাকেও বিশটি বেত্রাঘাত করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

মদ্যপের শাস্তি।

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ مَا كُنْتُ اَدِىْ مَنْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ اِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيْهِ شَيْئًا اِنَّمَا هُوَ شَئٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ .

২৫৬৯। উমাইর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেছেন, মদ্যপ ব্যতীত অপর কোন অপরাধী আমার নির্দেশে হদ্দ কার্যকর করার কারণে নিহত হলে আমি তার দিয়াত পরিশোধ করবো না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপের হদ্দ নির্ধারণ করেননি। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে মদ্যপের হদ্দ নির্ধারণ করেছি (তাই তার দিয়াত পরিশোধ করবো)।

٢٥٧٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيْدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ .

২৫৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপকে জুতা ও লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন।

٢٥٧١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الدَّانَاجِ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِىَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَيْرُوْزَ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ لَمَّا جِىْءَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ اِلٰى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوْا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِىٍّ دُوْنَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عَلِىٌّ وَقَالَ جَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ .

২৫৭১। হুসাইন ইবনুল মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে উসমান (রা)-এর আদালতে আনা হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তার (মদ্যপানের) অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি আলী (রা)-কে বলেন, এই নিন আপনার চাচাতো ভাইকে এবং তার উপর হদ্দ কার্যকর করুন। আলী (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদ্যপকে) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বাক্‌র (রা)-ও চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমার (রা) আশি বেত্রাঘাত করেছেন। এ সবই সুন্নাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

কোন ব্যক্তি বারবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে।

٢٥٧٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ فَاِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ .

২৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক

গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবারে তিনি বলেন ঃ সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করো।

٢٥٧٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِذَا شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ .

২৫৭৩। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা মদপান করলে তোমরা তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় মদপান করলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, আবার মদপান করলে আবার তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় (চতুর্থবার) মদপান করলে তাদেরকে হত্যা করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الْكَبِيْرِ وَالْمَرِيْضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

বৃদ্ধ ও রোগীর উপর হদ্দ বাধ্যকর হলে।

٢٥٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كَانَ بَيْنَ اَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيْفٌ فَلَمْ يُرَعْ اِلاَّ وَهُوَ عَلٰى اَمَةٍ مِنْ اِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَانَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اجْلِدُوْهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوْا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ هُوَ اَضْعَفُ مِنْ ذٰلِكَ لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوْهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

২৫৭৪। সাঈদ ইবনে সাদ ইবনে উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে একটি বিকলাঙ্গ ও দুর্বল লোক বাস করতো। লোকেরা তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করতো না। কিন্তু একদা বাড়ির এক ক্রীতদাসীর সাথে সে যেনায় লিপ্ত হলে লোকেরা তাজ্জব বনে যায়। সাদ ইবনে উবাদা (রা) তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। তিনি বলেন ঃ তাকে এক শত বেত্রাঘাত করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! সে এই শাস্তি সহ্য করতে (স্বাস্থ্যগতভাবে) দুর্বল (অক্ষম)। তাকে যদি আমরা এক শত বেত্রাঘাত করি তবে সে মারা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমরা এক শত শাখাবিশিষ্ট একটি গাছের ডাল লও এবং তা দ্বারা তাকে একবার প্রহার করো (আহমাদ, ৫/২২২)।

٢٥٧٤(١)- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৫৭৪(১)। সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী-আল-মুহারিবী-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-ইয়াকূব ইবনে আবদুল্লাহ-আবূ উমামা ইবনে সাহল-সাদ ইবনে উবাদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ

যে ব্যক্তি (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণ করে।

٢٥٧٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৫৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ ابْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৫৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْبَرَّادِ قَالُوْا ثَنَا أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৫৭৭। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعٰى فِى الْاَرْضِ فَسَادًا

যে ব্যক্তি রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا فَارْتَدُّوا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَلَبِهِمْ فَجِىءَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا .

২৫৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উরায়না গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (মদীনায়) আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যদি আমাদের উটের চারণভূমিতে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে (তাহলে হয়তো নিরাময় লাভ করতে)। তারা তাই করলো (এবং রোগমুক্ত

হলো)। অতঃপর তারা দীন ইসলাম ত্যাগ করলো (মুরতাদ হয়ে গেল), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করলো এবং তাঁর উটের পাল লুট করে নিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে এবং তাদের চোখে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা মারা গেলো।[৫]

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قَوْمًا اَغَارُوْا عَلٰى لِقَاحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ .

২৫৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের পাল লুট করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে লৌহশলাকা বিদ্ধ করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

٢٥٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

২৫৮০। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

---

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে একবার মাত্র উক্তরূপ শাস্তি দান করেন। রাহাজানির (ডাকাতি) দণ্ড সংক্রান্ত আয়াত (সূরা মাইদার ৩৩ নম্বর আয়াত) নাযিল হলে উক্তরূপ শাস্তি রহিত হয়ে যায় (অনুবাদক)

٢٥٨١- حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ فَقُوْتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

২৫৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদ লুট করতে চাইলো। সে তাতে বাধা দিতে গিয়ে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হয়।

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ .

২৫৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করার চেষ্টা করা হলে এবং সে তা রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

চোরের শাস্তি।

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ .

২৫৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চোরের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত, ডিম চুরির অপরাধে যার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরির অপরাধে যার হাত কাটা যায়।

٢٥٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .

২৫৮৪। ইবনে উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অপরাধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্ত কর্তনের নির্দেশ দেন।

٢٥٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَمْرَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فصَاعِداً .

২৫৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ অথবা তার অধিক পরিমাণ ছাড়া (চোরের) হাত কাটা যাবে না।

٢٥٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ ثَنَا وُهَيْبٌ ثَنَا اَبُوْ وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

২৫৮৬। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি ঢালের সম-পরিমাণ চুরির বেলায় চোরের হাত কাটা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ

কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া।

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ الْجُوَيْبَارِىُّ يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ قَالُوْا ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَاَلْتُ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِىْ عُنُقِه .

২৫৮৭। ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)-কে কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এটাই নিয়ম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাত কেটে তা তার কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

চোর স্বীকারোক্তি করলে।

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنْبَانَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ ابْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِيْ فُلاَنٍ فَطَهِّرْنِيْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ . قَالَ ثَعْلَبَةُ اَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ طَهَّرَنِيْ مِنْكَ اَرَدْتِ اَنْ تُدْخِلِيْ جَسَدِي النَّارَ .

২৫৮৮। ছালাবা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি। অতএব আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গোত্রের নিকট লোক পাঠালে তারা বললো, আমরা আমাদের একটি উট হারিয়েছি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তার হাত কর্তন করা হয়। ছালাবা (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম, যখন তার হাতটি (কেটে) পড়ে গেলো তখন সে বললো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তোমার থেকে আমাকে পবিত্র করেছেন। তুমি আমার দেহটাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে।

٢٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ .

২৫৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।

٢٥٩٠- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا .

২৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুদ্ধলব্ধ মাল (গানীমাত) থেকে প্রাপ্ত একটি যুদ্ধবন্দী দাস যুদ্ধলব্দ মালের রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ থেকে চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলো। কিন্তু তিনি তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেননি। তিনি বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্র সম্পদের একাংশ অপরাংশ চুরি করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারী।

٢٥٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلاَ الْمُنْتَهِبُ وَلاَ الْمُخْتَلِسُ .

২৫৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর হাত কর্তন করা হবে না।

٢٥٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ .

২৫৯২। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ছিনতাইকারীর হাত কর্তন করা যাবে না।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ لاَ يَقْطَعُ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

ফল এবং গাছের মাথি চুরির অপরাধে হাত কর্তন করা যাবে না।

٢٥٩٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

২৫৯৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফল ও মাথি (নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি গাছের মাথার মূল কচি অংশ) চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।

٢٥٩٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

২৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফল ও মাথি চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

যে ব্যক্তি নিরাপদ হেফাজত থেকে চুরি করে।

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نَامَ فِى الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ

---

৬. বর্তমান কালে শহরে-বন্দরে যেসব সশস্ত্র ছিনতাই হচ্ছে তা হিরাবার (ডাকাতির) আওতাভুক্ত, হাদীসে উক্ত ছিনতাইয়ের আওতাভুক্ত নয়। হাদীসে উক্ত ছিনতাই একটি মামুলি প্রকৃতির অপরাধ এবং সশস্ত্র ছিনতাই একটি দুঃসাহসিক মারাত্মক অপরাধ। এই ধরনের অপরাধীর ক্ষেত্রে ডাকাতির শাস্তি প্রযোজ্য হবে (অনুবাদক)।

فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اُرِدْ هٰذَا رِدَائِيْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِيْ بِهِ .

২৫৯৫। সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের চাদরকে বালিশবৎ বানিয়ে তা মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন। চোর তার মাথার নিচ থেকে তা চুরি করলো। তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সাফওয়ান (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এটা চাইনি! আমার চাদর আমি তাকে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তাকে আমার কাছে আনার আগে কেন তা করলে না?

٢٥٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا اُخِذَ فِيْ اَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ اِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَاِنْ اَكَلَ وَلَمْ يَاْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيْسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ اِذَا كَانَ مَا يَاْخُذُ مِنْ ذٰلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .

২৫৯৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফল (চুরির অপরাধ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ (গাছের মাথার) গুচ্ছ থেকে নিলে তার মূল্য এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ দিতে হবে। আর খলিয়ান থেকে নিলে এবং তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে। আর যদি শুধু খায়, নিয়ে না যায় তবে তার উপর কিছুই (জরিমানা) ধার্য হবে না। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চারণভূমি থেকে বকরী নিয়ে গেলে? তিনি বলেন ঃ তার মূল্য ও সাথে তার সমপরিমাণ দিতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও হবে। আর বাথান থেকে চুরি করলে তার মূল্য যদি একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে হাত কাটা যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ تَلْقِيْنِ السَّارِقِ

চোরকে তালকীন দেয়া।[৭]

٢٥٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلٰى اَبِىْ ذَرٍّ يَذْكُرُ اَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى ثُمَّ قَالَ مَا اخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى فَاَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

২৫৯৭। আবু উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক চোরকে উপস্থিত করা হলে সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেন ঃ মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। অতঃপর তিনি হুকুম দিলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকটিকে) বললেন ঃ তুমি বলো, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি। সে বললো ঃ "আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তার তওবা কবুল করো"। তিনি দুইবার এ কথা বলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ الْمُسْتَكْرَهِ

বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয়।

٢٥٩٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَاَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ

---

৭. অর্থাৎ শাস্তি ভোগের পর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করা (অনুবাদক)।

وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتِ امْرَاَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَرَاَ عَنْهَا الْحَدَّ وَاَقَامَهُ عَلَى الَّذِىْ اَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا .

২৫৯৮। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, তবে ধর্ষণকারীকে হদ্দের শাস্তি দেন। তিনি মহিলার জন্য মোহরের ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা তা রাবী উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ৩১

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে হদ্দ কার্যকর করা নিষেধ।

٢٥٩٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ

২৫৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মসজিদের মধ্যে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

٢٦٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ اَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسَاجِدِ .

২৬০০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে হদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ التَّعْزِيْرِ

তাযীর প্রসঙ্গ।[৮]

٢٦٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يُجْلَدُ اَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ .

২৬০১। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধ ব্যতীত অপর কোন অপরাধে অপরাধীকে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।

٢٦٠٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْيَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُعَزِّرُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ اَسْوَاطٍ .

২৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দশটি বেত্রাঘাতের অধিক তাযীর (শাস্তি) নির্ধারণ করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ

হদ্দ (শাস্তি) হলো (গুনাহের) কাফফারা।

٢٦٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ

---

৮. যেসব অপরাধের জন্য শরীআতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি ধার্য করে দেয়া হয়নি, বরং রাষ্ট্র বা বিচার বিভাগের সুবিবেচনার উপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেইসব অপরাধ ও তার শাস্তিকে তাযীর বলে (অনুবাদক)।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوْبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَاِلاَّ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ .

২৬০৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, অতঃপর সে যত সত্বর শাস্তি ভোগ করে, সেটাই তার অপরাধের কাফফারা অন্যথায় তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ হয়।

٢٦٠٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ فِى الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنِّىَ عُقُوْبَتَهُ عَلٰى عَبْدِهِ وَمَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّعُوْدَ فِىْ شَىْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ .

২৬০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন পাপকাজ করার পর সেজন্য সে শাস্তি ভোগ করলে আল্লাহ তাআলা তার সেই বান্দাকে পুনর্বার (একই অপরাধের) শাস্তি দেয়ার বিষয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ। কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে পাপকাজ করার পর আল্লাহ তা গোপন করে রাখলেন। আল্লাহ একবার যা উপেক্ষা করেছেন তার জন্য পুনরায় গ্রেফতার করার ব্যাপারে অধিক দয়াপরবশ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً

কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে বেগানা পুরুষ লোককে পেলে।

٢٦٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِىُّ اَبُوْ عُبَيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَاَتِهِ

رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَالَ سَعْدٌ بَلٰى وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ .

২৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা আল-আনসারী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি বেগানা পুরুষ লোককে তার স্ত্রীর সাথে (অবৈধ কাজে লিপ্ত) পেলে সে কি তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না। সাদ (রা) বলেন ঃ হাঁ, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দান করে সম্মানিত করেছেন (সে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের নেতা যা বলেন তা শোনো।

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قِيْلَ لِاَبِىْ ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِيْنَ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْحُدُوْدِ وَكَانَ رَجُلاً غَيُوْرًا اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّكَ وَجَدْتَّ مَعَ امْرَاَتِكَ رَجُلاً اَىَّ شَىْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ اَنْتَظِرُ حَتّٰى اَجِىْءَ بِاَرْبَعَةٍ اِلٰى مَا ذَاكَ قَدْ قَضٰى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ اَوْ اَقُوْلُ رَاَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُوْنِى الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوْا لِىْ شَهَادَةً اَبَدًا قَالَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَفٰى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّتَتَابَعَ فِىْ ذٰلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَاجَةَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ هٰذَا حَدِيْثُ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِىِّ وَفَاتَنِىْ مِنْهُ .

২৬০৬। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হদ্দ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী আবু সাবিত সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে বলা হলো, তোমার স্ত্রীর সাথে বেগানা কোন পুরুষ লোককে পেলে তুমি কি করবে? তিনি বলেন, আমি তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না যে, আমি এই অপকর্মের চারজন সাক্ষী তালাশ করবো এবং সাক্ষী নিয়ে আসতে আসতে সে তার অপকর্ম শেষ করবে অথবা আমি তোমাদের সামনে এসে বলবো যে, আমি এরূপ এরূপ দেখেছি এবং তোমরা আমাকে যেনার অপবাদের শাস্তি দিবে এবং আর কখনো আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। রাবী বলেন, বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ তরবারিই সাক্ষী

হিসাবে যথেষ্ট, অতঃপর তিনি বলেন ঃ না (এই অনুমতি দেয়া যায় না)। আমি আশঙ্কা করছি যে, উন্মাদ ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তাই করে বসবে। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবু যুরআ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এটা হলো আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী বর্ণিত হাদীস, যার অংশবিশেষ আমার স্মরণ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِه

কোন ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করলে।

٢٦٠٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ جَمِيْعًا عَنْ اَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِىْ خَالِىْ (سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِىْ حَدِيْثِهِ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو) وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ لِوَاءً فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ تُرِيْدُ فَقَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ .

২৬০৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। অধস্তন রাবী হুশাইম তার রিওয়ায়াতে তার নাম হারিস ইবনে আমর উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটি পতাকা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাকে হত্যা করি।[৯]

٢٦٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَخِى الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ ثَنَا يُوْسُفُ ابْنُ مَنَازِلَ التَّمِيْمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ كَرِيْمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةَ اَبِيْهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاُصَفِّىَ مَالَهُ .

---

৯. কুরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ "নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না" (সূরা নিসা ঃ ২২)। সুতরাং সৎমা মাহ্‌রাম নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিবাহ করা চিরন্তনভাবে হারাম (অনুবাদক)।

২৬০৮। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার জন্য এবং তার সমস্ত মালপত্র নিয়ে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ مَنْ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

কোন ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে এবং নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বলে পরিচয় দিলে।

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى الضَّيْفِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ انْتَسَبَ الِى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

২৬০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে জন্মসূত্র স্থাপন করে অথবা নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বানায়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।

٢٦١٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَاَبَا بَكْرَةَ وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَوَعٰى قَلْبِىْ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ .

২৬১০। আবু উসমান আন-নাহ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ (রা) ও আবু বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি এবং তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার উভয় কান শুনেছে এবং আমার অন্তর মুখস্থ রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে বাপ বলে পরিচয় দেয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।

٢٦١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ .

২৬১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকে বাপ বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ পাঁচ শত বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ مَنْ نَفٰى رَجُلاً مِنْ قَبِيْلَتِهِ

কেউ কাউকে নিজের গোত্র থেকে খারিজ করলে।

٢٦١٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَيَّانَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ طَلْحَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ.اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَفْدِ كِنْدَةَ وَلاَ يَرَوْنِىْ اِلاَّ اَفْضَلَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْتُمْ مِنَّا فَقَالَ نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لاَ نَقْفُوْ اُمَّنَا وَلاَ نَنْتَفِىْ مِنْ اَبِيْنَا قَالَ فَكَانَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُوْلُ لاَ اُوْتٰى بِرَجُلٍ نَفٰى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ ابْنِ كِنَانَةَ اِلاَّ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ .

২৬১২। আশআছ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তারা (কিন্দা গোত্র) আমাকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা কি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নন? তিনি বলেন ঃ আমরা বানূ নাদর ইবনে কিনানার বংশধর। আমরা আমাদের মাতার প্রতি অপবাদ আরোপ করি না এবং আমাদের পিতৃপুরুষ থেকেও পৃথক হই না। রাবী বলেন, (এরপর থেকে) আশআছ ইবনে কায়েস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কুরায়শ গোত্রের কোন লোককে নাদর ইবনে কিনানা গোত্রভুক্ত নয় বলে দাবি করবে, আমি অবশ্যই তাকে কাযাফ-এর শাস্তি দিবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ الْمُخَنَّثِيْنَ

নপুংসকদের বিধান।

٢٦١٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الرَّبِيْعِ الْجُرْجَانِيُّ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ ابْنُ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوْلاً يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ عَلَىَّ الشِّقْوَةَ فَمَا اُرَانِىْ اُرْزَقُ اِلاَّ مِنْ دُفِّىْ بِكَفِّىْ فَاْذَنْ لِىْ فِى الْغِنَاءِ فِىْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اٰذَنُ لَكَ وَلاَ كَرَامَةَ وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ كَذَبْتَ اَىْ عَدُوَّ اللّٰهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ طَيِّبًا حَلاَلاً فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلاَلِهِ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ اِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ قُمْ عَنِّىْ وَتُبْ اِلَى اللّٰهِ اَمَا اِنَّكَ اِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ اِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيْعًا وَحَلَقْتُ رَاْسَكَ مُثْلَةً وَنَفَيْتُكَ مِنْ اَهْلِكَ وَاَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَامَ عَمْرُو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْىِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ اللّٰهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰؤُلاَءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِى الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ .

২৬১৩। সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকতেই তাঁর নিকট আমর ইবনে মুররা (রা) এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমার কপালে দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন। আমি আমার হাতের এই দফ (ঢোল) বাজানো ছাড়া আমার রিযিক প্রাপ্তির আর কোন পথ দেখি না। অতএব আপনি আমাকে নির্দোষ সঙ্গীতের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাকে অনুমতিও দিবো না এবং তোমাকে সম্মানিত করে তোমার চোখও শীতল করবো না। হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও হালাল রিযিক দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে

যে হালাল রিযিক দিয়েছেন তার পরিবর্তে আল্লাহ তোমার জন্য যে রিযিক হারাম করেছেন তুমি তাই গ্রহণ করেছো। আমি যদি তোমাকে ইতিপূর্বে নিষেধ করে থাকতাম তবে অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিতাম। আমার এখান থেকে উঠে যাও এবং আল্লাহ্র নিকট তওবা করো। সাবধান! তোমাকে নিষেধ করার পরও যদি তুমি এ কাজ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবো, তোমার মাথা মুণ্ডন করিয়ে বিকৃত করে দিবো, তোমার পরিবার থেকে তোমাকে নির্বাসিত করবো এবং তোমার সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা মদীনার যুবকদের জন্য হালাল করে দিবো। এ কথায় আমর উঠে দাঁড়ায় এবং সে নিজেকে এতোটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সে উঠে চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এইসব লোক পাপাচারী। এদের কেউ তওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে নপুংসক ও বিবস্ত্র অবস্থায় উত্থিত করবেন, যেরূপ সে দুনিয়াতে ছিল। সে এক টুকরা কাপড় দিয়েও মানুষের সামনে নিজের লজ্জা নিবারণ করবে না এবং যখনই সে দাঁড়াবে সাথে সাথে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।

٢٦١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اِنْ يَّفْتَحِ اللّٰهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلٰى امْرَاَةٍ تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ .

২৬১৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি এক নপুংসককে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যাকে বলতে শুনলেন, আল্লাহ যদি আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করেন তবে আমি তোমাকে এমন এক নারীকে দেখাবো, যে চার ভাঁজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।

অধ্যায় ঃ ২১

كِتَابُ الدِّيَاتِ

(রক্তপণ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٢٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ .

২৬১৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের (অপরাধের) মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।

٢٦١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ .

২৬১৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মানুষ অন্যায়ভাবে নিহত হলেই তার পাপের একটি অংশ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীলের) আমলনামায় যোগ হয়। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম নরহত্যার প্রচলন করেছিল।

٢٦١٧-حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْاَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ .

২৬১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।

٢٦١٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

২৬১৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, সে আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করেনি এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٦١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ اَبِى الْجَهْمِ الْجُوْزَجَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ .

২৬১৯। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একজন ঈমানদার ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ্র নিকট অধিক সহজ ও সাধারণ ব্যাপার।

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اٰيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ .

২৬২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একজন মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে সামান্য একটু কথার দ্বারাও সহায়তা করবে, সে মহান আল্লাহ্র সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে ঃ "আল্লাহ্র রহমাত থেকে বঞ্চিত"।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

ঈমানদার মুসলমানের হত্যাকারীর তওবা কবূল হবে কি?

٢٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى قَالَ وَيْحَهُ وَاَنّٰى لَهُ الْهُدٰى سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ يَجِيْءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَاْسِ صَاحِبِهِ يَقُولُ رَبِّ سَلْ هٰذَا لِمَ قَتَلَنِيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى نَبِيِّكُمْ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ اَنْزَلَهَا .

২৬২১। সালিম ইবনে আবুল জাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোন ঈমানদার মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো, অতঃপর তওবা করলো, ঈমান আনলো (ইসলাম গ্রহণ করলো), সৎকাজ করলো, অতঃপর হেদায়াতমত চললো। তিনি বলেন, আফসোস তার জন্য! কোথায় তার জন্য হেদায়াত? আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন হত্যাকারী তার মাথার সাথে নিহত ব্যক্তির মাথা লটকানো অবস্থায় উপস্থিত হবে। নিহত ব্যক্তি বলবে, হে প্রভু! তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কেন আমাকে হত্যা করেছে? আল্লাহ্র শপথ! অবশ্যি আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের নবীর উপর এই কথা নাযিল করেছেন এবং অতঃপর এমন কিছু নাযিল করেননি যা উক্ত কথাকে রহিত করতে পারে।

٢٦٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ اِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّيْ قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا قَالَ فَانْتَضٰى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ فَاَكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ

فَسَالَ عَنْ اَعْلَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَقَالَ وَيْحَكَ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيْثَةِ الَّتِىْ اَنْتَ فِيْهَا اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيْهَا فَخَرَجَ يُرِيْدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَ فَعَرَضَ لَهُ اَجَلُهُ فِى الطَّرِيْقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ قَالَ اِبْلِيْسُ اَنَا اَوْلٰى بِهِ اِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِىْ سَاعَةً قَطُّ قَالَ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ اِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا قَالَ هَمَّامٌ فَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ فَبَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَاخْتَصَمُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَقَالَ انْظُرُوْا اَىَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ اَقْرَبَ فَاَلْحِقُوْهُ بِاَهْلِهَا قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَنَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيْثَةَ فَاَلْحَقُوْهُ بِاَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ .

২৬২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছি এবং যা আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর যা সংরক্ষণ করেছে তা কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না? এক বান্দা নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। এরপর তার তওবা করার খেয়াল হলে সে জানতে চাইলো যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে একটি লোক সম্পর্কে অবহিত করা হলো। সে তার কাছে এসে বললো, আমি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন সুযোগ আছে? লোকটি বললো, নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করার পর (এখন আবার তওবা)! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে তাকে হত্যা করলো এবং তার দ্বারা এক শতজন পূর্ণ করলো। পুনরায় তার তওবার খেয়াল হলে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলো। তাকে এক লোক সম্পর্কে বলা হলে সে তার নিকট গিয়ে বললো , আমি এক শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন সুযোগ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই লোকটি বললো, তোমার জন্য আফসোস! তোমার এবং তওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তুমি যে নিকৃষ্ট জনপদে আছো সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে উত্তম জনপদে, অমুক অমুক জনপদে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার রবের ইবাদত করো। অতঃপর সে সেই উত্তম জনপদের উদ্দেশে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো। তখন তার ব্যাপারে রহমাতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা বিবাদে লিপ্ত হলো। ইবলীস বললো, আমিই তার

উপযুক্ত হকদার। সে মুহূর্তের জন্যও আমার অবাধ্য হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রহমাতের ফেরেশতা বললেন, সে অনুতপ্ত হয়ে যাত্রা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন মহামহিম আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। উভয় ফেরেশতা তার কাছে মামলা রুজু করলেন। মীমাংসাকারী ফেরেশতা বললেন, তোমরা দেখো, উভয় জনপদের যেটি তার নিকটবর্তী তাকে সেই জনপদের অন্তর্ভুক্ত করো। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) আমাদের নিকট একথাও বর্ণনা করেছেন যে, তার মৃত্যু এসে গেলে সে হামাগুড়ি দিয়ে উত্তম জনপদের নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং নিকৃষ্ট জনপদ থেকে দূরে সরে গেলো। তাই ফেরেশতাগণ তাকে উত্তম জনপদের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

٢٦٢٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبَغْدَادِىُّ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৬২২(১)। আবুল্ আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল আল-বাগদাদী-আফ্ফান-হাম্মাম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدَىْ ثَلاَثٍ

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে-কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে।

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا جَرِيْرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ (اَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ اَبِى الْعَوْجَاءِ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ) عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْ خَبْلٍ (وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ) فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدَىْ ثَلاَثٍ فَاِنْ اَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْ يَّقْتُلَ اَوْ يَعْفُوَ اَوْ يَاْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعَادَ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا .

২৬২৩। আবু শুরায়হ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কেউ নিহত হয় অথবা যাকে আহত করা হয় তার

তিনটি বিকল্প বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার আছে। সে চতুর্থটি গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা তার উভয় হাত ধরে রাখো (তাকে বাধা দাও)। সে হত্যাকারীকে হয় হত্যা করবে অথবা ক্ষমা করবে অথবা দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এই (তিনটি বিকল্পের) কোন একটি গ্রহণ করার পর আরও কিছু (অতিরিক্ত) দাবি করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে স্থায়ী হবে।

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّقْتُلَ وَاِمَّا اَنْ يُّفْدٰى .

২৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কেউ নিহত হয় তার দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার রয়েছে। (হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ) হত্যা করা হবে অথবা ফিদ্‌য়া (দিয়াত) আদায় করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَرَضُوْا بِالدِّيَةِ

যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ওয়ারিসগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে।

٢٦٢٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَعَمِّىْ وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالاَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ اِلَيْهِ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الاَضْبَطِ وَكَانَ اَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ تَقْبَلُوْنَ الدِّيَةَ فَاَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتَلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا شَبَّهْتُ هٰذَا الْقَتِيْلَ فِىْ غُرَّةِ الاِسْلاَمِ اِلاَّ كَغَنَمٍ وَرَدَتْ فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ اٰخِرُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ خَمْسُوْنَ فِىْ سَفَرِنَا وَخَمْسُوْنَ اِذَا رَجَعْنَا فَقَبِلُوا الدِّيَةَ .

২৬২৫। যায়েদ ইবনে দুমায়রা (র) থেকে বর্ণিত। আমার পিতা ও আমার চাচা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন এবং তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ার পর একটি গাছের নিচে বসলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন খিনদিফ গোত্রের নেতা। তিনি (নিহত) মুহাল্লিম ইবনে জাসসামার কিসাসের দাবি উত্থাপন করলেন। অপরদিকে উয়াইনা ইবনে হিসনও দাঁড়িয়ে আমের ইবনে আদবাত আল-আশজাঈর কিসাসের দাবি উত্থাপন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দিয়াত গ্রহণ করো। তারা তা অস্বীকার করলো। তখন লাইছ গোত্রের মুকাইতিল নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র শপথ, ইসলামের বিজয় যুগে এই হত্যার দৃষ্টান্ত হলো সেই মেষ পালের মতো যা পানি পান করতে আসলে তার প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হলো এবং ভয়ে শেষের মেষটি পর্যন্ত পলায়ন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাদের সফরে থাকা অবস্থায় (এখানে) তোমরা পঞ্চাশটি উট পাবে এবং (মদীনায়) প্রত্যাবর্তনের পর পঞ্চাশটি উট পাবে। অতএব তারা দিয়াত গ্রহণ করলো।

٢٦٢٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ اِلٰى اَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَاِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَاِنْ شَاءُوْا اَخَذُوا الدِّيَةَ وَذٰلِكَ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَذٰلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صُوْلِحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ .

২৬২৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি (কাউকে) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। আর দিয়াত হলো তিরিশটি হিক্কা (চার বছরের উট), তিরিশটি জাযাআ (পাঁচ বছরের উট) এবং চল্লিশটি খালিফা (গর্ভধারী উষ্ট্রী)। এটাই হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার দিয়াত। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা (সোলেহ)-ও হতে পারে। আর এটা হলো কঠোর দিয়াত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

কতলে শিবহে আমদ-এর ক্ষেত্রেও কঠোর দিয়াত প্রযোজ্য।

٢٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيْلُ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَاءِ مِائَةٌ مِّنَ الْاِبِلِ اَرْبَعُوْنَ مِنْهَا خَلِفَةً فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا .

২৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভুলবশত হত্যা (কাতলে খাতা) হলো শিবহে আম্‌দ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন চাবুক বা লাঠির আঘাতে মৃত্যু। এতে এক শত উট (দিয়াতস্বরূপ) দিতে হবে। তার মধ্যে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী।[১]

٢٦٢٧(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৬২৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-সুলায়মান ইবনে হারব-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-খালিদ আল-হায্যা-কাসিম ইবনে রাবীআ-উকবা ইবনে আওস-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٦٢٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلٰى دَرَجِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ اَلاَ اِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَاءِ قَتِيْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيْهِ مِائَةٌ مِّنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا اَلاَ اِنَّ كُلَّ مَاْثُرَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ اَلاَ اِنِّىْ قَدْ اَمْضَيْتُهُمَا لِاَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا .

২৬২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন,

---

১. হত্যা তিন প্রকার ঃ (১) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা, যা "কতলে আম্‌দ" নামে পরিচিত। (২) ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা অর্থাৎ কতলে শিবহে আম্‌দ, যেসব অস্ত্র দিয়ে সাধারণত মানুষ হত্যা করা হয় না, এমন কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে নিহত। (৩) কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা), অন্য কিছু শিকার করার ইচ্ছায় আঘাত করা হলে এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মানুষ নিহত হলে এটা কতলে খাতা (অনুবাদক)।

অতঃপর বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি নিজ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। জেনে রাখো, চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা)। এর দিয়াত এক শত উষ্ট্রী, যার চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী। জেনে রাখো, জাহিলী যুগের সকল রীতিনীতি এবং রক্তপাত (হত্যার প্রতিশোধ) আমার এই দুই পায়ের নিচে। তবে বায়তুল্লাহ্র সেবা এবং হাজ্জীদের পানি পান করানোর যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা বহাল থাকবে। জেনে রাখো, এই দুইটি বিষয়কে আমি পূর্ববৎ তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বে বহাল রাখলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

কতলে খাতার দিয়াত।

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا .

২৬২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "বারো হাজার দিরহাম" দিয়াত নির্ধারণ করেছেন।

٢٦٣٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَرْوَزِيُّ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الاِبِلِ ثَلاَثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُوْنَ ابْنَةَ لَبُوْنٍ وَثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِيْ لَبُوْنٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى اَهْلِ الْقُرَى اَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى اَزْمَانِ الاِبِلِ اِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا وَاِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الاَرْبَعِ مِائَةِ دِيْنَارٍ اِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ الاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ

فِى الْبَقَرِ عَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الشَّاءِ عَلٰى اَهْلِ الشَّاءِ اَلْفَىْ شَاةٍ .

২৬৩০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ভুলবশত নিহত হলো তার দিয়াত ৩০টি বিনতে মাখাদ (এক বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি বিনতে লাবূন (দুই বছরের উস্ট্রী), ৩০টি হিক্কা (চার বছরের উষ্ট্রী) এবং দশটি ইবনে লাবূন (দুই বছরের উট)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীদের বেলায় এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করেন চার শত দীনার অথবা তার সমতুল্য রৌপ্য মুদ্রা। তিনি দিয়াতের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন উটের বাজার দর অনুসারে। উটের বাজার দর বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের পরিমাণও বেড়ে যেতো এবং উটের বাজার দর হ্রাস পেলে দিয়াতের পরিমাণও হ্রাস পেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এর মূল্য চার শত দীনার থেকে আট শত দীনার পর্যন্ত অথবা এর সমমূল্যের (রৌপ্য) মুদ্রায় আট হাজার দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্তও দিয়েছিলেন যে, গরুর মালিক গরুর দ্বারা তাদের দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দুই শত গরু এবং বকরীর মালিক বকরী দ্বারা দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দুই হাজার বকরী দিতে হবে।

٢٦٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِىْ مَخَاضٍ ذُكُوْرٌ .

২৬৩১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কতলে খাতার (ভুলবশত হত্যার) দিয়াত বিশটি হিক্কা, বিশটি জাযাআ, বিশটি বিনতে মাখাদ, বিশটি বিনতে লাবূন এবং বিশটি ইবনে মাখাদ।

٢٦٣٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ (وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ) قَالَ بِاَخْذِهِمُ الدِّيَةَ .

২৬৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াত নির্ধারণ করেছেন বার হাজার (দিরহাম)। আল্লাহ্র বাণী ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল" (সূরা তওবা ঃ ৭৪), এই আয়াতের তাৎপর্য তাই অর্থাৎ দিয়াত গ্রহণের দ্বারা (তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَانْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ

দিয়াত আকিলার উপর ধার্য হবে।[২] আকিলা না থাকলে তা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পরিশোধযোগ্য হবে।

٢٦٣٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

২৬৩৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকিলার উপর দিয়াত ধার্য করেছেন।

٢٦٣٤-حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ دُرُسْتَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدٍ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِىِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الشَّامِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ عَنْهُ وَاَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَّ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ .

২৬৩৪। মিকদাম আশ-শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার ওয়ারিস নাই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার দিয়াতও পরিশোধ করবো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিসও হবো। যার কোন ওয়ারিস নাই (তার) মামা তার ওয়ারিস। সে তার পক্ষ থেকে দিয়াতও পরিশোধ করবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসও হবে।

---

২. হত্যাকারীর নিজ গোত্র বা বংশের পুরুষ সদস্যগণকে আকিলা বলে। হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াত হত্যাকারীসহ তার গোত্রীয় বা বংশীয় আত্মীয়গণও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ اَوِ الدِّيَةِ

যে ব্যক্তি নিহতের ওয়ারিসগণকে কিসাস অথবা দিয়াতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণে বাধা দেয়।

٢٦٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِيْ عِمِّيَّةٍ اَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ اَوْ سَوْطٍ اَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ .

২৬৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্ধ বিদ্বেষ অথবা গোত্রীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে পাথর, চাবুক অথবা লাঠির আঘাতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় তার উপর কতলে খাতার দিয়াত ধার্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার উপর কিসাস বাধ্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হবে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাকুলের এবং মানবজাতির অভিসম্পাত। তার নফল অথবা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَا لاَ قَوَدَ فِيْهِ

যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যকর হয় না।

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ حَدَّثَنِيْ نِمْرَانُ بْنُ جَا رِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلٰى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدٰى عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ.فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ .

২৬৩৬। নিমরান ইবনে জারিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাহুতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তা গ্রন্থির বাইরে থেকে কেটে ফেলে। আহত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মামলা রুজু করলো। তিনি তাকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিসাস দাবি করছি। তিনি বলেন ঃ তুমি দিয়াত গ্রহণ করো, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দান করুন। তিনি তার পক্ষে কিসাসের রায় দেননি।

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَوَدَ فِى الْمَأْمُوْمَةِ وَلاَ الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ .

২৬৩৭। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মস্তিষ্কের মূলে (আঘাত) না পৌঁছলে, পেটের অভ্যন্তরে (আঘাত) না পৌঁছলে এবং হাঁড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত না হলে তাতে কিসাস নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ الْجَارِحِ يَفْتَدِىْ بِالْقَوَدِ

জখমকারী কিসাসের পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দিলে।

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِيْ صَدَقَتِه فَضَرَبَهُ اَبُوْ جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَاَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّيْنَ اَتَوْنِيْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا لاَ فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكُفُّوْا فَكَفُّوْا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اِنِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ

بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰ يَقُوْلُ تَفَرَّدَ بِهٰذَا مَعْمَرٌ لاَ اَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ .

২৬৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহম ইবনে হুযায়ফা (রা)-কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করে পাঠান। এক ব্যক্তি তার যাকাতের ব্যাপারে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। আবু জাহম (রা) তাকে আঘাত করলে তার মাথা ফেটে যায়। সেই গোত্রের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিসাস দাবি করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এতো এতো পরিমাণ মাল পাবে। কিন্তু তারা তাতে রাজী হলো না। তিনি বলেন ঃ তোমরা এতো এতো পরিমাণ মাল পাবে। এবার তারা রাযী হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তোমাদের রাযী হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবো? তারা বললো, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ এই লাইস গোত্রের লোকজন আমার নিকট কিসাসের দাবি নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে এতো এতো পরিমাণ মাল প্রদানের প্রস্তাব করে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমরা কি সম্মত হলে? তারা বললো, না। এতে মুহাজিরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিরত হতে নির্দেশ দিলে তারা বিরত হন। তিনি মালের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে তাদেরকে পুনরায় প্রস্তাব দিয়ে বলেন ঃ তোমরা কি সম্মত হলে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আমি কি লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তাদেরকে তোমাদের সম্মত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবো? তারা বললো, হাঁ। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি সম্মত হয়েছো? তারা বললো, হাঁ। ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)-কে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মামার নিঃসঙ্গ। তিনি ছাড়া অপর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ

গর্ভস্থ ভ্রূণের দিয়াত।

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ

اَوْ اَمَةٍ فَقَالَ الَّذِىْ قُضِىَ عَلَيْهِ اَنَعْقِلُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ .

২৬৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থ ভ্রূণের দিয়াত বাবত একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী নির্ধারণ করেন। তিনি যার উপর দিয়াত ধার্য করেন সে বললো, আমরা কি এমন মানুষের দিয়াত দিবো যে না পান করেছে, না চীৎকার করেছে আর না শব্দ করে কেঁদেছে? এর রক্ত (দিয়াত) তো বাতিল, অর্থহীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকটি তো কবি সুলভ কথা বলছে। ভ্রূণের জন্য একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।

٢٦٤٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِىْ اِمْلاَصِ الْمَرْاَةِ يَعْنِىْ سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِىْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ .

২৬৪০। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঘাতের কারণে কোন নারীর গর্ভপাত হলে তার ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকজনের পরামর্শ তলব করলেন। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি এই ক্ষেত্রে একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী দিয়াতস্বরূপ ধার্য করেছেন। উমার (রা) বলেন, তোমার কথার একজন সমর্থক উপস্থিত করো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) তার কথা সমর্থন করলেন।

٢٦٤١-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنِى بْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ يَعْنِىْ فِى الْجَنِيْنِ فَقَامَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَاَتَيْنِ لِىْ فَضَرَبَتْ اِحْدَاهُمَا الاُخْرٰى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَاَنْ تُقْتَلَ بِهَا .

২৬৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকজনের নিকট গর্ভস্থ ভ্রুণের (দিয়াতের) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবনে মালেক ইবনে নাবিগা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আমার দুই স্ত্রীর মাঝখানে ছিলাম। তাদের একজন তাঁবুর কিলক দ্বারা অপরজনকে আঘাত করে তার গর্ভস্থ ভ্রুণসহ তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার এবং গর্ভস্থ ভ্রুণের দিয়াতস্বরূপ একটি ক্রীতদাস প্রদানের নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ الْمِيْرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

দিয়াতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্তাবে।

٢٦٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْاَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى كَتَبَ اِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَاَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .

২৬৪২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলতেন, দিয়াত আকিলার[৩] প্রাপ্য এবং স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বামীর দিয়াত থেকে কিছুই পাবে না। (তার এই রায়ের কথা জানতে পেরে) আদ-দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) তাকে লিখে পাঠান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্য়াম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব দান করেছেন।

٢٦٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِىُّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَحْىَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى لِحَمْلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيْرَاثِهِ مِنِ امْرَاَتِهِ الَّتِىْ قَتَلَتْهَا امْرَاَتُهُ الْاُخْرٰى .

---

৩. হত্যাকারীর দিয়াতের দায় বহনকারী পুরুষ আত্মীয়গণকে "আকিলা" বলে। শব্দটি "দিয়াত" বঝাতেও ব্যবহৃত হয় (অনুবাদক)।

২৬৪৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামল ইবনে মালেক আল-হুযালী আল-লিহ্‌য়ানীকে তার স্ত্রীর দিয়াত থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব দান করেন, যাকে তার অপর স্ত্রী হত্যা করেছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

কাফের-এর দিয়াত।

٢٦٤٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ عَقْلَ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى .

২৬৪৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দেন যে, দুই আহলে কিতাব সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহূদী ও নাসারাদের দিয়াত হবে মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الْقَاتِلِ لاَ يَرِثُ

হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ .

২৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হত্যাকারী (নিহতের) ওয়ারিস হবে না।

---

৪. হানাফী মাযহাবমতে আদম সন্তান হিসাবে মুসলমান ও কাফেরের জীবন ও রক্তের মূল্য (দিয়াত) সমান। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী চার খলীফার যুগে মুসলমান ও কাফেরের দিয়াত একই সমান ছিল। অবশ্য হাম্বলী মাযহাবমতে কাফেরের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক। আশিআতুল লুমআত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যেতে পারে (অনুবাদক)।

٢٦٤٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَاَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَّاَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً فَقَالَ اَيْنَ اَخُو الْمَقْتُوْلِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ .

২৬৪৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে বর্ণিত। মুদলিজ গোত্রীয় আবু কাতাদা নামক এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে হত্যা করে। উমার (রা) তার থেকে এক শত উট আদায় করেন, যার মধ্যে ছিল তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জাযাআ এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। অতঃপর তিনি বললেন, নিহতের ভাই কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হত্যাকারীর জন্য (নিহতের) উত্তরাধিকার স্বত্ব নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ عَقْلِ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَصَبَتِهَا وَمِيْرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

নারীর দিয়াত পরিশোধ করবে তার আসাবাগণ এবং তার মীরাস পাবে তার সন্তানগণ।

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعْقِلَ الْمَرْاَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوْا وَلاَ يَرِثُوْا مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَاِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا .

২৬৪৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কোন নারীর উপর দিয়াত বাধ্যকর হলে তা তার বিদ্যমান (বংশীয়) আত্মীয়গণ পরিশোধ করবে। কিন্তু তারা তার ওয়ারিস হবে না। তবে তার ওয়ারিসদের প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তারা পেতে পারে। কোন নারী নিহত হলে তার দিয়াত পাবে তার ওয়ারিসগণ। তারাই হত্যাকারীকে (কিসাসস্বরূপ) হত্যা করার অধিকারী।

٢٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلٰى

عَاقِلَةَ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُوْلَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِيْرَاثُهَا لَنَا قَالَ لاَ مِيْرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا .

২৬৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী নারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াত প্রদানের দায় তার বংশীয় আত্মীয়গণের উপর আরোপ করেন। তখন নিহত নারীর বংশীয় আত্মীয়রা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার মীরাছ কি আমরা পাবো? তিনি বলেন ঃ না, তার মীরাছ তার স্বামী তার সন্তানের প্রাপ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ الْقِصَاصِ فِى السِّنِّ

দাঁতের কিসাস।

٢٦٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَبُوْ مُوْسٰى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ اَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَعَرَضُوْا عَلَيْهِمُ الْاَرْشَ فَاَبَوْا فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ ابْنُ النَّضْرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِىَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ .

২৬৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার ফুফু রুবায়্যি একটি বালিকার সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। অপরাধীর গোত্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে আহতের গোত্র তা অস্বীকার করে। তারা দিয়াত প্রদানের প্রস্তাব দিলে তাও তারা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে, তিনি কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আনাস ইবনুন নাদর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রুবায়্যির সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান হলো কিসাস। রাবী বলেন, তখন আহত মেয়েটির গোত্র সম্মত হয়ে (কিসাস) ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত।

٢٦٥٠-حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَسْنَانُ سَوَاءٌ اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ .

২৬৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সব দাঁতের মূল্য ও মর্যাদা সমান। সামনের দাঁত ও মাড়ির দাঁত (দিয়াতের ক্ষেত্রে) এক সমান।

٢٦٥١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَضٰى فِى السِّنِّ خَمْسًا مِّنَ الْاِبِلِ .

২৬৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট নির্ধারণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

আঙ্গুলসমূহের দিয়াত।

٢٦٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ .

২৬৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা এবং এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি (দিয়াত) সমান।

٢٦٥٣- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيْهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْاِبِلِ .

২৬৫৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সবগুলো আঙ্গুল (দিয়াত) সমান। প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।

٢٦٥٤- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ .

২৬৫৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব আঙ্গুল (দিয়াত) সমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْمُوْضِحَةِ

হাঁড় উন্মুক্তকারী যখম (মাওদিহা)।

٢٦٥٥- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ .

২৬৫৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁড় উন্মুক্তকারী প্রতিটি যখমের দিয়াত পাঁচটি করে উট।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلاً فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَزَعَ ثَنَايَاهُ

কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলে এবং সে তার হাত টান দেয়ার ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সামনের দাঁত পড়ে গেলে।

٢٦٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلٰى وَسَلَمَةَ بْنَىْ اُمَيَّةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَّنَا فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ اٰخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيْقِ قَالَ فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى اَخِيْهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَاْتِىْ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لاَ عَقْلَ لَهَا قَالَ فَاَبْطَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২৬৫৬। উমায়্যার পুত্রদ্বয় ইয়ালা ও সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূক যুদ্ধে রওয়ানা করলাম। আমাদের সাথে আমাদের এক সাথীও ছিল। পথিমধ্যে সে এবং অপর এক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়। রাবী বলেন, আমাদের লোকটি তার প্রতিপক্ষের হাত কামড়ে ধরলো। সে তার মুখ থেকে নিজের হাত মুক্ত করার জন্য সজোরে টান দিলো। এতে তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে পড়ে গেলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার দাঁতের দিয়াত দাবি করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে ষাঁড়ের মত কামড়ে ধরে, অতঃপর এসে দিয়াত দাবি করে। এর কোন দিয়াত নেই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাঁতের দিয়াতের দাবি নাকচ করে দিলেন।

٢٦٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلاً عَلٰى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَبْطَلَهَا وَقَالَ يَقْضَمُ اَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

২৬৫৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতের বাহু কামড়ে ধরলে, লোকটি তার হাত টান দিলো। এতে তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে পড়ে গেলো। সে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলে তিনি তার দাবি নাকচ করে দেন এবং বলেন ঃ তোমাদের একজন অপরজনকে ষাঁড়ের মত কামড়ায়!

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

কাফের ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

٢٦٥٨- حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ الاَّ اَنْ يُّرْزَقَ اللّٰهُ رَجُلاً فَهْمًا فِى الْقُرْاٰنِ اَوْ مَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فِيْهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

২৬৫৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বললাম, আপনাদের নিকট এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা অন্যদের অজ্ঞাত? তিনি বলেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ! লোকদের নিকট যে জ্ঞান আছে তা ব্যতীত বিশেষ কোন জ্ঞান আমাদের নিকট নাই। তবে আল্লাহ যদি কাউকে কুরআন বুঝবার জ্ঞান দান করেন এবং এই সহীফার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দিয়াত ইত্যাদি প্রসঙ্গে যা আছে (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। এই সহীফার মধ্যে আরো আছে ঃ কোন মুসলমানকে কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না।

٢٦٥٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

২৬৫৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানকে কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না।

٢٦٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ .

২৬৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না এবং চুক্তিভুক্ত কোন যিম্মীকেও তার চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

٢٦٦١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ .

২৬৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

---

৫. হানাফী মাযহাবমতে কোন মুসলমান একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন কাফেরকে হত্যা করলে দণ্ডস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে। হাদীসে উক্ত 'কাফের' অর্থ অমুসলিম শত্রুরাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যাকে আইনের পরিভাষায় "হরবী" (যুদ্ধরত শত্রু) বলা হয়। কোন মুসলমান তাকে হত্যা করলে দণ্ডস্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তবে ইসলামী আদালত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত ভিন্নতর শাস্তি দিতে পারে। যিম্মীকে হত্যা করতে হাদীসেই নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে 'যিম্মী' বলা হয়। শব্দটির অর্থ যাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তায়। অতএব তাদেরকে হত্যা করা মুসলমানদের জন্য জায়েয হতে পারে না। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে তাকে বলে "মুসতামান" (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত)। তাকে যত দিন মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় তত দিন সে-ও অনেকটা যিম্মীর অধিকার ভোগ করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে..." (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)। অত্র আয়াতে মুসলিম ও অমুসলিমের জানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয়নি (অনুবাদক)।

٢٦٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

২৬৬২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতাকে সন্তান হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে কি?

٢٦٦٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ .

২৬৬৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং কেউ তার দেহের কোন অঙ্গ কর্তন করলে আমরা তার দেহের অঙ্গ কর্তন করবো।

٢٦٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

২৬৬৪। আলী (রা) থেকে এবং আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা

---

৬. হাদীসের অর্থ এই যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, তবে ইসলামী আদালতের সুবিবেচনামতে অন্যরূপ শাস্তি দেয়া যাবে (অনুবাদক)।

করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক শত বেত্রাঘাত করেন, এক বছরের নির্বাসন দেন এবং মুসলমানদের (জায়গীর, ভাতা ইত্যাদি) প্রাপ্য অংশের মধ্য থেকে তার অংশ বিলোপ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قُتِلَ

হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করবে, তাকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে।

٢٦٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا رَضَخَ رَاْسَ امْرَاَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا فَرَضَخَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

২৬৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী দু'টি পাথরের মাঝখানে এক মহিলার মাথা রেখে তা পিষ্ট করে তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি পাথরের মাঝখানে অপরাধীর মাথা রেখে তা পিষ্ট করে তাকে হত্যা করান।

٢٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا قَتَلَ جَارِيَةً عَلى اَوْضَاحٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لاَ ثُمَّ سَاَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لاَ ثُمَّ سَاَلَهَا فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

২৬৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী একটি বালিকাকে তার অলঙ্কারপত্রের লোভে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু বালিকাকে (একজনের নামোল্লেখ করে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে কি অমুকে আঘাত করেছে? সে তার মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি আবার (অন্য একজনের নামোল্লেখ করে) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তার মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি তাকে (ইহূদীর নামোল্লেখ করে) আবার জিজ্ঞেস করলে সে মাথার ইশারায় বললো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ইহূদীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করে হত্যা করান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ لاَ قَوَدَ الاَّ بِالسَّيْفِ

তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

٢٦٦٧- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ عَازِبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ قَوَدَ الاَّ بِالسَّيْفِ .

২৬৬৭। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

٢٦٦٨- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَوَدَ الاَّ بِالسَّيْفِ

২৬৬৮। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ لاَ يُجْنٰى اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ

একজনের অপরাধে অপরজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।

٢٦٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الاَ لاَ يَجْنِىْ جَانٍ الاَّ عَلٰى نَفْسِهِ لاَ يَجْنِىْ وَالِدٌ عَلٰى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ .

২৬৬৯। আমর ইবনুল আহ্ওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন বলতে শুনেছি ঃ সাবধান! অপরাধী

তার অপরাধের দ্বারা নিজেকেই দায়বদ্ধ করে। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।

٢٦٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ ثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ اَلاَ لاَ تَجْنِىْ اُمٌّ عَلٰى وَلَدٍ اَلاَ لاَ تَجْنِىْ اُمٌّ عَلٰى وَلَدٍ

২৬৭০। তারিক আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হস্তদ্বয় এতো উপরে তুলে বলতে শুনেছি যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে ঃ সাবধান! সন্তানের অপরাধে মাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। সাবধান! সন্তানের অপরাধে মাকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

٢٦٧١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اَبِى الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيْ اِبْنِيْ فَقَالَ لاَ تَجْنِىْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجْنِىْ عَلَيْكَ .

২৬৭১। খাশখাশ আল-আনবারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার অপরাধের প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া যাবে না এবং তার অপরাধের প্রতিশোধ তোমার থেকে নেয়া যাবে না।

٢٦٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجْنِىْ نَفْسٌ عَلٰى اُخْرٰى .

২৬৭২। উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজনের অপরাধের জন্য অপরজনকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ الْجُبَارِ

যেসব অপরাধের প্রতিবিধান নেই।

٢٦٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ .

২৬৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং কূপে পড়াতে দণ্ড নেই।

٢٦٧٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ .

২৬৭৪। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই এবং খনিতে দণ্ড নেই।

٢٦٧٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ يَحْىَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ . وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيْمَةُ مِنَ الْاَنْعَامِ وَغَيْرِهَا وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدْرُ الَّذِىْ لاَ يُغْرَمُ .

২৬৭৫। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন যে, খনিতে দণ্ড নেই, কূপে পতিত হওয়ায় দণ্ড নেই, পশুর আঘাতে দণ্ড নেই। পশু বলতে গৃহপালিত গবাদি পশু ইত্যাদি বুঝায়। ‘ দণ্ড নেই’ অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না।

٢٦٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ .

২৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুনে পতিত হওয়ায় দণ্ড নেই এবং কূপে পতিত হওয়ায়ও দণ্ড নেই।[৭]

---

৭. 'আজমা' (العجماء) বলতে মানুষ ব্যতীত যে কোন প্রাণীকে বুঝায়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে গবাদি পশুকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয় এবং যা কোন ব্যক্তিকে আহত করে বা শিং দ্বারা গুঁতা মারে তাকে "আজমা" বলে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, একদল আলেম বলেছেন ঃ যে পশু মালিকের হাত থেকে ছুটে গিয়ে পলায়ন করে এবং দৌড়ে যাওয়ার সময় কাউকে আহত করে সেই পশুকেই 'আজমা' বলে। পশুর এরূপ অপরাধের জন্য মালিক দায়ী নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে, পশুটি যদি হিংস্র স্বভাবের হয় এবং মালিক প্রয়োজনীয় সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে থাকে তবে পশুর অপরাধের জন্য মালিক দায়ী হবে। তবে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও ঘটনাক্রমে পশুর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য মালিক দায়ী নয়।

'জুবার' শব্দের অর্থ 'বৃথা', 'মূল্যহীন'। হাদীসে শব্দটি "দণ্ড নেই" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম নববী (র) বলেন, পশুর সাথে তার মালিক বা তার প্রতিনিধি বা ভাড়ায় গ্রহণকারী বা অপহরণকারী (গাসিব) থাকে এবং এই অবস্থায় তা মানুষের মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধন করলে মালিক ও তার গোষ্ঠীভুক্তরা আকিলা (দিয়াত) দিতে বাধ্য। আর ছোটখাটো ক্ষতি হলে বা মালের ক্ষতি করলে মালিক তার ক্ষতিপূরণ করবে।

যেসব এলাকায় দিনের বেলা পশু ছেড়ে দেয়ার প্রচলন আছে সেখানে দিনের বেলা ফসল পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ফসলের মালিকের। সুতরাং রাখাল বা মালিক সাথে না থাকা অবস্থায় দিনের বেলা পশু অপরের ফসলের ক্ষতিসাধন করলে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নাই। আবার রাতের বেলা পশু বেঁধে রাখার দায়িত্ব পশুর মালিকের। অতএব পশু রাতে ফসলের ক্ষতিসাধন করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের এই মত)। হানাফী মাযহাবমতে মালিক বা তার প্রতিনিধি সাথে না থাকা অবস্থায় পশু দিনে বা রাতে ফসলের ক্ষতি করলে তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

"খনিতে দণ্ড নেই বা কূপে দণ্ড নেই" অর্থাৎ কেউ নিজ সম্পত্তিতে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য গর্ত খনন করলে বা কূপ খনন করলে এবং তাতে পতিত হয়ে মানুষ মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেজন্য মালিক দায়ী হবে না। তদ্রূপ একই উদ্দেশ্যে গর্ত বা কূপ খনন করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেজন্য মালিক দায়ী হবে না। তবে কেউ মানুষের যাতায়াতের পথিপার্শ্বে অথবা অপরের ভূমিতে মালিকের বিনা অনুমতিতে কূপ খনন করলে এবং তাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে খননকারী অবশ্যই সেজন্য দায়ী হবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْقَسَامَةِ

কাসামা (গণ-শপথ)।[৮]

٢٦٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ لَيْلَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَاُلْقِيَ فِيْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ فَاَتٰى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِيْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

---

৮. কোন মহল্লায় বা পাড়ায় কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারী অজ্ঞাত থাকলে সংশ্লিষ্ট মহল্লা বা পাড়ার বাছাই করা পঞ্চাশজন লোককে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলতে হয় যে, তারা উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেনি এবং তাঁর হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত নয়, তাদের এরূপ শপথকে আইনের পরিভাষায় "কাসামা" বলে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান করার পরও হত্যাকারীকে শনাক্ত করা না গেলেই কাসামা পদ্ধতি অনুসৃত হবে (অনুবাদক)।

২৬৭৭। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে তার কওমের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়্যাসা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে খায়বার এলাকায় গেলেন। অতঃপর মুহাইয়্যাসার নিকট লোক মারফত খবর পৌঁছলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহলকে হত্যা করে তার লাশ খায়বারের একটি গর্তে অথবা একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মুহাইয়্যাসা (রা) ইহূদীদের নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর তিনি তার গোত্রে ফিরে এসে তাদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি ও তার বড় ভাই হুয়াইয়্যাসা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। খায়বারের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মুহাইয়্যাসা (রা) কথা বলতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ জ্যেষ্ঠকে, জ্যেষ্ঠকে অগ্রাধিকার দাও। তিনি বয়সে বড় বুঝাতে চাচ্ছিলেন। হুওয়াইয়্যাসা কথা বললেন, তারপর মুহাইয়্যাসা কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইহূদীরা হয় তোমাদের সঙ্গীর দিয়াত প্রদান করবে অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সম্পর্কে পত্র লিখলে ইহূদীরা প্রতিউত্তরে লিখে পাঠায়, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুওয়াইয়্যাসা, মুহাইয়্যাসা ও আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন ঃ তোমরা কি শপথ করে তোমাদের সঙ্গীর খুনের বদলা দাবি করতে পারো? তারা বললো, (আমরা শপথ করবো) না। তিনি বলেনঃ তাহলে ইহূদীরা তোমাদের (দাবি থেকে মুক্ত হওয়ার) জন্য শপথ করবে। তারা বলেন, তারা তো মুসলমান নয় (মিথ্যা শপথ করবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের (রাষ্ট্রের) পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এক শত উষ্ট্রী পাঠান এবং সেগুলি তাদের বসতিতে পৌঁছে গেলো। সাহল (রা) বলেন, সেগুলির মধ্যকার একটি লাল উষ্ট্রী আমাকে লাথি মেরেছিল।

٢٦٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَىْ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَىْ سَهْلٍ خَرَجُوْا يَمْتَارُوْنَ بِخَيْبَرَ فَعُدِىَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُتِلَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تُقْسِمُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا تَقْتُلُنَا قَالَ فَوَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ .

২৬৭৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মাসউদের দুই পত্র হুয়াইয়্যাসা ও মুহাইয়্যাসা এবং সাহলের দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান কাজের সন্ধানে খায়বারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ শত্রুতার শিকার হয়ে নিহত হলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি শপথ করে দিয়াতের অধিকারী হবে? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না, আমরা কিভাবে শপথ করবো? তিনি বলেন ঃ তাহলে ইহূদীরা (শপথ করে) তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তারা তো আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

মালিকের দ্বারা গোলামের অঙ্গহানি হলে সে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

٢٦٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ خَصٰى غُلاَمًا لَهُ فَاَعْتَقَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِالْمُثْلَةِ .

২৬৭৯। সালামা ইবনে রাওহ্ ইবনে যিনবা (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার এক গোলামকে নিবীর্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অঙ্গহানির কারণে দাসত্বমুক্ত করে দিলেন।

٢٦٨٠- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجّٰى السَّمَرْقَنْدِىُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ الصَّيْرَفِىُّ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ صَارِخًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لَكَ قَالَ سَيِّدِىْ رَاٰنِىْ اُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيْرِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبْ فَاَنْتَ حُرٌّ قَالَ عَلٰى مَنْ نُصْرَتِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْلُ اَرَاَيْتَ اِنِ اسْتَرَقَّنِىْ مَوْلاَىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ اَوْ مُسْلِمٍ .

২৬৮০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি চীৎকার করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমার মনিব আমাকে তার এক দাসীকে চুমা দিতে দেখে আমার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে এসো। কিন্তু তাকে অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যাও, তুমি স্বাধীন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আমাকে সাহায্য করবে? রাবী বলেন, সে বলছিল, আপকি মনে করেন, আমার মনিব যদি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার গোলাম বানায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ اَعفِ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ

মানুষের মধ্যে ঈমানদার হত্যাকারীগণই উত্তম।

٢٦٨١-حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ .

২৬৮১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হত্যাকারীদের মধ্যে ঈমানদার হত্যাকারীগণ অপেক্ষাকৃত উত্তম।

٢٦٨٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ .

২৬৮২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরপরাধ হত্যাকারী হলো ঈমানদারগণ।[৯]

---

৯. ঈমানদার ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে পারে না। সে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনী হত্যা করতে পারে অথবা আইনত যাকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে কেবল তাকেই হত্যা করে। এই হত্যাকারীদেরই শ্রেষ্ঠ বা নিরপরাধ হত্যাকারী বলা হয়েছে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

মুসলমানদের জীবনের মূল্য একসমান।

٢٦٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلٰى اَقْصَاهُمْ .

২৬৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানদের জীবনের মূল্য একসমান। তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ)। তাদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে। তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিও গনীমাতে শরীক হবে (সেনানায়ক যদি তাকে অন্যত্র কোন প্রয়োজনে পাঠিয়ে থাকে)।

٢٦٨٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ اَبِي الْجَنُوْبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمُوْنَ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ .

২৬৮৪। মাকেল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমানগণ অন্যদের (বিজাতীয় শত্রুর) বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ। তাদের জীবনের মূল্য একসমান।

٢٦٨٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَيُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَقْصَاهُمْ .

২৬৮৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল

মুসলমান তাদের বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে এক হাতস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ। তাদের সকলের জান ও মাল সমান মর্যাদাসম্পন্ন। মুসলিম সমাজের একজন সাধারণ লোকও (তাদের পক্ষ থেকে) অন্যকে আশ্রয় দিতে পারে। মুসলমানদের দূরবর্তী ব্যক্তিও তাদের গনীমাতে শরীক হবে।[১০]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً

কেউ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করলে।

٢٦٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا .

২৬৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ অবশ্যই চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

٢٦٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَانَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَرِيْحُهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا .

২৬৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা লাভকারী কোন যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ত থেকেও অবশ্যই তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।

---

১০. সেনাপ্রধান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে অন্যত্র কোন ক্ষুদ্র অভিযানে প্রেরণ করলে এবং তারা মূল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও অর্জিত গানীমাতের অংশ পাবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ مَنْ اٰمَنَ رَجُلاً عَلٰى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

কোন ব্যক্তি কারো জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাকে হত্যা করলে।

٢٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِىِّ قَالَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِىِّ لَمَشَيْتُ فِيْمَا بَيْنَ رَاْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰمَنَ رَجُلاً عَلٰى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৬৮৮। রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ আল-কিতবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল হামিক আল-খুযাঈ (রা)-র নিকট আমি যে বাক্যটি শুনেছি তা না থাকলে আমি মুখতারের মাথা ও দেহের মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলা করতাম (তাকে হত্যা করতাম)। আমি তাকে বলতে শুনিছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের জানের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করলো সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা বয়ে বেড়াবে।

٢٦٨٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُوْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ عُكَّاشَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِىْ قَصْرِهِ فَقَالَ قَامَ جِبْرَائِيْلُ مِنْ عِنْدِى السَّاعَةَ فَمَا مَنَعَنِىْ مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ اِلاَّ حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلٰى دَمِهِ فَلاَ تَقْتُلْهُ فَذَاكَ الَّذِىْ مَنَعَنِىْ مِنْهُ .

২৬৮৯। রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুখতারের প্রাসাদে প্রবেশ করে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে বললো, এই মুহূর্তে জিবরাঈল (আ) আমার নিকট থেকে উঠে চলে গেলেন। তখন তার গর্দানে সজোরে আঘাত হানা থেকে একটি হাদীসই আমাকে বিরত রেখেছে। আমি সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমার থেকে কেউ তার জীবনের নিরাপত্তা লাভ করলে তুমি তাকে হত্যা করো না"। এ হাদীসই তাকে হত্যা করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন।

٢٦٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَدَفَعَهُ اِلٰى وَلِىِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُّ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْوَلِىِّ اَمَا اِنَّهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّىَ ذَا النِّسْعَةِ .

২৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি হত্যার অপরাধ করলো। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে তিনি তাকে (হন্তাকে) নিহতের অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করলেন। হত্যাকারী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের অভিভাবককে বললেন ঃ সে সত্যবাদী হয়ে থাকলে এবং তারপরও তুমি তাকে হত্যা করলে তুমি জাহান্নামে যাবে। রাবী বলেন, তারা তাকে তার পথে ছেড়ে দিলো। সে একটি রশি দ্বারা পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা ছিল। সে তার রশি মাটির সাথে টানতে টানতে বেরিয়ে চলে গেলো। সেই থেকে তার নাম হলো 'রশিধারী'।

٢٦٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ اَبِى السَّرِىِّ الْعَسْقَلاَنِىُّ قَالُوْا ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اعْفُ فَاَبٰى فَقَالَ خُذْ اَرْشَكَ فَاَبٰى قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَاِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ فَلَحِقَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ اُقْتُلْهُ فَاِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ قَالَ فَرُؤِىَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا اِلٰى اَهْلِهِ قَالَ كَاَنَّهُ قَدْ كَانَ اَوْثَقَهُ قَالَ اَبُوْ

عُمَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ لِاَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَّقُوْلَ اُقْتُلْهُ فَاِنَّكَ مِثْلُهُ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْثُ الرَّمْلِيِّيْنَ لَيْسَ اِلاَّ عِنْدَهُمْ .

২৬৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার অভিভাবকের হত্যাকারীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি ক্ষমা করে দাও। সে অস্বীকার করলো। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি দিয়াত গ্রহণ করো। সে তাও অস্বীকার করলো। তিনি বলেন ঃ তাহলে যাও, তাকে হত্যা করো। কেননা তুমি তার মতই হবে। রাবী বলেন, তার নিকট গিয়ে তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যি বলেছেন ঃ তাকে হত্যা করো, তুমিও তার মতই হবে। অতঃপর সে তাকে তার পথে ছেড়ে দিলো। রাবী বলেন, তাকে তার রশি টানতে টানতে তার পরিবারের দিকে চলে যেতে দেখা গেলো। সম্ভবত নিহতের দাবিদারগণ তাকে রশি দিয়ে বেঁধেছিল। রাবী আবু উমাইর (র) তার হাদীসে বলেন, ইবনে শাওযাব (র) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কারো পক্ষে এরূপ বলা জায়েয নয় যে, "তাকে হত্যা করো, তুমিও তার মতই হবে"। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা হলো রামলাবাসীদের বর্ণিত হাদীস, যা তাদের ছাড়া আর কারো কাছে নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ الْعَفْوِ فِى الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করা।

٢٦٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ (قَالَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) قَالَ مَا رُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَئٌ فِيْهِ الْقِصَاصُ اِلاَّ اَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ .

২৬৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিসাস সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা উত্থাপিত হলেই তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার আহ্বান জানাতেন (বাদীর প্রতি)।

٢٦٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي .

২৬৯৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যার দেহের কোন স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হলো, অতঃপর সে তা সদাকা করে দিলো (অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলো)? আল্লাহ এর বিনিময়ে তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করবেন। এ কথা আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা হেফাজত করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

গর্ভবতী নারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে।

٢٦٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتّٰى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتّٰى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتّٰى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتّٰى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا .

২৬৯৪। মুআয ইবনে জাবাল, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাদা ইবনুস সামিত ও শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন নারী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধ করলে বা যেনা করলে এবং গর্ভবতী হয়ে থাকলে, সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং তার বাচ্চার লালন-পালন (দুধপানের মেয়াদ) শেষ না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা বা রজম করা যাবে না।

মুসলমানদের কিভাবে ওসিয়াতের নির্দেশ দিলেন? তিনি বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে ওসিয়াত করেছেন। হুযাইল ইবনে শুরাহ্‌বীল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াতকৃত ব্যক্তির (ওসী) উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আবু বাক্‌র (রা)-র ছিলো না। আবু বাক্‌র (রা)-র অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পেলে অনুগত উটের ন্যায় নাকে তার লাগাম পরে নিতেন।

٢٦٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ .

২৬৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার ওসিয়াত এই ছিল যে, "নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে"।

٢٦٩٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ النَّبِىِّ ﷺ الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ .

২৬৯৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিল ঃ "নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদাচার করবে"।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

ওসিয়াত করতে উৎসাহিত করা।

٢٦٩٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَىْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

২৬৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াত করার মত জিনিস থাকলে তার

অধ্যায় ঃ ২২

كِتَابُ الْوَصَايَا

(ওসিয়াত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ هَلْ اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়াত করেছিলেন?

٢٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ (قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ) عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا وَّلاَ شَاةً وَّلاَ بَعِيْرًا وَّلاَ اَوْصٰى بِشَىْءٍ .

২৬৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনার-দিরহাম (নগদ অর্থ) বা উট-ছাগল কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছুর ওসিয়াতও করেননি।

٢٦٩٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَكَيْفَ اَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ اَبُوْ بَكْرٍ كَانَ يَتَاَمَّرُ عَلٰى وَصِىِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَّ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ اَنْفَهُ بِخِزَامٍ .

২৬৯৬। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি

ওসিয়াতনামা তার নিকট লিপিবদ্ধ আকারে না রেখে দু'টি রাতও অতিবাহিত করা তার জন্য বৈধ নয়।

٢٧٠٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا يَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ

২৭০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে ওসিয়াত করা থেকে বঞ্চিত থাকে।

٢٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ

২৭০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওসিয়াত করে মারা গেলো সে সঠিক পথে ও সুন্নাতের উপরই মারা গেলো, তাকওয়া ও শহীদী দরজা পেয়ে মারা গেলো এবং গুনাহ মাফ পেয়ে মারা গেলো।

٢٧٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِىْ بِهِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

২৭০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াতযোগ্য জিনিস থাকা সত্ত্বেও তার ওয়াসিয়াতনামা তার কাছে লিখিত আকারে না রেখে দু'টি রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْحَيْفِ فِى الْوَصِيَّةِ

ওসিয়াতের মধ্যে জুলুম করা ।

٢٧٠٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَرَّ مِنْ مِيْرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৭০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে মীরাস দেয়া থেকে পশ্চাদপসরণ করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন।

٢٧٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَشْعَثَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصٰى حَافَ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ (تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهِ عَذَابٌ مُهِيْنٌ) .

২৭০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি একাধারে সত্তর বছর যাবত উত্তম কাজ করলো, অতঃপর ওসিয়াতের মাধ্যমে যুলুম করলো, ফলে খারাপ কাজের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি হলো, সে জাহান্নামে যাবে। আবার কোন লোক একাধারে সত্তর বছর ধরে খারাপ কাজ করলো, অতঃপর ওসিয়াতের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত কাজ করলো, ফলে ভালো কাজের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি হলো, সে জান্নাতে যাবে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) পড়তে পারো (অনুবাদ) ঃ "এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা এক মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" (সূরা নিসা ঃ ১৩-১৪)।

٢٧٠٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِىْ حَلْبَسٍ عَنْ خَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ خَلِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَاَوْصٰى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِىْ حَيَاتِهِ .

২৭০৫। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ তার অন্তিমকালে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ওসিয়াত করলে, সে তার জীবনে যে যাকাত দেয়নি এটা তার কাফ্ফারাস্বরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِمْسَاكِ فِى الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيْرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ।

٢٧٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَبِّئْنِىْ مَا حَقُّ النَّاسِ مِنِّىْ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَاَبِيْكَ لَتُنَبَّاَنَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ قَالَ نَبِّئْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ مَالِىْ كَيْفَ اَتَصَدَّقُ فِيْهِ قَالَ نَعَمْ وَاللّٰهِ لَتُنَبَّاَنَّ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَاْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ نَفْسَكَ هٰهُنَا قُلْتَ مَالِىْ لِفُلاَنٍ وَمَالِىْ لِفُلاَنٍ وَهُوَ لَهُمْ وَاِنْ كَرِهْتَ .

২৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, লোকের মধ্যে কে আমার উত্তম সাহচর্যের অধিক দাবিদার। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমার পিতার শপথ! তোমাকে অবশ্যই অবহিত করা হবে, তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তারপর তোমার পিতা। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, আমার মাল থেকে আমি কিভাবে দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্র শপথ! তোমাকে অবশ্যই বলা হবে। তুমি সুস্থ অবস্থায়, সম্পদের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকতে, উত্তমরূপে জীবন যাপনের আশা রেখে এবং দারিদ্র্যের আশঙ্কা জাগ্রত রেখে দান-খয়রাত করো, কিন্তু বিলম্ব করো না। শেষে যখন তোমার জান এখানে (কণ্ঠনালীতে) এসে পৌছবে তখন তুমি বলবে, আমার এই মাল অমুকের জন্য, আমার এই মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন তা তাদের (ওয়ারিসদের) জন্য হয়েই গেছে, যদিও তুমি তা অপছন্দ করো।

٢٧٠٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ اِصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنّٰى تُعْجِزُنِى ابْنَ اٰدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هٰذِهِ فَاِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ اِلٰى هٰذِهِ (وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهِ) قُلْتَ اَتَصَدَّقُ وَاَنّٰى اَوَانُ الصَّدَقَةِ .

২৭০৭। বুস্‌র ইবনে জাহ্‌হাশ আল-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলে তার উপর তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল রেখে বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান আমাকে কিভাবে অক্ষম করবে, অথচ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি এর অনুরূপ জিনিস থেকে। অতঃপর তোমার জান যখন এ পর্যন্ত পৌঁছবে, তিনি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন, তখন তুমি বলবে, আমি দান করবো। অথচ তখন দান-খয়রাত করার সুযোগ কোথায়?

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা।

٢٧٠٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ وَسَهْلٌ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتّٰى اَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ .

২৭০৮। আমের ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাদ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, এমনকি আমি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রচুর মাল আছে। একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আমার আর কোন

ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ করতে পারো, তবে এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে, সেটা তাদেরকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোর মত নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অধিক উত্তম।

٢٧٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِيْ اَعْمَالِكُمْ .

২৭০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের মাল থেকে আল্লাহ তাআলা এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করার অধিকার প্রদান করে তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

٢٧١٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيْبًا مِنْ مَالِكَ حِيْنَ اَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لاُطَهِّرَكَ بِهِ وَاُزَكِّيَكَ وَصَلاَةُ عِبَادِيْ عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ اَجَلِكَ .

২৭১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম-সন্তান! দু'টি জিনিস তোমার পাওনা ছিলো না। তার একটি এই যে, তোমার মৃত্যুর সময় তোমার মাল থেকে একটি অংশ (দান-খয়রাতের জন্য) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যাতে তুমি (গুনাহ থেকে) পাকসাফ হতে পারো। আর অপরটি হলো, তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য আমার বান্দাদের দোয়া।

٢٧١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّ النَّاسَ غَضُّوْا مِنَ الثُّلُثِ اِلَى الرُّبُعِ لاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيْرٌ (اَوْ كَثِيْرٌ) .

২৭১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, লোকেরা (তাদের ওসিয়াতের পরিমাণ) এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশে কমিয়ে আনুক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক-তৃতীয়াংশও বেশি বা পর্যাপ্ত হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।

٢٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَاِنَّ رَاحِتَلَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَاِنَّ لُغَابَهَا لَيَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَىَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ فَلاَ يَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ (اَوْ قَالَ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ) .

২৭১২। আমর ইবনে খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। জন্তুটি তখন জাবর কাটছিল এবং এর মুখের লালা আমার উভয় কাঁধের মাঝখান দিয়ে পড়ছিল। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা (মৃতের) পরিত্যক্ত মালে প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান যার অধীন সন্তানের মালিকানা তার, যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয় অথবা নিজের মনিবকে ত্যাগ করে অপরকে মনিব বলে পরিচয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার নফল বা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।

٢٧١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىُّ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهٖ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

২৭১৩। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।

٢٧١٤-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِّىْ لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْلُ عَلَىَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ اَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .

২৭১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর নিচে ছিলাম এবং এর মুখের লালা আমার গায়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সাবধান! ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ওসিয়াত পূরণের আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

٢٧١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنْتُمْ تَقْرَؤُنَهَا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ) وَاِنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ لَيَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلاَّتِ .

২৭১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছেন। তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকো (অনুবাদ) ঃ "যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর" (সূরা নিসা ঃ ১২)। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

কেউ ওসিয়াত না করে মারা গেলে, তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা যাবে কি?

٢٧١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبِيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

২৭১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমার পিতা ধন-সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তা কি তার কাফফারা হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

٢٧١٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاِنِّيْ اَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ فَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ اَجْرٌ فَقَالَ نَعَمْ

২৭১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তিনি ওসিয়াত করে যেতে পারেননি। তার সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই দান-খয়রাত করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি, তবে তিনি ও আমি কি সওয়াবের অধিকারী হবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

আল্লাহ্র বাণী ঃ যে বিত্তহীন, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে।

٢٧١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَ اَجِدُ

شَيْئًا وَلَيْسَ لِىْ مَالٌ وَلِىَ يَتِيْمٌ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلاَ تَقِى مَالَكَ بِمَالِهِ .

২৭১৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারছি না এবং আমার ধন-সম্পদও নেই। তবে আমার অধীন এক সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে ভোগ করো অপচয় না করে এবং নিজের জন্য সঞ্চয় না করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন ঃ তার মালকে তোমার মাল খরচ না করার উপায় বানিও না।

করলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ ফায়সালাই দিবো। কন্যা পাবে অর্ধাংশ এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এভাবে উভয়ের অংশ মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে বোন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ

দাদার ওয়ারিসী স্বত্ব।

٢٧٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِفَرِيْضَةٍ فِيْهَا جَدٌّ فَاَعْطَاهُ ثُلُثًا اَوْ سُدُسًا .

২৭২২। মাকিল ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি যে, একটি ফারায়েযের বিষয় উত্থাপিত হলো, যাতে দাদাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন।

٢٧٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَدٍّ كَانَ فِيْنَا بِالسُّدُسِ .

২৭২৩। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যকার দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

দাদী-নানীর ওয়ারিসী স্বত্ব।

٢٧٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ

سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنِ ابْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ مَا لَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ شَىْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِىْ حَتّٰى اَسْاَلَ النَّاسَ فَسَاَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى مِنْ قِبَلِ الْاَبِ اِلٰى عُمَرَ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِىْ قُضِىَ بِهِ اِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلٰكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২৭২৪। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী বা নানী আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট এসে তার ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। আবু বাক্‌র (রা) তাকে বলেন, তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে কিছু নির্ধারিত নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও তোমার জন্য কিছু নির্ধারিত আছে বলে আমি জানি না। তুমি ফিরে যাও, আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। অতঃপর তিনি লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবু বাক্‌র (রা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি ছাড়া তোমার সাথে আরো কেউ উপস্থিত ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আল-আনসারী (রা) দাঁড়ালেন এবং মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র অনুরূপ একই কথা বললেন। আবু বাক্‌র (রা) তার জন্য এ হুকুম জারী করে দিলেন। এরপর উমার (রা)-এর নিকট এক দাদী বা নানী এসে তার ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন স্বত্ব নির্ধারিত নেই এবং ইতিপূর্বেকার যে ফয়সালা, তা ছিল তুমি ছাড়া ভিন্নজনের ব্যাপারে। আমি ফারায়েযে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে প্রস্তুত নই, বরং সেই এক-ষষ্ঠাংশই নির্ধারিত থাকবে। যদি দাদী-নানী দু'জনই একত্র হয় তবে ঐ এক-ষষ্ঠাংশ স্বত্ব তোমাদের দু'জনের মধ্যে সমানভাগে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে তবে সে একাই এই স্বত্ব পাবে।

يَوْمَ أُحُدٍ وَاِنَّ عَمَّتُهُمَا اَخَذَ جَمِيْعَ مَا تَرَكَ اَبُوْهُمَا وَاِنَّ الْمَرْاَةَ لاَ تُنْكَحُ الاَّ عَلٰى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ وَاَعْطِ امْرَاَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ اَنْتَ مَا بَقِيَ .

২৭২০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর স্ত্রী সাদের দুই কন্যাসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা দু'জন সাদ (রা)-র কন্যা, যিনি আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত মাল এদের চাচা দখল করে নিয়েছে। মেয়েদের সম্পদ না থাকলে তাদের বিবাহ দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন। শেষে উত্তরাধিকার স্বত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনুর রাবীর ভাইকে ডেকে এনে বলেন ঃ সাদের কন্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও অবশিষ্ট যা থাকে তা তুমি নাও।

٢٧٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنِ الْهُزَيْلِ ابْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الٰى اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَاَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاُخْتِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنَا فَاَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَاَلَهُ وَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ ضَلَلْتُ اِذاً وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنِّيْ سَاَقْضِيْ بِمَا قَضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاُخْتِ .

২৭২১। হুযাইল ইবনে শুরাহ্বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মূসা আশআরী ও সালমান ইবনে রাবীআ আল-বাহিলী (রা)-এর কাছে এসে এক কন্যা, এক পৌত্রী ও এক সহোদর বোনের ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তারা বলেন, কন্যা পাবে অর্ধেক এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে বোন। তুমি ইবনে মাসউদের নিকট যাও। তিনিও হয়তো আমাদের সাথে একমত হবেন। অতঃপর লোকটি ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো এবং তারা যা বলেছিলেন তাও তাকে অবহিত

অধ্যায় ঃ ২৩

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْحَثِّ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

ফারায়েয শিখতে উৎসাহিত করা।

٢٧١٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْعِطَافِ ثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَاِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسٰى وَهُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ اُمَّتِىْ .

২৭১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! ফারায়েয শিক্ষা করো এবং (অন্যদের) তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক। আর এটা ভুলিয়ে দেয়া হবে এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মাত থেকে (শেষ যুগে) ছিনিয়ে নেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

ঔরসজাত সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব।

٢٧٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَىْ سَعْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ

٢٧٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا .

২৭২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْكَلاَلَةِ

কালালা (পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)।

٢٧٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيْبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَدَعُ بَعْدِىْ شَيْئًا هُوَ اَهَمُّ اِلَىَّ مِنْ اَمْرِ الْكَلاَلَةِ وَقَدْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اَغْلَظَ لِىْ فِىْ شَىْءٍ مَا اَغْلَظَ لِىْ فِيْهَا حَتّٰى طَعَنَ بِاِصْبَعِهِ فِىْ جَنْبِىْ اَوْ فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ الَّتِىْ نَزَلَتْ فِىْ اٰخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ .

২৭২৬। মাদান ইবনে আবু তাল্‌হা আল-ইয়ামুরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর দিন তাদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার পরে কালালার চেয়ে গুরুতর কোন বিষয় রেখে যাচ্ছি না। বিষয়টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে এতো কঠোর জবাব দেন যে, অন্য কোন বিষয়ে ততো কঠোর জবাব আমাকে দেননি। এমনকি তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে আমার উভয় পার্শ্বদেশে অথবা আমার বুকে খোঁচা মারেন, অতঃপর বললেন ঃ হে উমার! তোমার জন্য গ্রীষ্মকালে নাযিলকৃত সূরা নিসার শেষ ভাগের আয়াতটিই (৪ ঃ ১৭৬) যথেষ্ট।

٢٧٢٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثٌ لاَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا الْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا وَالْخِلاَفَةُ .

২৭২৭। মুররা ইবনে শুরাহ্বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, তিনটি বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলে তা আমার জন্য দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে প্রিয়তর হতো। তা হলো ঃ কালালা, সূদ এবং খিলাফত।

٢٧٢٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ وَقَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ كَيْفَ اَقْضِىْ فِىْ مَالِىْ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فِىْ اٰخِرِ النِّسَاءِ (وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً) اْلاٰيَةَ (وَيَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ الاٰيَةَ .

২৭২৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে সাথে নিয়ে পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন, অতঃপর তাঁর উযুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। (হুঁশ ফিরে এলে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কী করবো, আমি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিবো? শেষে সূরা নিসার শেষভাগে মীরাছের আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ) ঃ "লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি (কালালা) সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন। কোন পুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এবং তার এক বোন থাকলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে (বোন) নিঃসন্তান হলে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। আর দুই বোন থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তাদের প্রাপ্য। আর ভাই-বোন থাকলে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও সেজন্য আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত" (সূরা নিসাঃ ১৭৬)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مِيْرَاثِ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ

মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিস হলে।

٢٧٢٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২৭২৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

٢٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ اَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لِاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ . فَكَانَ عُمَرُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ . وَقَالَ اُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২৭৩০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়িতে অবস্থান করবেন? তিনি বলেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি বা ঠিকানা অবশিষ্ট রেখেছে? (রাবী বলেন,) আকীল ও তালিবই আবু তালিবের ওয়ারিস হয়েছিল এবং জাফর ও আলী (রা) তার ওয়ারিস হননি। কেননা তারা দু'জন তখন (আবু তালিবের মৃত্যুর সময়) মুসলমান ছিলো। আর আকীল ও তালিব ছিল কাফের (আকীল পরে মুসলমান হন)। এ কারণেই উমার (রা) বলতেন, কোন মুমিন কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে না। উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

٢٧٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ اَنْبَانَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ الْمُثَنَّى ابْنَ الصَّبَّاحِ اَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

২৭৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مِيْرَاثِ الْوَلاَءِ

ওয়ালাআর উত্তরাধিকার স্বত্ব।

٢٧٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ تَزَوَّجَ رِبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً فَتُوُفِّيَتْ اُمُّهُمْ فَوَرِثَهَا بَنُوْهَا رِبَاعًا وَوَلاَءَ مَوَالِيْهَا فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فِى طَاعُوْنِ عَمْوَاسٍ فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُوْ مَعْمَرٍ يُخَاصِمُوْنَهُ فِىْ وَلاَءِ أُخْتِهِمْ اِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ اَقْضِىْ بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَقَضٰى لَنَا بِهِ وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاٰخَرَ حَتّٰى اِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّىَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ اَلْفَىْ دِيْنَارٍ فَبَلَغَنِىْ اَنَّ ذٰلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ فَخَاصَمُوْا اِلَى هِشَامِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ فَرَفَعَنَا اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ اِنْ كُنْتُ لَاَرٰى اَنَّ هٰذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِىْ لاَ يُشَكُّ فِيْهِ وَمَا كُنْتُ اَرٰى اَنَّ اَمْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَلَغَ هٰذَا اَنْ يَشُكُّوْا فِىْ هٰذَا الْقَضَاءِ فَقَضٰى لَنَا فِيْهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيْهِ بَعْدُ .

২৭৩২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাবাব ইবনে হুযাইফা ইবনে সাঈদ ইবনে সাহম (র) উম্মু ওয়াইল বিনতে মামার আল-জুমাহিয়্যাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে তার তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মা মারা গেলে তারা ওয়ারিসী সূত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও তার মুক্তদাসদের ওয়ালাআর মালিক হয়। অতঃপর আমর ইবনুল আস (রা) তাদেরকে সিরিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে তারা আমওয়াস নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অতঃপর আমর (রা) তাদের ওয়ারিস হন। তিনি ছিলেন তাদের আসাবা। আমর ইবনুল আস (রা) ফিরে এলে মামারের পুত্ররা এসে তাদের বোনের ওয়ালাআর দাবিদার হয়ে উমার (রা)-এর নিকট মামলা দায়ের করে। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা শুনেছি তদনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবো। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ পুত্র ও পিতা (ওয়ালাআ সূত্রে) যা পেয়েছে তা তার আসাবাগণের প্রাপ্য। রাবী বলেন, অতএব তিনি এ সম্পর্কে আমাদের অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং আমাদেরকে একখানা পত্র লিখে দিলেন যাতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ও আরো একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতকালে উম্মু ওয়াইলের এক মুক্তদাস দুই হাজার দীনার রেখে মারা গেলো। আমি অবহিত হলাম যে, পূর্বের সেই ফয়সালা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতএব তারা হিশাম ইবনে ইসমাঈলের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে তিনি আমাদেরকে আবদুল মালেকের নিকট পাঠান। আমরা তার কাছে উমার (রা)-এর পত্রসহ উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, আমি জানতাম না যে, এই সুস্পষ্ট ফয়সালা নিয়েও লোকজন বিবাদ করবে। আমার ধারণা ছিলো না যে, মদীনাবাসীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, তারা এই ফয়সালা নিয়ে সন্দেহ করবে। অতএব তিনি এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে রায় দিলেন এবং এরপর থেকে আমরা এই সম্পত্তি ওয়ারিসী সূত্রে ভোগদখল করে আসছি।

٢٧٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيْمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطُوْا مِيْرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهِ .

২৭৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুক্তদাস খেজুর গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। তার কিছু সম্পদও ছিল, কিন্তু কোন সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার গ্রামের কোন লোককে দান করো।

٢٧٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ (قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ) قَالَتْ مَاتَ مَوْلاَىَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِىَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ .

২৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের বৈপিত্রেয় বোন এবং হামযা (রা)-র কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক মুক্তদাস একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার ও তার সেই কন্যার মধ্যে বন্টন করেন। তিনি আমাকে দিলেন অর্ধেক এবং তাকে দিলেন অর্ধেক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مِيْرَاثِ الْقَاتِلِ

হত্যাকারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব।

٢٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ .

২৭৩৫। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না (উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না)।

٢٧٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْاَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ

دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَاِنْ قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ .

২৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলেন ঃ স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে এবং স্বামী স্ত্রীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে, যদি না একজন অপরজনকে হত্যা করে। তাদের একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে তার দিয়াত ও সম্পদ কিছুরই ওয়ারিস হবে না। অবশ্য একজন অপরজনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার সম্পদের ওয়ারিস হবে কিন্তু দিয়াতের ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ ذَوِى الْاَرْحَامِ

যাবিল আরহাম।[১]

٢٧٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلاً رَمٰى بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ اِلاَّ خَالٌ فَكَتَبَ فِىْ ذٰلِكَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ اِلٰى عُمَرَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَّ وَارِثَ لَهُ .

২৭৩৭। আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। নিহতের এক মামা ছাড়া আর কোন ওয়ারিস ছিলো না। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) বিষয়টি নিয়ে উমার (রা)-কে পত্র লিখেন। উমার (রা) তাকে লিখে জানান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তার অভিভাবক এবং যার কোন ওয়ারিস নেই মামাই তার ওয়ারিস।

---

১. যাদের ওয়ারিসী স্বত্ব কুরআন করীমে উল্লেখ নাই, যারা আসাবাও নয় এবং মৃতের মায়ের দিকের আত্মীয়, যেমন মামা, খালা, নানা প্রমুখ, তাদেরকে যাবিল আরহাম বলে (অনুবাদক)।

٢٧٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِىُّ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِىِّ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِىْ كَرِيْمَةَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا (وَرُبَّمَا قَالَ فَاِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ) وَاَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ عَنْهُ وَاَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ .

২৭৩৮। শামনিবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী মিকদাম আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণের বোঝা বা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমাদের উপর। তিনি কখনো বলতেন ঃ তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। যার কোন ওয়ারিস নাই আমিই তার ওয়ারিস। আমিই তার পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করবো এবং আমি তার পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করবো। আর যার অন্য কোন ওয়ারিস নাই মামাই তার ওয়ারিস। সে তার পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করবে এবং তার পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

আসাবার মীরাস।[২]

٢٧٣٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ بَحْرٍ الْبَكْرَاوِىُّ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ

২. যেসব লোকের ওয়ারিসী স্বত্ব কুরআন করীমে নির্ধারিত নাই, তবে যাবিল ফুরূযের অংশ দেয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে সেটা যারা পায় তাদেরকে আসাবা বলে। যেমন পুত্র, পিতা, চাচা, ভাই ইত্যাদি (অনুবাদক)।

أَعْيَانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلاَّتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ .

২৭৩৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন ঃ একই মায়ের সন্তানরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাইগণ নয়। মানুষ তার সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের নয়।

٢٧٤٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

২৭৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাবিল ফুরূযের মধ্যে মৃতের সম্পদ বন্টন করো আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী। তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ তাদেরকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা (মৃতের) সবচেয়ে নিকটতম পুরুষ আত্মীয় পাবে।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

যার কোন ওয়ারিস নাই।

٢٧٤١- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا الاَّ عَبْدًا هُوَ اَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ الَيْهِ .

২৭৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার একটি মুক্তদাস ছাড়া আর কোন ওয়ারিস রেখে যায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেই মুক্তদাসকে দেন।

১. যেসব লোকের ওয়ারিসী স্বত্ব কুরআন করীমে নির্ধারিত আছে তাদেরকে যাবিল ফুরূয বলে (অনুবাদক)

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ تَحُوْزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيْثَ

নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে।

٢٧٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوْزُ ثَلاَثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِيْ لاَعَنَتْ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ مَا رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ هِشَامٍ.

২৭৪২। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে। (১) তার আযাদকৃত দাস-দাসীর, (২) পরিত্যক্ত শিশুর যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে এবং (৩) সেই সন্তানের যার সম্পর্কে সে স্বামীর সাথে লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ) করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, এই হাদীস হিশাম ছাড়া অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَنْ اَنْكَرَ وَلَدَهُ

যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করেছে।

٢٧٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ اَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ .

২৭৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লিআন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে নারী কোন সম্প্রদায়ের সাথে এমন বাচ্চাকে শামিল করে যে তাদের নয়, তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানকে চিনতে

পেরেও অস্বীকার করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে আড়ালে থাকবেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে অপমান করবেন।

٢٧٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يَعْرِفُهُ اَوْ جَحْدُهُ وَاِنْ دَقَّ .

২৭৪৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন লোককে নিজ বংশীয় দাবি করা কুফরী যাকে লোকে চিনে না অথবা সামান্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিজের বংশের লোককে অস্বীকার করাও কুফরী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ فِيْ ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

সন্তানের দাবিদার হওয়া সম্পর্কে।

٢٧٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَاهَرَ اَمَةً اَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ .

২৭৪৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি বাঁদী বা স্বাধীন নারীর সাথে যেনা করলে তার পরিণতিতে যে সন্তান হবে তা জারজ সন্তান। পুরুষ লোকটিও ঐ সন্তানের ওয়ারিস হবে না এবং ঐ সন্তানও পুরুষ লোকটির ওয়ারিস হবে না।

٢٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ اَبِيْهِ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهٖ فَقَضٰى اَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ اَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيْمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ وَمَا اَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ

يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ اِذَا كَانَ اَبُوْهُ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ اَنْكَرَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا اَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُوْرَثُ وَاِنْ كَانَ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِاَهْلِ اُمِّهِ مَنْ كَانُوْا حُرَّةً اَوْ اَمَةً . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِىْ بِذٰلِكَ مَا قُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْاِسْلاَمِ .

২৭৪৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন শিশুকে তার সন্তানরূপে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো এবং মৃতের ওয়ারিসগণ তার সম্পর্কে এই দাবি করলো, "সে আমাদের বংশীয়", তার ক্ষেত্রে ফয়সালা এই যে, সে যে দাসীর গর্ভজাত, মালিকের মালিকানায় থাকা অবস্থায় যদি তার সাথে তার সঙ্গম হয়ে থাকে তবে সেই সন্তান যার বলে দাবি করা হচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে ইতিপূর্বে (জাহিলী যুগে) যে ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টিত হয়েছে সে তার কিছুই পাবে না। আর যে ওয়ারিসী স্বত্ব এখনও বণ্টিত হয়নি তা থেকে সে তার অংশ পাবে। পক্ষান্তরে তাকে যে পিতার সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, সেই পিতা তাকে অস্বীকার করলে ওয়ারিসগণের দাবির কোন কার্যকারিতা নাই। আর সেই সন্তান যদি তার মালিকানাহীন কোন দাসীর গর্ভজাত হয়ে থাকে অথবা কোন স্বাধীন নারীর সাথে তার যেনার পরিণতিতে হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত সন্তান তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও পাবে না, যদিও সে তাকে তার সন্তান বলে দাবি করে। সে হবে জারজ সন্তান। সে তার মায়ের বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে, চাই সে স্বাধীন নারী হোক বা ক্রীতদাসী। রাবী মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ বলেন, এখানে বণ্টনের অর্থ হলো ঃ যে ওয়ারিসী স্বত্ব ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগে বণ্টিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ওয়ালাআস্বত্ব বিক্রয়ও করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না।

٢٧٤٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

২৭৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাআ স্বত্ব বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

২৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাআ স্বত্ব বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيْثِ

ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন।

٢٧٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلاَمُ فَهُوَ عَلٰى قِسْمَةِ الْاِسْلاَمِ .

২৭৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব ওয়ারিসী স্বত্ব জাহিলী যুগে বণ্টিত হয়েছে তা সেই জাহিলী যুগের বণ্টন নীতি অনুযায়ী বহাল থাকবে। আর যেসব ওয়ারিসী স্বত্ব ইসলামী যুগে উদ্ভূত হয়েছে তা ইসলামের বণ্টন নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ

সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে সে ওয়ারিস হবে।

٢٧٥٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِىُّ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ .

২৭৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে তার (জানাযার) নামায পড়তে হবে এবং সে ওয়ারিস হবে।

٢٧٥١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا . قَالَ وَاسْتِهْلاَلُهُ اَنْ يَّبْكِيَ وَيَصِيْحَ اَوْ يَعْطِسَ .

২৭৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সদ্যজাত শিশু সশব্দে চীৎকার না দেয়া পর্যন্ত ওয়ারিস হবে না। রাবী বলেন, তার সশব্দে চীৎকারের অর্থ হলো ঃ ক্রন্দন করা, চিল্লানো বা হাঁচি দেয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَىِ الرَّجُلِ

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট ইসলাম গ্রহণ করে।

٢٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَىِ الرَّجُلِ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه .

২৭৫২। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আহলে কিতাবের কেউ কারো কাছে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান কি? তিনি বলেন ঃ সে (মুসলমান ব্যক্তি) তার (নও মুসলমানের) জীবনে ও মরণে অন্য সব লোকের চেয়ে অগ্রগণ্য।

অধ্যায় ঃ ২৪

كِتَابُ الْجِهَادِ

(জিহাদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার ফযীলাত।

٢٧٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَدَّ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَّا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَداً وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِىْ وَلاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوْنَ بَعْدِىْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنْ اَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ .

২৭৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়, আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলগণকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়াই তাকে এ পথে বের করে, তার জন্য আমার যিম্মাদারি এই যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো অথবা তাকে তার বের হওয়ার স্থান অর্থাৎ তার আবাসে তাকে সওয়াব ও গনীমাতসহ ফিরিয়ে

আনবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি মুসলমানদের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করলে তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে যুদ্ধেই যায় আমি পিছনে থেকে যেতাম না। কিন্তু আমার এতোটুকু সঙ্গতি নাই যে, আমি তাদের প্রত্যেকের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিবো এবং তাদেরও সঙ্গতি নাই যে, প্রতিটি যুদ্ধে তারা আমার সাথে যাবে। আর আমি তাদেরকে আমার সাথে না নিয়ে গেলে তাদেরও দুশ্চিন্তা হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে শহীদ হই।

٢٧٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَضْمُوْنٌ عَلَى اللّٰهِ اِمَّا اَنْ يَّكْفِتَهُ اِلٰى مَغْفِرَتِه وَرَحْمَتِه وَاِمَّا اَنْ يُّرْجِعَهُ بِاَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِىْ لاَ يَفْتُرُ حَتّٰى يَرْجِعَ .

২৭৫৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীর যিম্মাদার। হয় তিনি তাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমাতে ধন্য করে উঠিয়ে নিবেন অথবা তাকে সওয়াব ও গনীমাতসহ ফিরিয়ে আনবেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যে অক্লান্তভাবে (দিনভর) রোযা রাখে এবং (রাতভর) নামায পড়ে জিহাদকারী ফিরে না আসা পর্যন্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করার ফযীলাত।

٢٧٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

২৭৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

٢٧٥٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

২৭৫৬। সাহ্ল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে কল্যাণকর।

٢٧٥٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

২৭৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে কল্যাণকর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয়।

٢٧٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ يَرْجِعَ .

২৭৫৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন গাযীকে আল্লাহ্র

রাস্তায় জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয় যাতে সে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, এতে তার সেই যোদ্ধার অনুরূপ সওয়াব হতে থাকে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে (বা নিহত হয়) অথবা ফিরে আসে।

٢٧٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَجْرِ الْغَازِىْ شَيْئًا .

২৭৫৯। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোন গাযীকে (যুদ্ধের) সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়, তার সেই গাযীর সমপরিমাণ সওয়াব হয় এবং এতে গাযীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার ফযীলাত।

٢٧٦٠- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

২৭৬০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকে যে দীনারগুলো (অর্থ-সম্পদ) খরচ করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনার হলো—যা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যা সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের ঘোড়া প্রতিপালনে ব্যয় করে এবং যা সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী তার সহ-যোদ্ধাদের জন্য খরচ করে।

٢٧٦١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الْخَلِيْلِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ

أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعَ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ) .

২৭৬১। আলী ইবনে আবু তালিব, আবু দারদা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা আল-বাহিলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের খরচ বহন করে এবং সে নিজ আবাসে থেকে যায়, সে তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত শত দিরহামের সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সশরীরে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে এবং এর খরচও বহন করে, তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সে সাত লাখ দিরহামের সওয়াব পায়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন" (সূরা বাকারা ঃ ২৬১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ تَرْكِ الْجِهَادِ

জিহাদ ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী।

٢٧٦٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ اَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৬২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করে না বা জিহাদকারীর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয় না অথবা জিহাদকারী (যুদ্ধে) যাবার পর তার পরিবার-পরিজনের উত্তমরূপে খোঁজ-খবর নেয় না, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বে ভীষণ বিপদে নিক্ষেপ করবেন।

٢٧٦٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ (هُوَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ) عَنْ سُمَيِّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ وَلَيْسَ لَهُ اَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَقِىَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ .

২৭৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদের) কোন চিহ্ন নাই সে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

যে ব্যক্তি ওজরবশত জিহাদ থেকে বিরত থাকে।

٢٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَقَوْمًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيْرٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

২৭৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেনঃ মদীনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যেখানেই গিয়েছো এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো, তারা তোমাদের সাথেই ছিল। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা মদীনায় থেকেও (আমাদের সাথে ছিলেন)! তিনি বলেন ঃ তারা মদীনায় থেকেও, তাদের অক্ষমতা তাদের প্রতিরোধ করে রেখেছে।

٢٧٦٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ رِجَالاً مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلاَ سَلَكْتُمْ طَرِيْقًا اِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِى الْاَجْرِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ اَوْ كَمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفْظًا .

২৭৬৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো এবং যে পথই চলেছো তারা সওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক আছে। প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে আটকে রেখেছে। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আহমাদ ইবনে সিনান অনুরূপ কিছু বলেছেন। আমি তার মূল পাঠ লিখে নিয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযীলাত।

٢٧٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ بِهِ الاَّ الضِّنُّ بِكُمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرْ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ اَوْ لِيَدَعْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ كَانَتْ كَاَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا .

২৭৬৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, হে জনগণ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি হাদীস শুনেছি। সেটি তোমাদের নিকট বর্ণনা করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে তোমাদের সাহচর্যের প্রতি আমার কৃপণতা। অতএব কেউ চাইলে তা নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে অথবা পরিহারও করতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রাস্তায় এক রাত সীমান্ত অঞ্চলে পাহারা দেয়, তা এক হাজার দিন রোযা রাখা এবং এক হাজার রাত জেগে নামায পড়ার সমতুল্য।[১]

٢٧٦٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ

১. এসব হাদীসে ইবাদত, নামায ও রোযা দ্বারা নফল ইবাদত, নফল নামায ও নফল রোযা বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَجْرٰى عَلَيْهِ اَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ وَاَجْرٰى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَاَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ وَبَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰمِنًا مِنَ الْفَزَعِ .

২৭৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীমান্ত অঞ্চল পাহারাদানরত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য সেইসব নেক আমলের সওয়াব প্রদান অব্যাহত রাখবেন যা সে করতো, জান্নাতে তাকে রিযিক দান করবেন, কবরের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং কিয়ামতের ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠাবেন।

٢٧٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ وَّرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَعْظَمُ اَجْرًا (أُرَاهُ قَالَ) مِّنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَاِنْ رَدَّهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ اَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرٰى لَهُ اَجْرُ الرِّبَاطِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৬৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাস ব্যতীত অন্য মাসে সওয়াবের আশায় মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীমান্ত চৌকিতে এক দিন পাহারা দেয়া এক শত বছরের ইবাদত, রোযা ও (নফল) নামায অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ। আর রমযান মাসে সওয়াবের আশায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য এক দিন পাহারা দেয়া আল্লাহ্‌র নিকট এক হাজার বছরের ইবাদত, রোযা ও নামায অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ। আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে আনেন তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লেখা হবে না, তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সীমান্ত চৌকিতে পাহারাদানের সওয়াব অব্যাহতভাবে লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।[২]

২. হাদীসবিশারদগণ এটি জাল হাদীস হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করেছেন (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيْرِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারাদান ও তাকবীর ধ্বনির ফযীলাত।

٢٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ حَارِسَ الْحَرَسِ .

২৭৬৯। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তামূলক পাহারাদানকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

٢٧٧٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اَبِى الطَّوِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِيْ اَهْلِهِ اَلْفَ سَنَةٍ السَّنَةُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَاَلْفِ سَنَةٍ .

২৭৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একরাত পাহারা দেওয়া কোন লোকের নিজ পরিবারে অবস্থানরত থেকে এক হাজার বছর রোযা রাখা ও নামায পড়ার চেয়ে অধিক উত্তম। এক বছর হলো তিন শত ষাট দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

٢٧٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ .

২৭৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং প্রতিটি উচুঁ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর ধ্বনি করার জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الْخُرُوْجِ فِى النَّفِيْرِ

সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া।

٢٧٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذُكِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُوْا قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَبَقَهُمْ اِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِىْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَنْ تَرَاعُوْا يَرُدُّهُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ اِنَّهُ لَبَحْرٌ . قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِىْ ثَابِتٌ اَوْ غَيْرُهُ قَالَ كَانَ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ يُبَطَّاُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

২৭৭২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী বীর পুরুষ। এক রাতে মদীনাবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা একটি বিকট শব্দ শুনে সেদিক ছুটলো। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হলেন। অবশ্য তিনি তাদের আগেই সেই বিকট শব্দের কারণ অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। তিনি আবু তাল্‌হা (রা)-র ঘোড়ার গদিহীন উদলা পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তরবারি ঝুলানো ছিল। তিনি বলছিলেনঃ হে জনগণ! তোমরা সন্ত্রস্ত হয়ো না। এই বলে তিনি তাদের ফিরিয়ে আনছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ আমি এটিকে সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি অথবা এটি যেন একটি সমুদ্র। রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, সাবিত (র) বা অপর কেউ আমাকে বলেছেন যে, আবু তালহা (রা)-র ঘোড়াটি ছিল মন্থর গতিসম্পন্ন। কিন্তু এ দিনের পর থেকে কোন ঘোড়াই দৌড় প্রতিযোগিতায় একে অতিক্রম করতে পারেনি।

٢٧٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ بُسْرِ بْنِ اَبِىْ اَرْطَاةَ ثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِىْ شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا .

২৭৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদেরকে জিহাদে যোগদানের আহ্বান জানানো হলে তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

٢٧٧٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ .

২৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে ধুলা এবং দোযখের ধোঁয়া কোনো মুসলমান বান্দার পেটে একত্র হতে পারবে না।

٢٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৭৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি বিকাল চললো, তাতে সে যতোটা ধুলিমলিন হলো, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য এর সমপরিমাণ কস্তরীতে পরিণত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

নৌযুদ্ধের ফযীলাত।

٢٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِه اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ اَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّىْ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَبْتَسِمُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ

الثَّانِيَّةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَاَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ الاَوَّلِ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الاَوَّلِيْنَ . قَالَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ ابْنِ اَلصَّامِتِ غَازِيَةً اَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِبَتْ اِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ .

২৭৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর খালা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন আমার ঘরে ঘুমালেন। তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কে হাসালো? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোককে সমুদ্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যেভাবে বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকে। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আনাস (রা) বলেন, তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন, অতঃপর পূর্বের ন্যায় জাগ্রত হলেন। উম্মু হারাম (রা) জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বানুরূপ জবাব দেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র নেতৃত্বে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে রওয়ানা হলে উম্মু হারাম (রা)-ও তার স্বামী উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর সাথে জিহাদে রওয়ানা হলেন। তারা জিহাদ থেকে ফিরে এসে সিরিয়ায় অবতরণ করেন। আরোহণের জন্য তার নিকট একটি জন্তুযান আনা হলো। জন্তুটি তাকে ছুড়ে ফেলে দিলে তিনি তাতে নিহত হন।

٢٧٧٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْىٰ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ وَالَّذِىْ يَسْدَرُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ .

২৭৭৭। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একটি নৌযুদ্ধ দশটি স্থলযুদ্ধের সমতুল্য। আর সমুদ্রে যার মাথাঘুরানি হবে সে মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় রক্তে রঞ্জিত (নিহত) ব্যক্তির সমতুল্য।

٢٧٧٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِىُّ ثَنَا عُفَيْرُ ابْنُ مَعْدَانَ الشَّامِىُّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيْدَىِ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِهٖ فِى الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ اِلاَّ شَهِيْدَ الْبَحْرِ فَاِنَّهُ يَتَوَلّٰى قَبْضَ اَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْبَرِّ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا اِلاَّ الدَّيْنَ وَلِشَهِيْدِ الْبَحْرِ الذُّنُوْبَ وَالدَّيْنَ .

২৭৭৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একজন শহীদ নৌযোদ্ধার মর্যাদা দুইজন শহীদ স্থলযোদ্ধার সমান। আর নৌ-পথে যার মাথাঘুরানি হয়, তার মর্যাদা স্থলযুদ্ধে শহীদের মর্যাদার সমান। আর দুইটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রমকারীর মর্যাদা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সারা দুনিয়া সফরকারীর সমান। আল্লাহ তাআলা মৃত্যুদূতকে নৌযোদ্ধা ব্যতীত সকলের রূহ হরণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ নৌযোদ্ধার রূহ নিয়ে নেন। তিনি যুদ্ধে শহীদের সকল গুনাহ মাফ করেন তার ঋণ ব্যতীত, কিন্তু নৌ-যুদ্ধে শহীদের সকল গুনাহ এবং ঋণও মাফ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ ذِكْرِ الدَّيْلَمَ وَفَضْلِ قَزْوِيْنَ

দায়লামের বিবরণ এবং কাযবীনের ফযীলাত।

٢٧٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِيْنِيَّةَ .

২৭৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার একটি মাত্র দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে মহামহিম আল্লাহ সেই দিনটিকে দীর্ঘায়িত করবেন, যে পর্যন্ত না আমার আহলে বাইত-এর এক ব্যক্তি দায়লামের পাহাড় এবং কুসতুনতুনিয়ার কনস্টান্টিনোপল) অধিপতি হবে।

٢٧٨٠- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاٰفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِيْنُ مَنْ رَابَطَ فِيْهَا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِى الْجَنَّةِ عَمُوْدٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِّنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ مِصْرَاعٍ مِّنْ ذَهَبٍ عَلٰى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ .

২৭৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই তোমরা বেশ কয়েকটি দেশ এবং কাযবীন নামক শহর জয় করবে। যে ব্যক্তি তথায় চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত প্রতিরক্ষামূলক পাহারা দিবে, জান্নাতে তার জন্য চুনিপাথরের গম্বুজবিশিষ্ট পীত বর্ণের মনি-মুক্তার স্তম্ভসমূহের বালাখানা থাকবে। এতে সোনার তৈরী সত্তর হাজার দরজা থাকবে এবং প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে আয়াতলোচনা হূর।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُوْ وَلَهُ اَبَوَانِ

পিতা-মাতা জীবিত থাকতে কারো জিহাদে গমন।

٢٧٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا

৩. হাদীসবেত্তাগণের মতে এটি জাল হাদীস (অনুবাদক)।

رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ارْجِعْ فَبَرَّهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الْاٰخَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَارْجِعْ اِلَيْهَا فَبَرَّهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنْ اَمَامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ .

২৭৮১। মুআবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের এবং আখেরাতের জান্নাত প্রাপ্তির আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ ফিরে গিয়ে তার সেবাযত্ন করো। এরপর আমি অপর পাশ থেকে তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাঁ। তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং তার সেবাযত্ন করো। এরপর আমি তাঁর সম্মুখভাগে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! তার পায়ের কাছে পড়ে থাকো, সেখানেই জান্নাত।

٢٨٨١(١)- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ اَنَّ جَاهِمَةَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا جَاهِمَةُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السَّلَمِيُّ الَّذِيْ عَاتَبَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ .

২৭৮১(১)। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল-হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ-ইবনে জুরাইজ-মুহাম্মাদ ইবনে তালহা-তার পিতা তালহা-মুআবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, ইনি হলেন জাহিমা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস আস-সালামী যিনি হুনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভর্ৎসনা করেছিলেন (পরে ইসলাম গ্রহণ করেন)।[৪]

٢٧٨٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ جِئْتُ اُرِيْدُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَقَدْ اَتَيْتُ وَاِنَّ وَالِدَىَّ لَيَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا .

২৭৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। আমি আমার পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তিনি বলেন ঃ তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মুখে হাসি ফুটাও, যেভাবে তুমি তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ النِّيَّةِ فِى الْقِتَالِ

জিহাদের সংকল্প।

٢٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

৪. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, এই ভর্ৎসনাকারী ছিল জাহিম (রা)-র পিতা আব্বাস ইবনে মিরদাস (অনুবাদক)।

২৭৮৩। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হলো যে, সে জিহাদ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, সে জিহাদ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সে জিহাদ করে প্রদর্শনীর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে আল্লাহ্র কলেমা (দীন) সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করে সে-ই হলো আল্লাহ্র পথে (জিহাদরত)।

٢٧٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى لِاَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلاَمُ الْفَارِسِىُّ فَبَلَغَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَلاَ قُلْتَ خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلاَمُ الْاَنْصَارِىُّ .

২৭৮৪। আবু উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন পারস্যবাসীর মুক্তদাস। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদ যুদ্ধের দিন হাজির ছিলাম। আমি এক মুশরিককে তরবারির আঘাত হেনে বললাম, নে এটা আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হলাম পারস্য যুবক। ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বলেন ঃ তুমি কেন বললে না, নে এটা আমার পক্ষ থেকে, আমি হলাম আনসারী যুবক।

٢٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِئٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً اِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ اَجْرِهِمْ فَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ .

২৭৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে সেনাদল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে গনীমাতের মাল লাভ করলো, তারা তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সওয়াব সাথে সাথে পেয়ে গেলো। আর গনীমাতের মাল না পেলে তারা (আখেরাতে) পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের উদ্দেশে) ঘোড়া প্রতিপালন।

٢٧٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৮৬। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও প্রাচুর্য বাঁধা থাকবে।

٢٧٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও প্রাচুর্য যুক্ত থাকবে।

٢٧٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اَوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ (قَالَ سُهَيْلٌ اَنَا اَشُكُّ الْخَيْرُ) اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ . فَاَمَّا الَّذِىْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُعِدُّهَا فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِىْ بُطُوْنِهَا اِلاَّ كُتِبَ لَهُ اَجْرٌ وَلَوْ رَعَاهَا فِىْ مَرْجٍ مَا اَكَلَتْ شَيْئًا اِلاَّ كُتِبَ لَهُ بِهَا اَجْرٌ وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِىْ بُطُوْنِهَا اَجْرٌ (حَتّٰى ذَكَرَ الْاَجْرَ فِىْ اَبْوَالِهَا وَاَرْوَاثِهَا) وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ

بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوْهَا اَجْرٌ وَاَمَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَاَمَّا الَّذِيْ هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِيْ يَتَّخِذُهَا اَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءً لِلنَّاسِ فَذٰلِكَ الَّذِيْ هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ .

২৭৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ ও বরকত অথবা তিনি বলেছেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত বাঁধা থাকবে। ঘোড়া তিন ধরনের ঃ একজনের জন্য তা সওয়াব বয়ে আনে, একজনের জন্য তা পর্দাস্বরূপ; আরেক জনের জন্য তা পাপের কারণ হয়। ঘোড়া যার জন্য সওয়াব বয়ে আনে ঃ যে লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য তা পোষে এবং একে সেজন্য প্রস্তুত করে রাখে। সেই ঘোড়ার পেটে যা কিছু যায় তার জন্যও তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। যদি তার ঘোড়া চারণভূমিতে চরায় তবে ঘোড়া যা কিছুই খায় তার বিনিময়ে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। সে যদি ঘোড়াকে বহমান নদীর পানি পান করায় তবে তার পেটে যাওয়া প্রতিটি ফোটা পানির বিনিময়েও তার আমলনামায় একটি করে সওয়াব লেখা হয়। এমনকি তিনি ঘোড়ার পেশাব ও গোবরের বিনিময়েও সওয়াব হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। আর তা যদি একটি বা দু'টি টীলা অতিক্রম কর তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। আর যে লোক ঘোড়া পোষে সম্মান ও সৌন্দর্যের উপকরণস্বরূপ তা তার জন্য আবরণ। অবশ্য সে তার ঘোড়ার সহজ বা কঠিন কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। আর ঘোড়া যার জন্য পাপের কারণঃ যে লোক ঘোড়া পোষে অহংকারবশে ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, তা তার জন্য পাপের কারণ হয়। তার জন্য ঘোড়া শাস্তিস্বরূপ।

٢٧٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ ابْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْاَدْهَمُ الْاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الْاَرْثَمُ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنٰى فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلٰى هٰذِهِ الشِّيَةِ .

২৭৮৯। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কালো রং-এর ঘোড়া সর্বোত্তম যার কপাল ও উপরের ওষ্ঠ সাদা। অতঃপর যে ঘোড়ার ডান পা ও কাপাল ব্যতীত অবশিষ্ট পাগুলো সাদা। যদি কালো ঘোড়া না পাওয়া যায় তবে লাল-কালো মিশ্রিত বর্ণের ঘোড়া উত্তম।

٢٧٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّخَعِيِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ .

২৭৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকাল ঘোড়া (অর্থাৎ তিন পা সাদা এবং এক পা শরীরের রংবিশিষ্ট) অপছন্দ করেছেন।

٢٧٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِىُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ رَوْحٍ الدَّارِمِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَاضِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ .

২৭৯১। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের উদ্দেশে) একটি ঘোড়া পোষে, অতঃপর সহস্তে একে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ায়, তার আমলনামায় প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লেখা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى

মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

٢٧٩٢- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوْسٰى ثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

২৭৯২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র পথে একটি উষ্ট্রী দোহনের সময় পরিমাণ যুদ্ধ করলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

٢٧٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ :

يَا نَفْسِ! اَلاَ اَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّهْ * اَحْلِفُ بِاللّٰهِ لَتَنْزِلِنَّهْ * طَائِعَةً اَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ .

২৭৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, "হে আত্মা! আমি কি দেখছি না যে, তুমি জান্নাতকে অপছন্দ করছো! আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমাকে অবশ্যই জান্নাতে যেতে হবে আনন্দে হোক বা নিরানন্দে"।

٢٧٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ .

২৭৯৪। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বলেন ঃ যে যুদ্ধে মুজাহিদের রক্ত প্রবাহিত হয় এবং তার ঘোড়াও আহত হয়।

٢٧٩٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَجْرُوْحٍ يُجْرَحُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِىْ سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ .

২৮৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে আহত ব্যক্তি, আল্লাহ্ই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হয়, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার ক্ষতস্থান আহত হওয়ার দিনের মত দগদগে তাজা থাকবে, তার রং হবে রক্তিম বর্ণ এবং তার ঘ্রাণ হবে কস্তরীর মত সুগন্ধে ভরপুর।

٢٧٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .

২৭৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বাহিনীসমূহকে বদদোয়া করে বলেন ঃ "হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! আপনি বাহিনীসমূহকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন এবং তাদের ভীত-কম্পিত করুন"।

٢٧٩٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِّنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ .

২৭৯৭। সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার ফযীলাত।

٢٧٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ اَبِىْ زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَجِفُّ الْاَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَتّٰى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَاَنَّهُمَا ظِئْرَانِ اَضَلَّتَا فَصِيْلَيْهِمَا فِىْ بَرَاحٍ مِّنَ الْاَرْضِ وَفِىْ يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

২৭৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শহীদদের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ শহীদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাবার

আগেই তার দু'জন স্ত্রী (জান্নাতের হূর) এসে তাকে এমনভাবে তুলে নেয়, যেন তারা স্তন্যদানকারিনী, যারা তাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছে। তাদের দু'জনের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি করে চাদর যা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

২৭৯৯-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ بَحِيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُحَلّٰى حُلَّةَ الْاِيْمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ اِنْسَانًا مِنْ اَقَارِبِهِ .

২৭৯৯। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঃ (১) তার দেহের রক্তের প্রথম ফোটাটি বের হতেই তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়, (২) কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হয়, (৩) (কিয়ামতের) ভয়ংকর ত্রাস থেকে সে নিরাপদ থাকবে; (৪) তাকে ঈমানের চাদর পরানো হবে; (৫) আয়তলোচনা হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে এবং (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের পক্ষে তাকে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হবে।

২৮০০- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحِزَامِىُّ الْاَنْصَارِىُّ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا جَابِرُ اَلاَ اُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِاَبِيْكَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ اُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِىْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّىْ (اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُوْنَ) قَالَ يَا رَبِّ فَاَبْلِغْ مَنْ وَّرَائِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا الْاٰيَةَ كُلَّهَا) .

২৮০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা) শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে জাবির! মহামহিম আল্লাহ তোমার পিতাকে যা বলেছেন তা কি আমি তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যার সাথেই কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতার সাথে সামনা সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আকাঙ্ক্ষা করো, আমি তোমাকে দিবো। সে বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবিত করুন আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হবো। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখানে আসার পর তারা আর প্রত্যাবর্তন করবে না। সে বললো, প্রভু! আমার পক্ষ থেকে আমার পশ্চাতের (পৃথিবীর) লোকদের সুসংবাদ পৌছে দিন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনও মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত..." (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)।

٢٨٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ قَوْلِهِ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) قَالَ اَمَا اِنَّا سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ فِيْ اَيِّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَاْوِيْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اِطِّلاَعَةً فَيَقُوْلُ سَلُوْنِيْ مَا شِئْتُمْ قَالُوْا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْاَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ فِيْ اَيِّهَا شِئْنَا فَلَمَّا رَاَوْا اَنَّهُمْ لاَ يُتْرَكُوْنَ مِنْ اَنْ يَسْاَلُوْا قَالُوْا نَسْاَلُكَ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِيْ اَجْسَادِنَا اِلَى الدُّنْيَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ فَلَمَّا رَاٰى اَنَّهُمْ لاَ يَسْاَلُوْنَ اِلاَّ ذٰلِكَ تُرِكُوْا .

২৮০১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত ঃ "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯)। তিনি বলেন, আমরা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহীদগণের রূহ সবুজ পাখির ন্যায় স্বাধীনভাবে জান্নাতে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত ফানুসের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে। একদা তাদের রূহসমূহ ঐ অবস্থায় থাকাকালে তোমার প্রতিপালক তাদের নিকট

উদ্ভাসিত হয়ে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমার নিকট চাও। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট আর কি চাবো! আমরা তো স্বাধীনভাবে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। তারা যখন দেখলো যে, কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বললো, আমরা আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমাদের দেহে আমাদের রূহ ফেরত দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাবেন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে পারি। আল্লাহ যখন দেখলেন যে, তারা কেবল এটাই চাচ্ছে, তখন তাদেরকে (স্ব অবস্থায়) ত্যাগ করা হলো।

٢٨٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ اٰدَمَ قَالُوْا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنَ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنَ الْقَرْصَةِ .

২৮০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় কোন কষ্টই অনুভব করে না; শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কাউকে পিঁপড়ায় দংশন করলে সে যতটুকু ব্যথা অনুভব করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَا يُرْجٰى فِيْهِ الشَّهَادَةُ

যার জন্য শহীদের মর্যাদা আশা করা যায় (শহীদের শ্রেণীবিভাগ)।

٢٨٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ اَهْلِهٖ اِنْ كُنَّا لَنَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِيْ اِذًا لَقَلِيْلٌ اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ (يَعْنِي الْحَامِلَ) وَالْغَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوْبُ (يَعْنِيْ ذَاتَ الْجَنْبِ) شَهَادَةٌ .

২৮০৩। জাবির ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। জাবির (রা)-এর পরিবারের কেউ

বললো, আমরা আশা করতাম যে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা তো খুব কম হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে শহীদ, মহামারীতে নিহত হলে শহীদ, যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যায় সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

٢٨٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الشَّهِيْدِ فِيْكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذاً لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ . قَالَ سُهَيْلٌ وَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ .

২৮০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কাদের তোমরা শহীদ মনে করো? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয়। তিনি বলেন ঃ তাহলে তো আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা কম হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায় সেও শহীদ। সুহাইল (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম (র) আবু সালিহ (র)-এর সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি তার রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেছেন ঃ পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তিও শহীদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ السِّلاَحِ

সমরাস্ত্র।

٢٨٠٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ .

২৮০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٢٨٠٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَخَذَ دِرْعَيْنِ كَاَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا .

২৮০৬। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন দুইটি লৌহবর্ম একটির উপর অপরটি পরিধান করেন।

٢٨٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَبِىْ اُمَامَةَ فَرَاٰى فِىْ سُيُوْفِنَا شَيْئًا مِّنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلٰكِنِ الاٰنُكُ وَالْحَدِيْدُ وَالْعَلاَبِىُّ . قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ الْعَلاَبِىُّ الْعَصَبُ .

২৮০৭। সুলায়মান ইবনে হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু উমামা (রা)-র নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের তরবারিতে রূপার অলঙ্করণ দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, (আগেকার) লোকেরা বহু বিজয় অর্জন করেছিলো। কিন্তু তাদের তরবারি সোনা বা রূপা দ্বারা অলংকৃত ছিলো না, বরং শিশা, লোহা বা উটের রগ দ্বারা অলংকৃত ছিল। আবুল হাসান আল-কাত্তান (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত শব্দ "আলাবী"-এর অর্থ 'রগ'।

٢٨٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ .

২৮০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'যুল-ফাকার' নামক তারবারি বদরের যুদ্ধের দিন গনীমতস্বরূপ গ্রহণ করেন।

٢٨٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ

شُعْبَةَ اذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَاذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتّٰى يُحْمَلَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَاَذْكُرَنَّ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَانَّكَ انْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةٌ .

২৮০৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শোবা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদ করতে গেলে সাথে একটি বর্শা নিতেন। ফিরে এসে তিনি বর্শাটি ফেলে দিতেন। শেষে কেউ তা তুলে এনে তাকে দিতো। আলী (রা) তাকে বলেন, আমি অবশ্যই এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটা করো না। কেননা তুমি যদি এরূপ করো তবে কেউ আর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে ফেরত দিবে না।

٢٨١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَاٰى رَجُلاً بِيَدِه قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ وَاَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَانَّهُمَا يَزِيْدُ اللّٰهُ لَكُمْ بِهِمَا فِى ا لدِّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِى الْبِلَادِ .

২৮১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি আরবীয় ধনুক ছিলো। তিনি এক ব্যক্তির হাতে একটি পারসিক ধনুক দেখে বলেন ঃ এটা কি? এটা ফেলে দাও। তোমরা এটার অনুরূপ ধনুক রাখো এবং বর্শাও রাখো। কেননা আল্লাহ তাআলা এই ধনুক ও বর্শা দ্বারা তোমাদের দীনের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দ্বারা বিভিন্ন দেশ জয় করাবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الرَّمْىِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীরন্দাজী।

٢٨١١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلاَثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا وَكُلُّ مَا يَلْهُوْ بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَاْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ امْرَاَتَهُ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

২৮১১। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ একটি তীরের উপলক্ষে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ (১) তীর নির্মাতা যে তা নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করে, (২) (জিহাদে) এই তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) যে তা নিক্ষেপে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ তোমরা তীরন্দাজী করো এবং ঘোড়দৌড় শিক্ষা করো। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তার ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান এবং তার স্ত্রীর সাথে তার ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। কারণ এগুলো উপকারী ও বিধিসম্মত।

٢٨١٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ اَصَابَ اَوْ اَخْطَاَ فَيَعْدِلُ رَقَبَةً .

২৮১২। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি শত্রুবাহিনীর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো, অতঃপর তা শত্রুবাহিনী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে লক্ষ্যে আঘাত হানুক বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান।

٢٨١٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلاَ وَاِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

২৮১৩। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে শুনেছি (অনুবাদ) ঃ "তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো" (সূরা আনফাল ঃ ৬০)। জেনে রেখো! এই শক্তি হলো তীরন্দাজী। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

٢٨١٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىَ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نَعِيْمٍ الرُّعَيْنِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ نَهِيْكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِىْ .

২৮১৪। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করার পর তা ত্যাগ করলো সে আমার নাফরমানী করলো।

٢٨١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِنَفَرٍ يَرْمُوْنَ فَقَالَ رَمْيًا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا .

২৮১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা তীরন্দাজী করছিল। তিনি বলেনঃ হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীরন্দাজী করো। কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الرَّاْيَاتِ وَالْاَلْوِيَةِ

বড় পতাকা ও ক্ষুদ্র পতাকা।

٢٨١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ حَسَّانٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ

وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَاِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ .

২৮১৬। হারিস ইবনে হাসসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং বিলাল (রা) তার গলায় তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। আরও ছিল একটি কালো পতাকা। আমি বললাম, এই লোক কে? লোকেরা বললো, আমর ইবনুল আস (রা)। তিনি একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন।

٢٨١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ .

২৮১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর পতাকাটি ছিল সাদা রং-এর ।

٢٨١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ بْنُ اِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ حَيَّانَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَايَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ .

২৮১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় পতাকাটি ছিল কালো রং-এর এবং ক্ষুদ্র পতাকাটি ছিল সাদা রং-এর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فِى الْحَرْبِ

যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী বস্ত্র পরিধান।

٢٨١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ مَوْلٰى اَسْمَاءَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْبَسُ هٰذِهِ اِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ .

২৮১৯। আস্‌মা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি সোনার বোতামযুক্ত জামা বের করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার সময় এটি পরিধান করতেন।

٢٨٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ اِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا ثُمَّ اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ .

২৮২০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করতেন, কিন্তু এতটুকু পরিমাণ হলে (দোষ নেই)। অতঃপর তার আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন, তারপর দ্বিতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর তৃতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর চতুর্থ আংগুল দিয়ে, অতঃপর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা পরিধান করতে নিষেধ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِى الْحَرْبِ

যুদ্ধের ময়দানে পাগড়ি পরিধান।

٢٨٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ ابْنُ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

২৮২১। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি তাঁর পাগড়ির উভয় প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

٢٨٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

২৮২২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٨٢٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيِّ اَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً يَسْاَلُ اَبِيْ عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُوْ فَيَشْتَرِيْ وَيَبِيْعُ وَيَتَّجِرُ فِيْ غَزْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ اَبِيْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِتَبُوْكَ نَشْتَرِيْ وَنَبِيْعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلاَ يَنْهَانَا .

২৮২৩। খারিজা ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, যে যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করছে। আমার পিতা তাকে বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূকে অবস্থানকালে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তিনি আমাদের দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ تَشْيِيْعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া এবং তাদের বিদায় জানানো।

٢٨٢٤- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ زَبَّانَ ابْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاَنْ اُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَكُفَّهُ عَلٰى رَحْلِهِ غَدْوَةً اَوْ رَوْحَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

২৮২৪। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র পথের মুজাহিদকে বিদায় জানানো, অতঃপর তাকে সকালে

বা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেয়া আমার নিকট দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে অধিক পছন্দনীয়।

٢٨٢٥-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَدَّعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ .

২৮২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দিয়ে বলেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আমানতে সোপর্দ করলাম, যাঁর নিকট সোপর্দকৃত জিনিস ধ্বংস হয় না।

٢٨٢٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَنَا ابْنُ مُحَيْصِنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَشْخَصَ السَّرَايَا يَقُوْلُ لِلشَّاخِصِ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ .

২৮২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সামরিক বাহিনীকে বিদায় দিয়ে বলতেন ঃ আমি তোমার দীন, তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার সর্বশেষ আমল আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ السَّرَايَا

সারিয়্যা (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান)।

٢٨٢٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْعَامِلِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ يَا اَكْثَمُ اُغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمْ عَلٰى رُفَقَائِكَ يَا اَكْثَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ .

২৮২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকসাম ইবনে জাওন আল-খুযাঈ (রা)-কে বলেন ঃ হে আকসাম! তুমি তোমার সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে জিহাদ করো, তাহলে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে। তোমার সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো (বা সঙ্গীদের সম্মান করো)। উত্তম সঙ্গী চারজন এবং উত্তম সারিয়্যা (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান) হলো চারটি, যার সৈন্যসংখ্যা চার শত। চার হাজার সৈন্য সম্বলিত সেনাদল হলো উত্তম। আর ১২ হাজার সদস্যবিশিষ্ট সেনাদল সংখ্যা স্বল্পতার দরুন কখনো পরাজিত হবে না।

٢٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاَثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلٰى عِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ .

২৮২৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিন শত দশের কিছু বেশী। এই সংখ্যা ছিল তালূতের সাথে নদী অতিক্রমকারী সেনাদলের সমান। তালূতের সাথে মুমিন ব্যক্তিগণই নদী পার হয়েছিলেন।

٢٨٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ لَهِيْعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِىْ اِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ وَاِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ .

২৮২৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবুল ওয়ারদ (রা) বলেন, তোমরা সেই সেনাদল পরিহার করো, যারা শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করে এবং গনীমাত পেলে তাতে প্রতারণা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الْاَكْلِ فِىْ قُدُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের পাত্রে আহার করা।

٢٨٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لاَ يَخْتَلِجَنَّ فِىْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ نَصْرَانِيَّةً .

২৮৩০। কাবীসা ইবনে হুলব (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাসারাদের (খৃস্টানদের) খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার অন্তরে যেন কোন খাদ্য সন্দেহ সৃষ্টি না করে, তাহলে তুমিও এ ক্ষেত্রে নাসারাদের অনুরূপ হয়ে যাবে।

٢٨٣١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِى اَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِىُّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ (قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُدُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ نَطْبُخُ فِيْهَا قَالَ لاَ تَطْبُخُوْا فِيْهَا قُلْتُ فَاِنِ احْتَجْنَا اِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا قَالَ فَارْحَضُوْهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوْا وَكُلُوْا .

২৮৩১। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের হাঁড়ি-পাতিলে কি আমরা রান্না করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা তাতে রান্না করো না। আমি বললাম, আমরা যদি এর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি এবং সেগুলো ছাড়া যদি আমরা পাত্র না পাই? তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমরা তা উত্তমরূপে ধুয়ে নাও, অতঃপর তাতে রান্না করো এবং আহার করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ الْاِسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদে সাহায্য চাওয়া।

٢٨٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ . قَالَ عَلِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يَزِيْدَ اَوْ زَيْدٍ .

২৮৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমরা কোন মুশরিকের সাহায্য চাই না। আলী (র) তার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন যে, রাবীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ অথবা যায়েদ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন।

٢٨٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (خُدْعَةٌ خُدُعَةٌ خَدَعَةٌ) .

২৮৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুদ্ধ হলো কৌশল।

٢٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدُعَةٌ .

২৮৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুদ্ধ হলো কৌশল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلْبِ

মল্লযুদ্ধ ও নিহত শত্রুর মাল।

٢٨٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ (قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ يَحْيَ بْنُ الْاَسْوَدِ) عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ (هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ) اِلٰى قَوْلِهِ (اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ) فِيْ

حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ اخْتَصَمُوْا فِى الْحُجَجِ يَوْمَ بَدْرٍ .

২৮৩৫। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে শপথ করে বলতে শুনেছি ঃ "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত...."(সূরা হজ্জ ঃ ১৯) শীর্ষক আয়াত নাযিল হয় বদর যুদ্ধের দিন ছয় ব্যক্তি সম্পর্কেঃ (মুসলমানদের) হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা) এবং (কাফেরদের) উতবা ইবনে রবীআ, শায়বা ইবনে রবীআ ও ওয়ালীদ ইবনে উতবা সম্পর্কে। বদরের দিন তারা পরস্পর মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।[৫]

٢٨٣٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلَبَهُ .

২৮৩৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র আমাকে দিলেন।

٢٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيْلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ .

২৮৩৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। হুনায়নের যুদ্ধের দিন তিনি যাকে হত্যা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র তাকে দিলেন।

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ .

৫. সম্ভবত হাদীসে উক্ত আয়াতের বরাতে ভুল আছে। কারণ "ইন্নাল্লাহা ইয়াফআলু মা ইউরীদ" হলো সূরা হজ্জের ১৪ নম্বর আয়াত। কিন্তু হাদীসে ১৯ নম্বর আয়াত থেকে শরু হয়েছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনাটিই (তাফসীর সূরা হজ্জ) সঠিক মনে হয়। তাতে ১৪ নম্বর আয়াতের উল্লেখ নাই (অনুবাদক)।

২৮৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (যুদ্ধের ময়দানে) যে যাকে হত্যা করে তার মালপত্র হত্যাকারীর প্রাপ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ الْغَارَةِ وَالبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ এবং নারী ও শিশুদের নিধন প্রসঙ্গ।

٢٨٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ .

২৮৩৯। সাব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা মুশরিকদের মহল্লায় অতর্কিত আক্রমণ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, যাতে নারী ও শিশু নিহত হয়। তিনি বলেনঃ তারাও (নারী ও শিশু) তাদের অন্তর্ভুক্ত।[৬]

٢٨٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَيْنَا مَاءً لِبَنِىْ فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً فَاَتَيْنَا اَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً اَوْ سَبْعَةَ اَبْيَاتٍ .

২৮৪০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বাক্র (রা)-এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা ফাযারা গোত্রের পানির উৎসে পৌঁছে সেখানে রাত কাটাই। ভোর হলে আমরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করলাম। অতঃপর আমরা পানির মালিকদের নিকট এসে তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের নয় অথবা সাত ঘর লোককে হত্যা করি।

---

৬. রাতের অতর্কিত আক্রমণে নারী ও শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও পার্থক্য করা সম্ভব নয় বিধায় এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা নিষেধ (অনুবাদক)।

٢٨٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاَى امْرَاَةً مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنَهَى عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

২৮৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। অতঃপর তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

٢٨٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَاَةٍ مَقْتُوْلَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَاَفْرَجُوْا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهِ تُقَاتِلُ فِيْمَنْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ اِلٰى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَّلاَ عَسِيْفًا .

২৮৪২। হানজালা আল-কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করলাম। আমরা এক নিহত নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার নিকট লোকজন ভীড় জমিয়েছিল। লোকেরা তাঁর জন্য পথ করে দিলো। তিনি বলেন ঃ যারা যুদ্ধ করে, সে তো তাদের সাথে যুদ্ধ করতো না! অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে গিয়ে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা কখনো শিশু ও শ্রমিককে হত্যা করো না।

٢٨٤٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيْهِ .

২৮৪২ (১)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা-কুতায়বা-মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান-আবুয যিনাদ-মুরাককা-তার দাদা রাবাহ ইবনুর রাবী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা (র) বলেন, সাওরী তার এই রিওয়ায়াতে ভুল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ التَّحْرِيْقِ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ

শত্রুর জনপদ ভষ্মীভূত করা।

٢٨٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا اُبْنَى فَقَالَ ائْتِ اُبْنٰى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ .

২৮৪৩। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'উবনা' নামে কথিত একটি জনপদে পাঠালেন এবং বললেনঃ তুমি ভোরবেলা উবনা পৌছে তাকে ভষ্মিভূত করো।

٢٨٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً) الْاٰيَةَ .

২৮৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদী নাদীর গোত্রের বুওয়ায়রা নামক খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছো এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছো..." (সূরা হাশর ঃ ৫)।

٢٨٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَفِيْهِ يَقُوْلُ شَاعِرُهُمْ :

فَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِىْ لُؤَىِّ + حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرٌ .

২৮৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাদীরের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। এই বিষয়ে তাদের (মুসলিমদের) কবি (হাসসান ইবনে ছাবিত রা) বলেন ঃ "লুআয়্যি (কুরাইশ) গোত্রের নেতৃবৃন্দের পক্ষে বুওয়ায়রা নামক বাগানটি ব্যাপকভাবে জ্বালিয়ে দেয়া সহজ"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ فِدَاءِ الْأُسَارَى

বন্দীদের মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া।

٢٨٤٦-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَفَّلَنِيْ جَارِيَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ مِنْ اَجْمَلِ الْعَرَبِ عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتّٰى اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِى النَّبِيُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ هَبْهَا لِيْ فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَبَعَثَ بِهَا فَفَادَى بِهَا اُسَارَى مِنْ اُسَارَى الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا بِمَكَّةَ .

২৮৪৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বাক্‌র (রা)-র সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করি। তিনি ফাযারা গোত্রের একটি কন্যা গনীমতের অতিরিক্ত আমাকে দেন। সে ছিল আরবের সেরা সুন্দরী। তার পরনে ছিল চামড়ার পোশাক। আমি তার কাপড় উন্মোচন করিনি। এমতাবস্থায় আমি মদীনায় পৌঁছি। বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলে তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা ছিল উত্তম লোক (তোমার পিতা, আল্লাহ্‌র শপথ!), ঐ মেয়েটি আমাকে দান করো। আমি মেয়েটি তাঁকে দান করলাম। অতঃপর তিনি সেই মেয়েটিকে মক্কায় বন্দী মুসলমানদের মুক্তিপণস্বরূপ তথায় পাঠিয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ مَا اَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

শত্রুপক্ষ কোন জিনিস দখলে নিয়ে যাবার পর পুনরায় তা মুসলমানদের দখলে আসলে।

٢٨٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ

عَلَيْهِ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৮৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার একটি ঘোড়া ছুটে চলে গেলে শত্রুপক্ষ তা ধরে নিয়ে যায়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে তার ঘোড়া তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কার। ইবনে উমার (রা) বলেন, তার একটি গোলাম পলায়ন করে রূম এলাকায় চলে যায়। অতঃপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে (এবং গোলামটিকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তা তাকে ফেরত দেন। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরের ঘটনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الْغُلُوْلِ

গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা।

٢٨٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالَ تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِّنْ اَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَاَنْكَرَ النَّاسُ ذٰلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوْهُهُمْ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ زَيْدٌ فَالْتَمَسُوْا مَتَاعَهُ فَاِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ مَا تُسَاوِىْ دِرْهَمَيْنِ .

২৮৪৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশজাআ গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধের দিন মারা গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর নামায পড়ো। লোকদের নিকট বিষয়টি খুব খারাপ লাগলো এবং এর কারণে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তা দেখে বলেন ঃ তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র রাস্তায় আত্মসাৎ করেছে। যায়েদ (রা) বলেন, তারা তার মালপত্র তালাশ করলে তার মধ্যে ইহূদীদের দুই দিরহাম মূল্যের আংটির পাথর বা মনি পাওয়া গেল।

٢٨٤٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ

يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا .

২৮৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালপত্র পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে জাহান্নামী। সাহাবীগণ অনুসন্ধান করে তার সাথে একটি কম্বল অথবা একটি আবা পেলো যা সে আত্মসাৎ করেছিল।

٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً يَعْنِي وَبَرَةً فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هٰذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ فَمَا دُونَ ذٰلِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ .

২৮৫০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে গনীমতের উটের পাশে নামায পড়লেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে একটি পশম নিয়ে তা তাঁর দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে বলেন ঃ হে লোকসকল! অবশ্য এটা তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা এবং সুঁই, আর যা পরিমাণে তার চেয়ে বেশী এবং যা তার চেয়ে কম, সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য অপমান ও গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ النَّفْلِ

গনীমতের মাল থেকে পুরস্কারস্বরূপ কিছু দান করা।

٢٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .

২৮৫১। হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে নফল (পুরস্কার) দিয়েছেন।

٢٨٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَفَّلَ فِى الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِى الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ .

২৮৫২। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রথমভাগে গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি যুদ্ধে এক-তৃতীয়াংশ থেকে (পুরস্কারস্বরূপ) অতিরিক্ত দেন।

٢٨٥٣-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَنَا رَجَاءُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ ثَنَا عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لاَ نَفَلَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ الْمُسْلِمُوْنَ قَوِيُّهُمْ عَلٰى ضَعِيْفِهِمْ قَالَ رَجَاءٌ فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسٰى يَقُوْلُ لَهُ حَدَّثَنِىْ مَكْحُوْلٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَفَّلَ فِى الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَحِيْنَ قَفَلَ الثُّلُثَ فَقَالَ عَمْرٌو اُحَدِّثُكَ عَنْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ وَتُحَدِّثُنِىْ عَنْ مَكْحُوْلٍ .

২৮৫৩। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নফল (অতিরিক্তি) দেয়া যাবে না। শক্তিশালী মুসলমানগণ দুর্বল মুসলমানকে গনীমতের মাল ফেরত দিবে। রাবী রাজা (র) বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে মূসাকে বলতে শুনেছি, মাকহূল আমাকে হাবীব ইবনে মাসলামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রথমভাগে অর্জিত গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং শেষভাগে অর্জিত গনীমতের এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কারস্বরূপ দিতেন। আমর (র) বলেন, আমি যেখানে তোমাকে আমার পিতা ও দাদার সূত্রে হাদীস শুনাচ্ছি, সেখানে তুমি আমাকে মাকহূলের সূত্রে আমাকে হাদীস শুনাচ্ছো!

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

গনীমতের মাল বণ্টন।

٢٨٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ اَسْهُمٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ .

২৮৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল বণ্টন করেন অশ্বারোহীর জন্য তিন ভাগ ঃ ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ এবং পদাতিকের জন্য এক ভাগ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ

গোলাম ও মহিলারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে।

٢٨٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ ابْنِ قُنْفُذٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلٰى اَبِي اللَّحْمِ (قَالَ وَكِيْعٌ كَانَ لاَ يَاْكُلُ اللَّحْمَ) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ مَوْلاَيَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لِيْ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاُعْطِيْتُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ اَجُرُّهُ اِذَا تَقَلَّدْتُهُ .

২৮৫৫। আবুল লাহ্ম (রা)-এর মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। ওয়াকী (র) বলেন, আবুল লাহ্ম (রা) গোশত খেতেন না। উমাইর (রা) বলেন, আমি গোলাম অবস্থায় আমার মনিবের সাথে খায়বারের দিন যুদ্ধ করেছিলাম। গনীমতের মালে আমাকে ভাগ দেয়া হয়নি। আমাকে ঘরের আসবাবপত্র থেকে একখানি তরবারি দেয়া হয়। আমি তা কোমরে বেঁধে মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতাম।

٢٨٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَخْلُفُهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ وَاَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَاُدَاوِى الْجَرْحٰى وَاَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى .

২৮৫৬। উম্মু আতিয়্যা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের সওয়ারী ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশ্চাতে থাকতাম, তাদের জন্য খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশুনা করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ وَصِيَّةِ الْاِمَامِ

ইমামের উপদেশ।

٢٨٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِىْ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ اَبُوْ رَءُوْفٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْعَرِيْفِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا .

২৮৫৭। সাফ্ওয়ান ইবনে আস্সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র রাস্তায় রওয়ানা হয়ে যাও, যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, লাশ (নাক-কান কেটে) বিকৃত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না।

٢٨٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّرَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ اَوْصَاهُ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا فَقَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اغْزُوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيْدًا وَاِذَا اَنْتَ لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

فَادْعُهُمْ اِلَى اِحْدَىْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ اَوْ خِصَالٍ فَاَيَّهُنَّ اَجَابُوْكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَخْبِرْهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَاَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنْ اَبَوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِىْ يَجْرِىْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا اَنْ يَّدْخُلُوْا فِى الْاِسْلاَمِ فَسَلْهُمْ اِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَاِنْ فَعَلُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَاِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَاَرَادُوْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّكَ وَلٰكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ اَبِيْكَ وَذِمَّةَ اَصْحَابِكَ فَاِنَّكُمْ اِنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ اٰبَائِكُمْ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَاِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَاَرَادُوْكَ اَنْ يَّنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ اَتُصِيْبُ فِيْهِمْ حُكْمَ اللّٰهِ اَمْ لاَ . قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَبَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২৮৫৮। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র সেনা-অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বিশেষভাবে তার জন্য আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং তার সহ-যোদ্ধাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র নামে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমরা জিহাদ করো, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, চুরি করো না, কারো অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃত করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না। যখন তুমি শত্রুপক্ষের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা সেগুলোর যে কোন একটির প্রতি সাড়া দিলে তুমি তাদের থেকে তা কবুল করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

(১) তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। তারা যদি তা কবুল করে তবে তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নাও এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো, অতঃপর তাদেরকে স্বদেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে চলে আসার আহ্বান জানাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা যদি এ কাজ করে তবে যেসব সুযোগ-সুবিধা মুহাজিরগণ পাবে তারাও তা পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যেসব দায়দায়িত্ব বর্তাবে তা তাদের উপরও বর্তাবে। তারা যদি (স্বদেশ ত্যাগ করতে) অসম্মত হয় তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা বেদুইন মুসলমানদের সমান মর্যাদা পাবে, তাদের উপর আল্লাহ্র সেই সব হুকুম জারি হবে যা মুমিন মুসলমানদের উপর জারী হয় এবং তারা গনীমত ও ফাই-এর কিছুই পাবে না, তবে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদ করলে পাবে।

(২) তারা যদি ইসলামে দাখিল হতে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিয্য়া দিতে বলো। তারা যদি তা দেয় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

(৩) তারা যদি জিয্য়া দিতেও অস্বীকার করে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

আর তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করলে পর তারা তোমার নিকট আল্লাহ্র যিম্মাদারি এবং তোমার নবীর যিম্মাদারি লাভের আশা করলে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ্র যিম্মাদারি এবং তোমার নবীর যিম্মাদারি দিও না, বরং তোমার নিজের, তোমার পিতার এবং তোমার সহ-যোদ্ধাদের যিম্মাদারি দান করো। কারণ তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যিম্মাদারি ভঙ্গ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারি ভঙ্গ করার চেয়ে তোমাদের জন্য অধিকতর সহজ। আর তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করলে পর তারা তোমার নিকট আল্লাহ্র হুকুমে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করলে তুমি তাদেরকে আল্লাহ্র হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দিও না, বরং তাদেরকে তোমার নিজের হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দাও। কারণ তোমার জানা নেই যে, তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র হুকুম কার্যকর করতে পারবে কি না।

আলকামা (র) বলেন, আমি মুকাতিল ইবনে হাব্বান (র)-এর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, মুসলিম ইবনে হায়সাম (র) নোমান ইবনে মুকাররিন (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ طَاعَةِ الْاِمَامِ

ইমামের আনুগত্য করা।

২৮৫৯- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ

فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ الْاِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْاِمَامَ فَقَدْ عَصَانِىْ

২৮৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্রই অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি ইমামের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।

٢٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالاَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ .

২৮৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো, এমনকি আংগুর ফল সদৃশ্য (ক্ষুদ্র) মস্তকবিশিষ্ট কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয়।

٢٨٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْىَ ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِه اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ .

২৮৬১। উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নাক-কান কর্তিত কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয় তবুও তোমরা তার নির্দেশ শোনো ও আনুগত্য করো, যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী পরিচালনা করে।

٢٨٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ فَقِيْلَ هٰذَا اَبُوْ ذَرٍّ فَذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ اَنْ اَسْمَعَ وَاُطِيْعَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ .

২৮৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (নির্বাসনে) রাবাযা নামক স্থানে পৌছলেন তখন নামাযের একামত হচ্ছিল। এক ক্রীতদাস লোকদের নামাযে ইমামতি করিছল। (তাকে) বলা হলো, ইনি আবু যার (রা)। (এ কথায়) ক্রীতদাস পেছনে সরে আসতে উদ্যত হলে আবু যার (রা) বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়াত করেছেন ঃ আমি যেন (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করি ও আনুগত্য করি, যদিও সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত কাফ্রী ক্রীতদাস হয়।[৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ لاَ طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য নেই।

٢٨٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ عَلٰى بَعْثٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمَّا انْتَهٰى الٰى رَاْسِ غَزَاتِه اَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اسْتَاْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْجَيْشِ فَاَذِنَ لَهُمْ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِىَّ فَكُنْتُ فِيْمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اَوْقَدَ الْقَوْمُ نَاراً لِيَصْطَلُوْا اَوْ لِيَصْطَنِعُوْا عَلَيْهَا صَنِيْعًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ (وَكَانَتْ فِيْهِ دُعَابَةٌ) اَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَمَا اَنَا بِامِرِكُمْ بِشَىْءٍ الاَّ صَنَعْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَانِّىْ اَعْزِمُ عَلَيْكُمْ الاَّ تَوَاثَبْتُمْ فِىْ هٰذِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوْا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّهُمْ وَاثِبُوْنَ قَالَ اَمْسِكُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَانَّمَا كُنْتُ اَمْزَحُ مَعَكُمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلاَ تُطِيْعُوْهُ .

---

৭. উপরোক্ত হাদীসে নেতৃবৃন্দের আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। নেতৃ-আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করার উপরই সামাজিক শৃঙ্খলা, শান্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি নির্ভর করে। কুরআন মজীদেও নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তার আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মত নিঃশর্ত নয়। নেতার বৈধ নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে তা মনঃপূত হোক বা না হোক। কিন্তু তার নির্দেশ যদি শরীআতের পরিপন্থী হয়, তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত (অনুবাদক)।

২৮৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকামা ইবনে মুজায্‌যিয (রা)-কে একটি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আমিও তাতে শরীক ছিলাম। তিনি যখন গন্তব্যে পৌছেন অথবা পথিমধ্যে ছিলেন, তখন একদল সৈন্য তার নিকট (কোন বিষয়ে) অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ইবনে কায়েস আস-সাহ্‌মী (রা)-কে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। যেসব লোক আবদুল্লাহ (রা)-র সংগী হয়ে জিহাদ করেছে, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। লোকেরা পথিমধ্যে ছিল। এ অবস্থায় একদল লোক উত্তাপ গ্রহণের জন্য অথবা অন্য কোন কাজে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। আবদুল্লাহ (রা) তাদের বলেন (তিনি কিছুটা রসিক প্রকৃতির ছিলেন), আমার নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা কি তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়? তারা বললো হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে যা করার নির্দেশই দিবো তোমরা কি তাই করবে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কতক লোক (আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য) দাঁড়িয়ে গেলো এবং কোমর বাঁধলো। তিনি যখন দেখলেন, লোকেরা সত্যিই আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন বললেন, থামো। আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করেছি। (রাবী বলেন) আমরা ফিরে এলে লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেউ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নাফরমানি করার নির্দেশ দিলে তোমরা তার আনুগত্য করবে না।

٢٨٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ .

২৮৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাপকাজ ব্যতীত যে কোন কাজে মুসলিম ব্যক্তির উপর (নেতৃবৃন্দের) আনুগত্য করা অপরিহার্য, তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। অতএব পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।

٢٨٦٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ سَيَلِىْ اُمُوْرَكُمْ بَعْدِىْ رِجَالٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُوْنَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ اَفْعَلُ قَالَ تَسْاَلُنِىْ يَا ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللّٰهَ .

২৮৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই আমার পরে এমনসব লোক তোমাদের নেতা হবে, যারা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদ্‌আতের অনুসরণ করবে এবং নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যদি তাদের (যুগ) পাই, তবে কি করবো? তিনি বলেনঃ হে উম্মু আব্‌দ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কি করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ করে, তার আনুগত্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ الْبَيْعَةِ

বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ।

٢٨٦٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ وَيَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْاَثَرَةِ عَلَيْنَا وَاَنْ لاَ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .

২৮৬৬। উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃসময় ও সুসময়, আনন্দ ও বিষাদে এবং নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদানে (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে বায়আত (শপথ) গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের নিকট থেকে এ বিষয়ে বায়আত নেন যে, (রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে) আমরা যেন যোগ্য ব্যক্তির সাথে (গদি নিয়ে) বিবাদে লিপ্ত না হই। আর যেখানেই থাকি আমরা যেন সত্য কথা বলি এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার যেন পরোয়া না করি।

٢٨٦٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوْخِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنُ (اَمَّا هُوَ اِلَىَّ فَحَبِيْبٌ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِىْ فَاَمِيْنٌ) عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ تِسْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ فَقَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا (وَاَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً) وَلاَ تَسْاَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ بَعْضَ اُوْلٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلاَ يَسْاَلُ اَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّاهُ .

২৮৬৭। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) বলেন, আমরা সাত, আট অথবা নয় ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট বায়আত হবে না? তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে দিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার নিকট (ইতোপূর্বে) বায়আত হয়েছি, এখন (আবার) কিসের জন্য আপনার নিকট বায়আত হবো? তিনি বলেন ঃ (তোমরা এই বিষয়ে বায়আত হবে যে) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করবে, (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করবে। (একটি কথা তিনি গোপনে বললেন) ঃ মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাদের যে কোন ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার চাবুক নিচে পড়ে গেলেও তিনি কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।

٢٨٦٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّابٍ مَوْلٰى هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ .

২৮৬৮। হুরমুযের মুক্তদাস আত্তাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বায়আত হলাম। তিনি বলেন ঃ "যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায়"।

٢٨٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدَ ذٰلِكَ حَتّٰى يَسْاَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ .

২৮৬৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ক্রীতদাস এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করার শপথ নেয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, সে ক্রীতদাস। তার মনিব তাকে ফেরত নিতে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে আমার নিকট বিক্রয় করো। তিনি দুইটি কৃষ্ণকায় গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি কাউকে বায়আত করার পূর্বেই জিজ্ঞেস করে নিতেন, সে ক্রীতদাস কি না?

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

বায়আত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

٢٨٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ .

২৮৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি মাঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে কিন্তু তা

পথিকদের ব্যবহার করতে দেয় না; (২) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর অপর কোন ব্যক্তির নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, সে তা এত এত মূল্যে খরিদ করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে, অথচ তার কথা সত্য নয় এবং (৩) যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নেতার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, নেতা তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ দিলে সে তার শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ পূর্ণ করে না।

٢٨٧١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ تَسُوْسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِيْ نَبِيٌّ فِيْكُمْ قَالُوْا فَمَا يَكُوْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُ قَالُوْا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَدُّوا الَّذِيْ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ .

২৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের রাজনীতি পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ। যখনই একজন নবী চলে যেতেন (ইনতিকাল করতেন) তখনই আরেকজন নবী নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু আমার পরে তোমাদের মধ্যে আর কেউ নবী হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন ঃ খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা অনেক হবে। সাহাবীগণ বলেন, আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে খলীফা হবে তোমরা তার আনুগত্যের শপথ করো ,অতঃপর তার পরবর্তী খলীফার। তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তোমরা তা আদায় করো। আর তাদের উপর (তোমাদের) যে অধিকার প্রাপ্য আছে (তা আদায় না করলে), মহান আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তার হিসাব নিবেন।

٢٨٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ .

২৮৭২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।

٢٨٧٣- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ .

২৮৭৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার প্রতারণার মাত্রা অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

মহিলাদের বায়আত গ্রহণ।

٢٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ اُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُوْلُ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ اِنِّيْ لاَ اُصَافِحُ النِّسَاءَ .

২৮৭৪। উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রা) বলেন, বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কতক মহিলা সমভিব্যাহারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের বলেন ঃ যতদূর তোমাদের সামর্থ্যে ও শক্তিতে কুলায়। আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করি না।

٢٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ اِذَا هَاجَرْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللّٰهِ (يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الاية قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ اَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ

قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ غَيْرَ اَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ مَا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ اِلاَّ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ وَلاَ مَسَّتْ كَفُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَفَّ امْرَاَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُوْلُ لَهُنَّ اِذَا اَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا .

২৮৭৫। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা করতেন ঃ "হে নবী! ঈমানদার মহিলাগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে..." (সূরা মুমতাহানা ঃ ১২)। আয়েশা (রা) বলেন, যে কোন ঈমানদার মহিলা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী স্বীকার করতো সে যেন কঠিন পরীক্ষাকে স্বীকার করে নিতো। মহিলাগণ বাচনিক এসব কথা স্বীকার করে নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলতেনঃ তোমরা চলে যাও, আমি তোমাদের বায়আত গ্রহণ করেছি। (রাবী বলেন,) না, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না, তিনি শুধু কথার মাধ্যমে তাদের বায়আত করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে কেবলমাত্র সেইসব কথার স্বীকারোক্তি করাতেন যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না। তিনি তাদের শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বলতেন ঃ আমি বাচনিক তোমাদের বায়আত করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ السَّبْقِ الرِّهَانِ

ঘোড়দৌড়ের বর্ণনা।

٢٨٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَاْمَنُ اَنْ يُّسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَاْمَنُ اَنْ يُّسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ .

২৮৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুইটি ঘোড়ার সাথে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো, কিন্তু তার ঘোড়া জিতবে কিনা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত না হলে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুইটি ঘোড়ার সাথে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো এবং তার ঘোড়া জিতবে বলে সে নিশ্চত হলে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত।

٢٨٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ضَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلَ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِىْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ .

২৮৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়াকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিলেন।[৮] বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব ঘোড়ার দ্বারা তিনি আল-হাফ্য়া নামক স্থান থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করলেন। আর যেসব ঘোড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না সেগুলো দ্বারা সানিয়্যাতুল বিদা থেকে যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত (ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেন)।

٢٨٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْحَكَمِ مَوْلٰى بَنِىْ لَيْثٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ .

২৮৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে (মাল অথবা অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়), কিন্তু উট ও ঘোড়া ব্যতীত।

---

৮. "বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া" মূলে রয়েছে "দাম্মারা" (ضَمَّرَ)। অর্থাৎ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত ঘোড়াকে প্রথমে পর্যাপ্ত আহার দেয়া হয় এবং তা মোটাতাজা হয়ে যায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার পর তাকে ঘর্মাক্ত করার জন্য একটি কোঠায় আবদ্ধ রাখা হয়। ঘাম বের হয়ে তার গোশত কমে যায় এবং হালকা পাতলা হয়ে দ্রুত দৌড়ানোর উপযোগী হয় (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُّسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

শত্রুরাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ।

٢٨٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَبُوْ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ .

২৮৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন, এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।

٢٨٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى اَنْ يُّسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ .

২৮৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ সাথে নিয়ে শত্রুর এলাকায় সফরে যেতে নিষেধ করতেন এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বণ্টন ।

٢٨٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيْمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ لِبَنِىْ

هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ فَقَالاَ قَسَمْتَ لاِخْوَانِنَا بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَرٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ شَيْئًا وَّاحِداً .

২৮৮১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি ও উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন খায়বারে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য। তারা বললেন, আপনি আমাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছেন, অথচ আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক তো একই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে একই মনে করি।

অধ্যায় ঃ ২৫

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

(হজ্জ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى الْحَجِّ

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

٢٨٨٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَاَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوْعَ اِلَى اَهْلِهِ .

২৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সফর শাস্তিরই একটি টুকরা। তা তোমাদের যে কোন ব্যক্তির ঘুম ও পানাহারকে বাধাগ্রস্ত করে। তোমাদের যে কেউ সফরে নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসে।

٢٨٨٢(١)- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২৮৮২(১)। ইয়াকূব ইবনে হুমাইদ ইবন কাসিব.... আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٨٨٣-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْفَضْلِ (اَوْ

اَحَدهمَا عَنِ الْاُخَرِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعرِضُ الْحَاجَةُ .

২৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ফাদ্‌ল (রা)-এর সূত্রে (অথবা পরস্পরের সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

হজ্জ ফরয হওয়ার বিবরণ।

٢٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مَنْصُوْرُ ابْنُ وَرْدَانَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَجُّ فِىْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوْا اَفِى كُلِّ عَامٍ فَقَال لاَ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَنَزَلَتْ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) .

২৮৮৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ) ঃ "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য" (সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭), তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয? তিনি নীরুত্তর থাকলেন। পুনরায় তারা বলেন, প্রতি বছরই কি? তিনি বলেন, না। কিন্তু আমি যদি বলতাম, হাঁ, তবে তদ্রূপই ওয়াজিব হতো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে..." (সূরা মাইদা ঃ ১০১)।

٢٨٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَجُّ

فِىْ كُلِّ عَامٍ قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا عُذِّبْتُمْ .

২৮৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরজ? তিনি বলেন ঃ আমি যদি বলি হাঁ, তবে তা অবশ্যই ওয়াজিব (ফরয) হতো। আর যদি তা ওয়াজিব হতো তবে তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়তে। আর তোমরা যদি তা আদায় করতে না পারতে তবে তোমাদের শাস্তি দেয়া হতো।

٢٨٨٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَجُّ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ .

২৮৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আক্‌রা ইবনে হাসিব (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি বলেন ঃ বরং একবার মাত্র। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা নফল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ ও উমরার ফযীলাত।

٢٨٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

২৮৮৭। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দু'টি ধারাবাহিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র্য ও গুনাহ দূরীভূত করে, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

٢٨٨٧(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৮৮৭(১)। আবু বাক্র ইবনে আবু শায়বা-মুহাম্মাদ ইবনে বিশর-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ-আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া–তার পিতা-উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٨٨٨-حَدَّثَنَا اَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ سُمَىِّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ .

২৮৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক উমরা থেকে অপর উমরা পর্যন্ত মাঝখানের সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ এবং জান্নাতই হলো মাবরূর (ক্রটিমুক্ত) হজ্জের প্রতিদান।

٢٨٨٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করেছে এবং তাতে অশালীন কথাবার্তা বা আচরণ করেনি, সে এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যেমন তার মা তাকে (নিষ্পাপ) প্রসব করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

যানবাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা।

٢٨٩٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لاَ تُسَاوِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا وَلاَ سُمْعَةَ .

২৮৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উটের পিঠে) একটি পুরাতন জিন ও পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় হজ্জ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! এ এমন হজ্জ, যাতে কোন প্রদর্শনেচ্ছা বা প্রচারেচ্ছা নেই।

٢٨٩١- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هٰذَا قَالُوا وَادِي الأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ (فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لاَ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ) وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لِفْتٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا .

২৮৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝপথে ছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করাকালে তিনি বলেন ঃ এটা কোন্ উপত্যকা? সাহাবীগণ বলেন, আল-আযরাক উপত্যকা। তিনি বলেন ঃ আমি যেন মূসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি নিজের দুই আংগুল কর্ণদ্বয়ে স্থাপন করে তাঁর দীর্ঘ কেশের কিছুটা বর্ণনা দেন, যা রাবী দাউদ পূর্ণ মনে রাখতে পারেননি। তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করতে করতে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পথ অতিক্রম করে একটি টিলার উপর আসলাম। তিনি বলেন ঃ এটা কোন্ টিলা? সাহাবীগণ বলেন, এটা হারশা অথবা লিফাত (লাফ্ত) নামীয় টিলা। তিনি বলেন ঃ আমি যেন

ইউনুস (আ)-কে একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রীর উপর পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, যার নাসারন্ধ্রের রশি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তিনি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

হাজ্জীগণের দোয়ার ফযীলাত।

٢٨٩٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلٰى بَنِىْ عَامِرٍ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ .

২৮৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হজ্জযাত্রীগণ ও উমরার যাত্রীগণ আল্লাহ্র প্রতিনিধিদল। তারা তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট মাফ চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।

٢٨٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَاَجَابُوْهُ وَسَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ .

২৮৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র পথের সৈনিক, হজ্জযাত্রী ও উমরা যাত্রীগণ আল্লাহ্র প্রতিনিধি। তারা আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদের দান করেন।

٢٨٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَاْذَنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا اُخَىَّ اَشْرِكْنَا فِىْ شَىْءٍ مِّنْ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا .

২৮৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমরা আদায় করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন এবং

বলেন ঃ "হে আমার ছোট ভাই! তোমার দোয়ার মধ্যে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের ভুলে যেও না"।

٢٨٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ وَكَانَتْ تَحتَهُ ابْنَةُ أَبِى الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ تُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلٰى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوْقِ فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

২৮৯৫। সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবু দারদা (রা)-এর কন্যা তার বিবাহ বন্ধনে ছিল। তিনি তার নিকট এলেন এবং সেখানে উম্মু দারদা (রা)-কেও উপস্থিত পেলেন, কিন্তু আবু দারদা (রা)-কে পাননি। উম্মু দারদা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করতে চাও? সাফওয়ান (র) বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তুমি আমাদের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফেরেশতা তার দোয়ার সময় আমীন বলতে থাকেন। যখনই সে তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ। রাবী বলেন, অতঃপর আমি বাজারের দিকে গেলাম এবং আবু দারাদা (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ

কিসে হজ্জ ফরয হয়।

٢٨٩٦-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ الْمَكِّىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ وَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحَجُّ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ . قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ بِالْعَجِّ الْعَجِيْجَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ .

২৮৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বলেন ঃ পাথেয় ও বাহন থাকলে। সে (পুনরায়) বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাজ্জী কে? তিনি বলেন ঃ যার (ইহ্‌রামের কারণে) এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অপর এক বক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কি? তিনি বলেন ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করা। ওয়াকী (র)-এর মতে "আল-আজ্জু" অর্থ "তালবিয়া পাঠ" এবং "আস-সাজ্জু" অর্থ "পশু কোরবানী করা"।

٢٨٩٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْهِ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِيْ قَوْلَهُ (مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً) .

২৮৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাথেয় ও বাহন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭) (-এর তাৎপর্য এটাই)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْمَرْاَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

যে মহিলা সাথে অভিভাবক ব্যতীত হজ্জ করে।

٢٨٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ مَعَ اَبِيْهَا اَوْ اَخِيْهَا اَوِ ابْنِهَا اَوْ زَوْجِهَا اَوْ ذِيْ مَحْرَمٍ .

২৮৯৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাথে তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সফর না করে।

٢٨٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُوْ حُرْمَةٍ .

২৮৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তার জন্য এক দিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

٢٩٠٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ كُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَاَتِىْ حَاجَّةٌ قَالَ فَارْجِعْ مَعَهَا .

২৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে তার সাথে হজ্জে যাও।[১]

১. উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাহরাম সফরসঙ্গী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকী সফর করা সাধারণত জায়েয নয়। জমহূরের মতে স্বামী বা কোন মাহরাম (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) পুরুষ সাথে না থাকলে কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মাহরাম আত্মীয় থাকা শর্ত। তবে তার বাড়ি মক্কা শরীফ থেকে তিন মঞ্জিলের মধ্যে হলে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সাথে মাহরাম আত্মীয় থাকা শর্ত নয়। সে একাই হজ্জের সফরে যেতে পারে। একদল মুহাদ্দিস তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখঈরও এই মত।

ইমাম মালেক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আওযাঈ, আতা, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইবনে সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মাহরাম আত্মীয় থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় ঃ (১) স্বামী বা (২) অন্য কোন মাহরাম পুরুষ বা (৩) একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ

মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ।

٢٩٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

২৯০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে অস্ত্রবাজি নাই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা।

٢٩٠٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ

২৯০২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন দুর্বল ব্যক্তির জিহাদ হলো হজ্জ।

কতক বিশেষজ্ঞ আলেম নফল হজ্জ ও ব্যবসায়িক সফর মাহরাম ব্যতীত জায়েয বলেন– যদি তা একদল নির্ভরযোগ্য মহিলার একত্র সফর হয়। ইমাম যুহ্‌রী বলেন, "উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মহিলা কি সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর করতে পারে না? তিনি বলেন, সব মহিলার তো মাহরাম পুরুষ নাও থাকতে পারে। নাফে (র) বলেন, "অনেক আযাদকৃত দাসী সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়াই আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে সফরে যেতেন। ইবনে সীরীন, আওযাঈ, আতা, কাতাদা, ইবনে শিহাব যুহ্‌রীর মতেও মহিলারা সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়াই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পুরুষ লোকের সাথে সফরে যেতে পারে। অন্নের সন্ধানেও কোন মহিলা মাহরামহীন অবস্থায় সফর করতে পারে।

বর্তমান কালে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এতোটা উন্নতি হয়েছে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাজার হাজার মাইল পথ অতি সহজেই অতিক্রম করা যায় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তথ্য পৌঁছানো যায়। বিশেষত বিমান কোম্পানীগুলো যাত্রীদের জান-মালের নিরাপত্তার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এমতাবস্থায় কোন মহিলার জন্য সাথে মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী ভিন দেশে নিজ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত অথবা কোন সেমিনার-সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাতায়াত জায়েয। উপরে উল্লিখিত দলীল-প্রমাণ থেকে এর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। ইসলাম মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য এসেছে, তাকে কোথাও স্থবির করার জন্য নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের জন্য দীনকে সহজ করো, কঠিন করো না" (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٢٩٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لاَ قَالَ فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ .

২৯০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ শুব্রুমা কে? সে বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বলেন ঃ তুমি কি কখনও হজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে এই হজ্জ তোমার নিজের পক্ষ থেকে করো, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

٢٩٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَحُجُّ عَنْ اَبِيْ قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ فَاِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا .

২৯০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। তুমি যদি তার জন্য কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি করতে না পারো, তবে অন্তত তার জন্য অকল্যাণ ও পাপ বৃদ্ধি করো না।

٢٩٠٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ (رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ) اَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلٰى اَبِيْهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَذٰلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضٰى عَنْهُ .

২৯০৫। আবুল গাওছ ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার পিতার উপর ফরজ হওয়া হজ্জ সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি মারা গেছেন কিন্তু হজ্জ করতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ মানতের রোযাও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٢٩٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعَنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ .

২৯০৬। আবু রাযীন আল-উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ অথবা উমরা করতে বা বাহনে উপবিষ্ট থাকতে অক্ষম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় করো।

٢٩٠٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ اَفْنَدَ وَاَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِىءُ عَنْهُ اَنْ اُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ .

২৯০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাছআম গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ এবং অচল হয়ে পড়েছেন। বান্দাদের উপর আল্লাহ্র ফরযকৃত হজ্জ তার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি তা আদায় করতে সক্ষম নন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ।

٢٩٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّحُجَّ اِلاَّ مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ .

২৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হুসাইন ইবনে আওফ (রা) অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি হজ্জ করতে সক্ষম নন– যদি না তাকে হাওদার সাথে বেঁধে দেয়া হয়। তিনি মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

٢٩٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَخِيْهِ الْفَضْلِ اَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرَ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ مِّنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّرْكَبَ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ .

২৯০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই আল-ফাদল (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহ্র ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপরও তার বৃদ্ধ বয়সে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনে চড়তে সক্ষম নন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। কেননা তোমার পিতার কোন ঋণ থাকলে তাও তোমাকেই পরিশোধ করতে হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

শিশুদের হজ্জ।

٢٩١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ .

২৯১০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হজ্জ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব হবে তোমার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলে।

٢٩١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يَّأْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

২৯১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল্-হুলায়ফা) নামক স্থানে উমায়স কন্যা আস্‌মা (রা)-র নিফাস হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দেশ দেন।

٢٩١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ

اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْمُرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ اِلاَّ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ .

২৯১২। আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উমাইস-কন্যা আসমা (রা)-ও ছিলেন। তিনি শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র-কে প্রসব করলেন। আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার এবং লোকদের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালনের নির্দেশ দেন, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।

٢٩١٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُهِلَّ .

২৯১৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন গোসল করে একটি কাপড় জড়িয়ে নেন ও ইহ্‌রাম বাঁধেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَوَاقِيْتِ اَهْلِ الْاٰفَاقِ

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মীকাত।

٢٩١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ

نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا هٰذِهِ الثَّلاَثَةُ فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

২৯১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মদীনাবাসীগণ যুল্-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ আল-জুহ্ফা থেকে, নাজ্দবাসীগণ 'কারন' নামক স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এই তিনটি মীকাতের বর্ণনা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়ামনবাসীগণ ইয়ালাম্লাম থেকে ইহ্রাম বাঁধবে।

٢٩١٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْاُفُقِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ .

২৯১৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বলেন ঃ মদীনাবাসীগণের মীকাত যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত আল-জুহ্ফা, ইয়ামনবাসীদের মীকাত ইয়ালামলাম, নাজ্দবাসীদের মীকাত 'কারন', প্রাচ্যের লোকদের মীকাত যাতু ইর্ক।[২] অতঃপর তিনি দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ ! তাদের অন্তরসমূহ ঈমানের দিকে ধাবিত করুন।

---

২. যে স্থান বরাবর পৌঁছে হজ্জযাত্রীদের ইহ্রাম বাঁধতে হয় সেই স্থানকে "মীকাত" বলে। হজ্জযাত্রীগণ ইহ্রাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারেন না। মীকাতের স্থানসমূহ ঃ যুল্-হুলায়ফা, এর বর্তমান নাম আব্আরু আলী, যা মদীনার ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আল-জুহ্ফা সিরিয়া ও এতদঞ্চল হয়ে আগত লোকদের মীকাত। এটা রাবাগ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম। কারনুল মানাযিল-এর বর্তমান নাম আস-সায়েল। ইয়ালাম্লাম্ তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের হজ্জযাত্রীগণের এটাই মীকাত। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মীকাতের সীমার অভ্যন্তরে বসবাসকারী লোকদের ব্যতীত অন্যদের পক্ষে কোনো অবস্থায় ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ জায়েয নয় (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الْاحْرَامِ

ইহ্‌রাম বাঁধা।

٢٩١٦- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ .

২৯১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় পদদ্বয় বাহনের পাদানিতে রাখেন এবং তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন তিনি যুল্-হুলায়ফার মসজিদের নিকটে ইহ্‌রাম বাঁধেন।

٢٩١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالاَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ انِّىْ عِنْدَ ثِفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا وَذٰلِكَ فِىْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ .

২৯১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ-শাজারা (যুল-হুলায়ফা) নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর পায়ের নিকটে ছিলাম। উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি বলেন ঃ "লাব্বায়কা বি-উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিম-মাআন" (আমি তোমার দরবারে একসাথে হজ্জ ও উমরার সংকল্প নিয়ে হাযির হচ্ছি)। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ التَّلْبِيَةِ

তাল্‌বিয়া।

٢٩١٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

২৯১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তালবিয়া শিখেছি। তিনি বলেন ঃ "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা লাব্বায়কা, লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা। ইন্নাল-হাম্‌দা ওয়ান-নিমাতা লাকা ওয়াল মুল্‌কা লা শারীকা লাকা" ("হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার নিকট হাযির হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই")। রাবী (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) এর সাথে যোগ করতেন ঃ "লাব্বায়কা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা ওয়াল-খায়রু ফী ইয়াদায়কা, লাব্বায়কা ওয়ার-রাগবাউ ইলায়কা ওয়াল-আমালু" ("তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার নিকট হাযির হয়েছি, তোমার নিকট হাযির আছি, তোমার খেদমতে সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই নির্দেশে")।

٢٩١٩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ .

২৯১৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ ঃ "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা ইন্নাল-হাম্‌দা ওয়ান-নিমাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা"।

٢٩٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ .

২৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তালবিয়ায় বলেন ঃ "লাব্বায়কা ইলাহাল্-হাক্ক লাব্বায়কা"।

٢٩٢١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّىْ اِلاَّ لَبِّى مَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا .

২৯২১। সাহ্ল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তিই তালবিয়া পাঠ করে, সাথে সাথে তার ডান ও বাঁ দিকের পাথর, গাছপালা অথবা মাটি, এমনকি দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত উভয় দিকের সবকিছু তালবিয়া পাঠ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

٢٩٢٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ .

২৯২২। খাল্লাদ ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ দেই।

٢٩٢٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ اَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَاِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ .

২৯২৩। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কারণ তা হজ্জের অন্যতম নিদর্শন।

٢٩٢٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ .

২৯২৪। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা এবং কোরবানীর দিন কোরবানী করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফযীলাত।

٢٩٢٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالُوْا ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلّٰهِ يَوْمَهُ يُلَبِّىْ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ اِلاَّ غَابَتْ بِذُنُوْبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২৯২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কোরবানীর দিন আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী করে এবং মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহ রাশিসহ অস্ত যায়। তখন সে তার জন্মদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম বস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধি ব্যবহার।

٢٩٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يُفِيْضَ . قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ .

২৯২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার প্রাক্কালে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই এবং ইহ্‌রাম খোলার সময় তাওয়াফে ইফাদা করার পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই। সুফিয়ানের বর্ণনায় "আমার এই দুই হাত দিয়ে" কথাটুকুও উল্লেখ আছে।

٢٩٢٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّىْ .

২৯২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি, তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন।

٢٩٢٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَرٰى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৯২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে তিন দিন পরেও সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি ছিলেন ইহ্‌রাম অবস্থায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

ইহরাম অবস্থায় যেরূপ কাপড় পরিধান করবে।

٢٩٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلْبِسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ اَوِ الْوَرْسُ .

২৯২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইহরামধারী ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং মোজা পরবে না। কিন্তু তার জুতা না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে, তবে পায়ের গোছা বরাবর মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলবে। সে জাফরান অথবা সুগন্ধি ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করবে না।

٢٩٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ .

২৯৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামধারী ব্যক্তিকে কুমকুম অথবা ওয়ারস ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ السَّرَاوِيْلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ اِذَا لَمْ يَجِدْ اِزَارًا اَوْ نَعْلَيْنِ

কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহ্‌রিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে।

٢٩٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ

النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ (قَالَ هِشَامٌ عَلَى الْمِنْبَرِ) فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ . وَقَالَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ اِلاَّ اَنْ يُّفْقَدَ .

২৯৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণদানকালে বলতে শুনেছি ঃ যে (মুহরিম) ব্যক্তি কাপড় সংগ্রহ করতে পারেনি সে পাজামা পরতে পারে এবং যে ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে পারেনি সে মোজা পরতে পারে। হিশামের বর্ণনায় আছে ঃ 'কাপড় না পেলে সে পাজামা পরিধান করবে'।

٢٩٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৯৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরিধান করবে। সে যেন গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্রাম অবস্থায় যেসব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

٢٩٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَائِشَةُ اِلٰى جَنْبِهِ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ فَطَلَعَ الْغُلاَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ فَقَالَ لَهُ اَيْنَ بَعِيْرُكَ قَالَ اَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ مَعَكَ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ .

২৯৩৩। আবু ব্াকর (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আল-আর্জ নামক স্থানে পৌঁছে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন, আয়েশা (রা) তাঁর পাশে বসলেন এবং আমি আবু বাক্র (রা)-র পাশে বসলাম। আমাদের ও আবু বাক্র (রা)-র এবং তাঁর গোলামসহ একটি উট ছিল। রাবী বলেন, ইত্যবসরে গোলাম আসলো কিন্তু তার সাথে উট ছিলো না। আবু বাক্র (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট কোথায়? সে বললো, গত রাতে তা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তোমার সাথে একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তিনি তাকে মারতে শুরু করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দেখো! এই ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় কি করছে?

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

ইহ্রামধারী ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারে।

٢٩٣٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَاَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْاَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَاَهُ حَتّٰى بَدَا لِىْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُهُ يَفْعَلُ .

২৯৩৪। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) আল-আবওয়া নামক স্থানে একটি বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহরামধারী ব্যক্তি নিজ মাথা ধৌত করতে পারবে। আর আল-মিসওয়ার (রা)

বলেন, সে নিজ মাথা ধৌত করতে পারবে না। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। আমি গন্তব্যে পৌঁছে দেখি যে, তিনি দু'টি খুঁটির মাঝখানে কাপড় দ্বারা পর্দা টেনে গোসল করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন। ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, আবু আইউব (রা) তার হস্তদ্বয় পর্দার কাপড়ের উপর রেখে তা মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করলেন এবং আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, পানি ঢালো। লোকটি তার গোসলে সাহায্য করছিল। সে তার মাথায় পানি ঢেলে দিলো। তিনি স্বহস্তে তার গোটা মাথা মর্দন করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে (মাথা ধৌত) করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلٰى وَجْهِهَا

ইহ্‌রামধারী স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় ঝুলানো।

٢٩٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَاِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ اَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِنَا فَاِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا .

২৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কোন কাফেলা আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা নিজেদের মাথার সামনে দিয়ে (মুখমণ্ডলে) কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। তারা আমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর আবার তা মুখমণ্ডল থেকে তুলে ফেলাতম।

٢٩٣٥(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২৯৩৫(১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস-ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-মুজাহিদ-আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الشَّرْطِ فِى الْحَجِّ

হজ্জে শর্ত আরোপ করা।

٢٩٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ (قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَوْ سُعْدَىْ بِنْتِ عَوْفٍ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكِ يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الْحَجِّ فَقَالَتْ اَنَا امْرَاَةٌ سَقِيْمَةٌ وَاَنَا اَخَافُ الْحَبْسَ قَالَ فَاَحْرِمِىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ.

২৯৩৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে তার দাদী আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) অথবা নানী সুদায় বিনতে আওফ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিব কন্যা দুবাআ (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে ফুফুজান! কোন জিনিস আপনাকে হজ্জ থেকে বিরত রাখছে? তিনি বলেন, আমি একজন অসুস্থ মহিলা। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে পারবো না। তিনি বলেন ঃ আপনি ইহ্‌রাম বাঁধুন এবং এই শর্ত আরোপ করুন, "যেখানে আমি বাধাগ্রস্ত হবো, সেখানেই ইহরামমুক্ত হবো"।

٢٩٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ اَمَا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ الْعَامَ قُلْتُ اِنِّىْ لَعَلِيْلَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ حُجِّىْ وَقُوْلِىْ مَحِلِّىْ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ .

২৯৩৭। দুবাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট উপস্থিত হলেন, আমি তখন রোগগ্রস্ত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আপনি কি এ বছর হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো অসুস্থ। তিনি বলেন ঃ আপনি হজ্জের নিয়াত করুন এবং বলুন, "আপনি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবেন সেখানে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবো"।

٢٩٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اُهِلُّ قَالَ اَهِلِّىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ .

২৯৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা দুবাআ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি রোগগ্রস্ত এবং আমি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। অতএব আমি কিভাবে ইহ্‌রাম বাঁধবো? তিনি বলেন ঃ আপনি ইহ্‌রাম বাঁধুন এবং এই শর্ত রাখুন, "আপনি (আল্লাহ্) যেখানে আমাকে বাঁধাগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহ্‌রাম খোলার স্থান"।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ دُخُوْلِ الْحَرَمِ

হেরেম এলাকায় প্রবেশ।

٢٩٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْاَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُوْنَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً .

২৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) হেরেমের এলাকায় পদব্রজে ও নগ্নপদে প্রবেশ করতেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান নগ্নপদে ও পদব্রজে সমাপন করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ

মক্কায় প্রবেশ।

٢٩٤٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَاِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى .

২৯৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং যখন বের হতেন তখন নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

٢٩٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَاراً.

২৯৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করেন।

٢٩٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَداً وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَداً بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ (يَعْنِى.الْمُحَصَّبَ) حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذٰلِكَ اَنَّ بَنِيْ كِنَايَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيُّ .

২৯৪২। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আগামী কাল কোথায় অবতরণ করবো? এটা তাঁর (বিদায়) হজ্জের সময়কার কথা। তিনি বলেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য একটি বাড়িও অবশিষ্ট রেখেছে? তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমরা আগামী কাল বনূ কিনানার ঘাঁটিতে (অর্থাৎ মুহাসসাবে) অবতরণ করবো যেখানে কুরায়শগণ কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল। অর্থাৎ বনূ কিনানা কুরায়শদের নিকট থেকে বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তারা শেষোক্ত গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করবে না। মামার (র) বলেন, যুহ্‌রী (র) বলেছেন, আল-খায়ফ অর্থ উপত্যকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

٢٩٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَاَيْتُ الْاُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ اِنِّى لَأُقَبِّلُكَ وَاِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْ لاَ اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

২৯৪৩। আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-উসায়লিহ্ অর্থাৎ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমা দিচ্ছেন আর বলছেন, আমি অবশ্যি তোমাকে চুম্বন করছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি ক্ষতিও করতে পারো না এবং উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুমা দিতাম না।

٢٩٤٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِىُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ هٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلٰى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ .

২৯৪৪। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে, তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সে এমন লোকের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে যে তাকে সত্যতার সাথে চুমা দিয়েছে।

٢٩٤٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ يَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِىْ طَوِيْلاً ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِىْ فَقَالَ يَا عُمَرُ هٰهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ .

২৯৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের দিকে মুখ করলেন, অতঃপর তার উপর নিজের দুই ঠোঁট স্থাপন করে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও কাঁদছেন। তিনি বলেন ঃ হে উমার! এটাই অশ্রু প্রবাহিত করার উপযুক্ত স্থান।

٢٩٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ الاَّ الرُّكْنَ الاَسْوَدَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ .

২৯৪৬। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ্‌র কোন রুকনে চুমা খেতেন না, কেবলমাত্র রুকনুল আসওয়াদ (কালো পাথর) এবং এর নিকটের জুমাহ্‌ গোত্রের দিককার কোণে (রুকনে ইয়ামানীতে) চুমা খেতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ مَنْ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِه

লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেওয়া।

٢٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَانَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيْهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلٰى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمٰى بِهَا وَاَنَا اَنْظُرُهُ .

২৯৪৭। শায়বা-র কন্যা সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর যখন নিশ্চিন্ত (নিরাপদ) হলেন তখন তিনি স্বীয় উটে আরোহণ করে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং নিজের হাতের লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেন। অতঃপর তিনি কাবার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেন এবং তথায় কাঠের তৈরী একটি কবুতর দেখতে পান। তিনি তা ভেংগে ফেলেন, অতঃপর তিনি কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে তা বাইরে নিক্ষেপ করেন। আমি তা দেখছিলাম।

٢٩٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

২৯৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ করেন এবং একটি লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) রুকনকে চুমা দেন।

٢٩٤٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ خَرَّبُوْذَ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهٖ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ .

২৯৪৯। আবু তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, নিজের লাঠির সাহায্যে রুকন স্পর্শ করেন এবং লাঠিতে চুমা দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ الرَّمْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

বাইতুল্লাহ্‌র চারপাশে তাওয়াফের সময় রমল করা।

٢٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ رَمَلَ ثَلاَثَةً وَمَشٰى اَرْبَعَةً مِنَ الْحِجْرِ اِلَى الْحِجْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

২৯৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শুরু করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে (তাওয়াফে) রামল করতেন

(বাহু দুলিয়ে বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করতেন) এবং চার চক্করে সাধারণ গতিতে হেঁটে তাওয়াফ করতেন– হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত। ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

٢٩٥١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ اِلَى الْحِجْرِ ثَلاَثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا .

২৯৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার রামল করতেন এবং চারবার সাধারণ গতিতে তাওয়াফ করতেন।

٢٩٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِيْمَ الرَّمَلاَنُ الْاٰنَ وَقَدْ اَطَّاَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৯৫২। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এখন এই দুই রামলের মধ্যে কি ফায়দা আছে? এখন তো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কুফর ও তার অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেসব আমল করেছি তার কিছুই ত্যাগ করবো না।

٢٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَبِيْ خَيْثَمٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَصْحَابِه حِيْنَ اَرَادُوْا دُخُوْلَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَتِه بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ اِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلَيَرَوُنَّكُمْ جُلْدًا فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوْا وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَشَوْا اِلَى الرُّكْنِ الْاَسْوَدِ ثُمَّ رَمَلُوْا حَتّٰى بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ مَشَوْا اِلَى الرُّكْنِ الْاَسْوَدِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْاَرْبَعَ .

২৯৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বছরের উমরা পালনকালে মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের সম্প্রদায় আগামী কাল তোমাদের দেখতে পাবে। অতএব তারা যেন তোমাদের সতেজ ও চালাক-চতুর দেখতে পায়। তারা মসজিদে প্রবেশ করে রুকন (পাথর) চুম্বন করেন এবং রামল করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ছিলেন। তারা রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হন। তারা পুনরায় রামল করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছান, অতঃপর রুকনুল-আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে চলেন। তারা তিনবার রামল করেন ও চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ الْاِضْطِبَاعِ

ইদতিবা (বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর পরিধান)।

٢٩٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ وَقَبِيْصَةُ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ يَعْلٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا قَالَ قَبِيْصَةُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ

২৯৫৪। ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান কাঁধ খোলা রেখে এবং বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় কোন একত্রে লটকিয়ে তাওয়াফ করেন। কাবীসা (র) তার বর্ণনায় বলেন, তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ

হাতীমও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত।

٢٩٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَ ابْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ مَا مَنَعَهُمْ اَنْ يُدْخِلُوْهُ فِيْهِ قَالَ

عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ اِلَيْهِ الاَّ بِسُلَّمٍ قَالَ ذٰلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ لِيُدْخِلُوْهُ مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْهُ مَنْ شَاءُوْا وَلَوْ لاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ مَخَافَةَ اَنْ تَنْفِرَ قُلُوْبُهُمْ لَنَظَرْتِ هَلْ اُغَيِّرُهُ فَاَدْخِلَ فِيْهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْاَرْضِ .

২৯৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজর (হাতীম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তা বাইতুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, তাকে কাবার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন জিনিস তাদের বাধা দিলো? তিনি বলেন ঃ অর্থাভাব তাদের অপরাগ করে দিয়েছিল। আমি বললাম, তার দরজা এতো উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, তাতে সিঁড়ি ব্যতীত উঠা যায় না? তিনি বলেন ঃ তা তোমার সম্প্রদায়ের কাণ্ড। তাদের মর্জি হলে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারতো, আর যাদেরকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশে বাধা দিতো। তোমার সম্প্রদায়ের কুফরী ত্যাগের যুগ যদি অতি নিকটে না হতো এবং (কাবা ঘর ভাংগার কারণে) তাদের মধ্যে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো; তাহলে তুমি দেখতে পেতে, আমি কিভাবে তা পরিবর্তন করতাম! তা থেকে যা বাদ দেয়া হয়েছিল আমি পুনরায় তা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর স্থাপন করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের ফযীলাত।

٢٩٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .

২৯৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলো এবং দুই রাক্আত নামায পড়লো, তা একটি ক্রীতদাসকে দাসত্বমুক্ত করার সমতুল্য।

٢٩٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ اَبِيْ سَوِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْاَلُ عَطَاءَ بْنَ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَهُوَ

يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُوْنَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوْا اٰمِيْنَ . فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ قَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِىْ هٰذَا الرُّكْنِ الْاَسْوَدِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَاوَضَهُ فَاِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلاَّ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِىْ تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ .

২৯৫৭। হুমাইদ ইবনে আবু সাবিয়্যা (র) বলেন, আমি ইবনে হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আতা ইবনে আবু রাবাহ (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন ফেরেশতা মোতায়েন আছেন। অতএব যে ব্যক্তি বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফ্‌ওয়া, ওয়াল-আফিয়াতা ফিদ-দুন্‌য়া ওয়াল-আখিরাতে রব্বানা আতিনা ফিদ-দুন্‌য়া হাসানাতান ওয়াফি'ল-আখিরাতে হাসানাতান ওয়াকিনা আযাবান-নার," তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন। ("হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখেরাতের। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন")।

আতা (র) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজরে আসওয়াদ) পৌঁছলে ইবনে হিশাম (র) বলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কী জানতে পেরেছেন? আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "যে কেউ তার সামনা-সামনি হলো, সে যেন দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতের সামনাসামনি হলো"। ইবনে হিশাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মুহাম্মাদ! তাওয়াফ সম্পর্কে কী এসেছে? আতা (র) বলেন, আমার নিকট আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে এবং কোন কথা না বলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে, "সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্," তার দশটি গুনাহ্ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফরত অবস্থায় কথা বলে, সে তার পদদ্বয় কেবল রহমাতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, যেমন কারো পদদ্বয় পানিতে ডুবে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

তাওয়াফশেষে দুই রাক্আত নামায পড়া।

٢٩٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ يُحَاذِىْ بِالرُّكْنِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ اَحَدٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً .

২৯৫৮। আল-মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সাত পাক তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলেন এবং মাতাফের প্রান্তে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। তাঁর ও তাওয়াফের মাঝে আর কেউ ছিলো না। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা (সুতরাবিহীন অবস্থায় নামায পড়া) কেবল মক্কার জন্য নির্দিষ্ট।

٢٩٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ (قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِىْ عِنْدَ الْمَقَامِ) ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا .

২৯৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) পৌছে সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, অতঃপর দুই রাক্আত নামায পড়েন (ওয়াকী বলেন, অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমের নিকটে), অতঃপর সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হন।

٢٩٦٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ اَتٰى مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا مَقَامُ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ هٰكَذَا قَرَاَهَا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى قَالَ نَعَمْ .

২৯৬০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে এলেন। তখন উমার (রা) বলেন, হে.আল্লাহ্র রাসূল! এ তো আমাদের পিতা (পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম (আ)-এর স্থান, যে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। ওলীদ (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে পাঠ করেছেন ঃ "ওয়াত্তাখিযূ মিম-মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা"? তিনি বলেন, হাঁ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا

অসুস্থ ব্যক্তির বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা।

٢٩٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا مَرِضَتْ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَطُوْفَ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَهِىَ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ اِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاُ (وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ) قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرٍ .

২৯৬১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লোকদের পেছনে পেছনে জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ্র দিকে ফিরে নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি "ওয়াত-তূর ওয়া কিতাবিম-মাসতূর" সূরা তিলাওয়াত করেন। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা আবু বাক্র (র) বর্ণিত হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ الْمُلْتَزَمِ

মুলতাযাম-এর বর্ণনা।

٢٩٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنّٰى بْنَ الصَّبَّاحِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِىْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ اَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضٰى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحِجْرِ وَالْبَابِ فَاَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

২৯৬২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রা)-র সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আমরা সাতবার তাওয়াফ শেষে কাবার পশ্চাতে নামায পড়লাম। অতঃপর আমি বললাম, আমরা কি আল্লাহ্র নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবো না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝ বরাবর দাঁড়ান, অতঃপর তার নিজের বুক, হস্তদ্বয় ও গাল তার সাথে লাগান এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِى الْمَنَاسِكَ اِلاَّ الطَّوَافَ

ঋতুবতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করবে।

٢٩٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ لاَ نَرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا لَكِ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

২৯৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ আদায় করা। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে অথবা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কি হয়েছে, তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করো, শুধুমাত্র বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কোরবানী করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ الاِفْرَادِ بِالْحَجِّ

ইফরাদ হজ্জ।

٢٩٦٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَاَبُوْ مُصْعَبٍ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৯৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফ্‌রাদ হজ্জ করেন।

٢٩٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيْمًا فِيْ حَجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৯৬৫। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেন।

٢٩٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ وَحَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৯৬৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেন।

٢٩٦٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ اَفْرَدُوا الْحَجَّ .

২৯৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) ইফরাদ হজ্জ করেন।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

যে ব্যক্তি একই ইহ্‌রামে হজ্জ ও উমরা (কিরান হজ্জ) আদায় করে।

٢٩٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً .

---

৩. হজ্জ তিন প্রকার ঃ ইফ্‌রাদ, কিরান ও তামাত্তু। শুধুমাত্র হজ্জের নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করার পর ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার পর পুনরায় নতুনভাবে ইহ্‌রাম বেঁধে ও নিয়াত করে উমরা করতে হয়।

হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে তামাত্তু হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা পালন করতে হয়। অতঃপর ইহ্‌রাম খুলে হজ্জের নিয়াতে পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদের জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক। অন্য দুই প্রকারের হজ্জকারীদের জন্য তা অপরিহার্য নয়।

একই সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে প্রথমে উমরা আদায়ের পর হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করার পরই ইহ্‌রামমুক্ত হওয়া যায়।

'উমরা' শব্দের অর্থ যিয়ারত বা দর্শন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে বাইতুল্লাহ্ যিয়ারত। হজ্জের কার্যক্রম সমাধা করতে হয় যিলহজ্জ মাসে। কিন্তু উমরা বছরের যে কোন সময়ে করা যায়। ইমাম মালেক ও শাফিঈ (র)-এর মতে উমরা ফরয। কারণ কুরআন মজীদে হজ্জ ও উমরা যুগপৎভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উমরা সুন্নাত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, উমরা কি ফরয? তিনি বলেন ঃ "না, তবে তোমাদের জন্য উমরা করা উত্তম" (তিরমিযী)।

২৯৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশে হাযির"।

٢٩٦٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ .

২৯৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশে আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি"।

٢٩٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُوْلُ كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمْتُ فَاَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِيْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ لَهٰذَا اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهِ فَكَاَنَّمَا حَمَلاَ عَلَيَّ جَبَلاً بِكَلِمَتِهِمَا فَقَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلاَمَهُمَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ هِشَامٌ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ شَقِيْقٌ فَكَثِيْرًا مَا ذَهَبْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ نَسْاَلُهُ مِنْهُ .

২৯৭০। আস-সুবাই ইবনে মাবাদ (র) বলেন, আমি ছিলাম একজন নাসারা (খৃস্টান); অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি। আমি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশে ইহ্‌রাম বাঁধলাম। সালমান ইবনে রবীআ ও যায়েদ ইবনে সূহান (রা) উভয়ে আমাকে কাদিসিয়ায় হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেন। তখন তারা বলেন, এ ব্যক্তি তো তার উটের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। তাদের এই মন্তব্য যেন আমার বুকের উপর একটি পাহাড় নিক্ষেপ করলো। তাই আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করলাম। তিনি তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে তিরস্কার করলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছো, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছো। হিশাম (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, শাকীক (র) বলেছেন, আমি ও মাসরূক অনেকবার (সুবাই ইব্‌ন মাবাদের নিকট) গিয়েছি এবং এ হাদীস সম্পর্কে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছি।

٢٩٧٠(١)- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَخَالِى يَعْلَى قَالُوْا ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَاَسْلَمْتُ فَلَمْ اٰلُ اَنْ اَجْتَهِدَ فَاَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৯৭০(১)। আস-সুবাই ইবনে মাবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবক বয়সে আমি খৃষ্টান ছিলাম, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি এবং ইবাদত-বন্দেগী করার চেষ্টা করি। আমি একই সাথে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٩٧١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .

২৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ইহ্রামে হজ্জ ও উমরা আদায় করেন (কিরান হজ্জ করেন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ।

٢٩٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا اَبِىْ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَاَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِيْنَ قَدِمُوْا اِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا .

২৯৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য একবার (সাত পাক) মাত্র তাওয়াফ করেন।

٢٩٧٣-حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافًا وَاحِدًا .

২৯৭৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরার উদ্দেশে এক তাওয়াফ করেন।

٢٩٧٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২৯৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিরান হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে (মক্কায়) আগমন করেন। তিনি সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছেন।

٢٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفٰى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا .

২৯৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বাঁধলে এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। সে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন না করা পর্যন্ত ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারে না। সে হজ্জ ও উমরা থেকে একই সাথে ইহ্‌রামমুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعَمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ

উমরাসহ তামাত্তু হজ্জের বর্ণনা।

٢٩٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ (يَعْنِيْ دُحَيْمًا) ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالاَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ

اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَّبِّىْ فَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ .

২৯৭৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল-আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে বলতে শুনেছি ঃ আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট একজন দূত এসে বলেন, এই বরকতময় উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুন ঃ উমরা ও হজ্জের (ইহ্‌রাম)। হাদীসের মূল পাঠ দুহায়ম-এর বর্ণনা অনুযায়ী।

٢٩٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فِىْ هٰذَا الْوَادِىْ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৯৭৭। সুরাকা ইবনে জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণদানের উদ্দেশে এই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে বলেন ঃ জেনে রাখো! কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা যেতে পারে।

٢٩٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ يَزِيْدَ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَخِيْهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ اِنِّىْ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اِعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِهِ فِى الْعَشْرِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ قَالَ فِىْ ذٰلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَا شَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ .

২৯৭৮। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) বলেন, ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) আমাকে বলেন, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আশা করি আল্লাহ তাআলা আজকের দিনের পর থেকে এ হাদীস দ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের একদল সদস্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যে উমরা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বাধা দেননি এবং তা রহিতকারী কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে এক ব্যক্তি (উমার ইবনুল খাত্তাব) এ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছামত যা বলার তাই বলেন।

٢٩٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّهُ كَانَ يُفْتِىْ بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتّٰى لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ وَاَصْحَابُهُ وَلٰكِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ يَّظَلُّوْا بِهِنَّ مُعْرِسِيْنَ تَحْتَ الْاَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُوْنَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوْسُهُمْ .

২৯৭৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তু হজ্জের অনুকূলে ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি আপনার কতক ফতোয়া দেয়া ছেড়ে দিন বা ত্যাগ করুন। আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে আমীরুল মুমিনীন (উমার) হজ্জের ব্যাপারে নতুন হুকুম জারী করেছেন। অবশেষে আমি (আবু মূসা) তার সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন উমার (রা) বলেন, আমি অবশ্যই জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তামাত্তু হজ্জ করেছেন। কিন্তু আমার নিকট এটা খুবই খারাপ লাগে যে, লোকেরা গাছের নীচে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর মাথার চুল থেকে পানি পতিত অবস্থায় হজ্জে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করা।

٢٩٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا

طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَاَنْ نَحِلَّ اِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ خَمْسٌ فَنَخْرُجُ اِلَيْهَا وَمَذَاكِيْرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لاَبَرُّكُمْ وَاَصْدَقُكُمْ وَلَوْ لاَ الْهَدْىُ لاَحْلَلْتُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ اَمُتْعَتُنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِاَبَدٍ فَقَالَ لاَ بَلْ لِاَبَدِ الْاَبَدِ .

২৯৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জের নিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহ্‌রাম বাঁধলাম, এর সাথে উমরার নিয়াত করিনি। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ সমাপ্ত করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইহ্‌রাম (ভঙ্গ করে) উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করার নির্দেশ দেন এবং স্ত্রীদের সাথে মেলামেশার অনুমতি দেন। আমরা আরজ করলাম, আমাদের ও আরাফাত দিবসের মধ্যে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে। আমরা তো আমাদের লজ্জাস্থান থেকে বীর্য নির্গত হওয়ার পরপরই আরাফাতের দিকে অগ্রসর হবো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সৎকর্মশীল ও সর্বাধিক সত্যবাদী। আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকলে আমিও ইহ্‌রাম খুলে ফেলতাম। সুরাকা ইবনে মালিক (রা) জিজ্ঞেস করেন, এ সুযোগ কি আমাদের এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য? তিনি বলেন ঃ না, বরং চিরকালের জন্য।

٢٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اَنْ يَّحِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هُدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ .

২৯৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন বাকি থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ করাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা গন্তব্যে (মক্কায়) বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন ঃ যার সাথে কোরবানীর

পশু নেই সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে। অতএব যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন। কোরবানীর দিন আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে আসা হলো এবং বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন।

٢٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَاَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوْا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوْا مَا اٰمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا فَرَدُّوْا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ غَضْبَانَ فَرَاَتِ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ اَغْضَبَكَ اَغْضَبَهُ اللّٰهُ قَالَ وَمَا لِىْ لاَ اَغْضَبُ وَاَنَا اٰمُرُ اَمْرًا فَلاَ اُتْبَعُ .

২৯৮২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ রওয়ানা হলেন। আমরা হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের হজ্জকে উমরায় পরিণত করো। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো হজ্জের নিয়াতে ইহ্রাম বেঁধেছি, তা কিরূপে উমরায় পরিবর্তিত করবো? তিনি বলেন ঃ লক্ষ্য করো, আমি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেই, তোমরা তাই করো। তারা তাঁর সামনে নিজেদের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং এই অবস্থায় আয়েশা (রা)-র নিকট যান। তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বলেন, আপনাকে কে অসন্তুষ্ট করেছে, আল্লাহ তাকে অসন্তুষ্ট করুন? তিনি বলেন ঃ আমি কিভাবে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি, আমি কোন কাজের হুকুম দিলে তার অনুসরণ করা হবে না?

٢٩٨٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمِيْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَاَحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْ يَحِلَّ فَلَبِسْتُ ثِيَابِىْ وَجِئْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُوْمِىْ عَنِّىْ فَقُلْتُ اَتَخْشٰى اَنْ اَثِبَ عَلَيْكَ .

২৯৮৩। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে তারা যেন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে। আর যাদের সাথে কোরবানীর পশু নেই তারা যেন ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে। রাবী বলেন, আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকায় আমিও ইহ্‌রাম ভঙ্গ করলাম, কিন্তু (আমার স্বামী) যুবাইর (রা)-র সাথে কোরবানীর পশু থাকায় তিনি ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতে পারেননি। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র পরে যুবাইর (রা)-র নিকট আসলে তিনি বলেন, তুমি আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, আপনি কি আশঙ্কা করছেন যে, আমি আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়বো?

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

যারা বলেন, হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করা সাহাবায় কিরামের মধ্যে সীমিত (খাস) ছিল।

٢٩٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِى الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ لَنَا خَاصَّةً .

২৯৮৪। আল-হারিস ইবনে বিলাল (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বিলাল) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে উমরা করার সুযোগ কি কেবল আমাদের পর্যন্তই সীমিত, না সাধারণভাবে সব লোকের জন্য উন্মুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরং আমাদের জন্যই সীমিত।

٢٩٧٥-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِى الْحَجِّ لِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً .

২৯৮৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার সুযোগ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যেই সীমিত ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা (দৌড়ানো)।

٢٩٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا اَرٰى عَلَىَّ جُنَاحًا اَنْ لاَّ اَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ لَكَانَ (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) اِنَّمَا أُنْزِلَ هٰذَا فِىْ نَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانُوْا اِذَا اَهَلُّوْا اَهَلُّوْا لِمَنَاةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْحَجِّ ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَاَنْزَلَهَا اللّٰهُ فَلَعَمْرِىْ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

২৯৮৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে তা আমার জন্য দূষণীয় মনে করি না। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কাবা ঘরের হজ্জ অথবা উমরা সম্পন্ন করে, এই দু'টির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)। আয়েশা (রা) বলেন, তুমি যেরূপ বুঝেছ যদি তাই হতো তবে এভাবে বলা হতো ঃ "তবে এই দু'টির মধ্যে সাঈ না করলে তার কোন গুনাহ নেই"। উপরোক্ত আয়াত আনসার সম্প্রদায়ের কতক লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা যখন ইহ্‌রাম বাঁধতো (জাহিলী যুগে) মানাত দেবতার উদ্দেশে বাঁধতো। তাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) তাদের জন্য হালাল ছিলো না। তারা (ইসলামোত্তর যুগে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করতে এসে বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করলে তখন আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। (আয়েশা (রা) বলেন,) আমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি হজ্জ করতে এসে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না মহান আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

٢٩٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ

قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ يُقْطَعُ الْاَبْطَحُ اِلاَّ شَدًّا .

২৯৮৭। শায়বার উম্মু ওয়ালাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেন ঃ আল-আবতাহ্ উপত্যকা দৌড়িয়ে অতিক্রম করতে হবে।

২৯৮৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبِيْ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جَمْهَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اِنْ اَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعٰى وَاِنْ اَمْشِ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ .

২৯৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে দৌড়াই তবে তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাঈ করতে দেখেছি। আমি যদি তা হেঁটে অতিক্রম করি তবে তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা হেঁটে অতিক্রম করতে দেখেছি। আমি তো একজন প্রবীণ বৃদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ الْعُمْرَةِ

উমরার বর্ণনা।

২৯৮৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَ الْخُشَنِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ اَخْبَرَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ عَمِّهِ اِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ .

২৯৮৯। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ হজ্জ হলো জিহাদ এবং উমরা হলো নফল।

২৯৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعْلٰى ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلّٰى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيْبُهُ اَحَدٌ بِشَيْءٍ .

২৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি উমরা করাকালে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন, আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করি, তিনি নামায পড়েন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়ি। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে আড়াল করে রাখতাম যাতে কেউ তাঁর কোনরূপ ক্ষতি করার সুযোগ না পায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانِ

রমযান মাসের উমরা।

٢٩٩١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯১। ওয়াহ্‌ব ইবনে খানবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাসের উমরা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الزَّعَافِرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯২। হারিম ইবনে খানবাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٣- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯৩। আবু মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রমযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ الْعُمْرَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ

যিলকাদ মাসের উমরা।

٢٩٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ .

২৯৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল যিলকাদ মাসেই উমরা করেছেন।

٢٩٩٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةً إِلاَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ .

২৯৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকাদ মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে উমরা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ

রজব মাসের উমরা।

٢٩٩٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ (يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ ثَابِتٍ) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ اَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ رَجَبٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ وَمَا اعْتَمَرَ الاَّ وَهُوَ مَعَهُ (تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ) .

২৯৯৮। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে উমরা করেছেন? তিনি বলেন, রজব মাসে। তখন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রজব মাসে উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন, ইবনে উমার (রা) তাঁর সাথে ছিলেন (কিন্তু তিনি ভুলবশত রজব মাস বলেছেন)।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা।

٢٩٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ابْنُ اَوْسٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ .

---

৪. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারটি উমরার উল্লেখ আছে, প্রতিটি যিলকাদ মাসে। ১০ম হিজরীতে হজ্জের সাথের উমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসে করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা (৬ষ্ঠ হি.), পরবর্তী বছরের (৭ম হি.) উমরাতুল কাযা ও জি'রানা থেকে হুনাইনের যুদ্ধের পর (৮ম হি.) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)। ১০ম হিজরীর উমরাকে এজন্য যিলকাদ মাসে অনুষ্ঠিত গণ্য করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকাদ মাসের ২৪ অথবা ২৫ তারিখে ইহরাম বেঁধে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন (অনুবাদক)।

২৯৯৯। আবু বাক্‌র (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আয়েশা (রা)-কে নিজের জন্তুযানে করে নিয়ে যান এবং তানঈম নামক স্থান থেকে তার উমরা করার ব্যবস্থা করেন।

٣٠٠٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ نُوَافِىْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَلَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ لَمْ اَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِىْ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا اَرْسَلَ مَعِىَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْدَفَنِىْ وَخَرَجَ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

৩০০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জে রওয়ানা হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধতে চায় সে তা করতে পারে। আমি যদি সাথে কোরবানীর পশু না আনতাম তবে অবশ্যই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, কাফেলার কতক উমরার উদ্দেশ্যে এবং কতক হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধলো। যারা উমরার নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলাম। আরাফাত দিবস নিকটবর্তী হলে আমি হায়েযগ্রস্ত হলাম এবং তখনও উমরার ইহ্‌রাম খুলিনি। এ ব্যাপারে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি উমরা ত্যাগ করো, মাথার চুলের বাঁধন খুলে ফেলো, তাতে চিরুনী করো এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। যখন হাসবার রাত (যিলহজ্জ মাসের ১২তম রাত) এলো

এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের হজ্জ পূর্ণ করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা)-কে পাঠালেন। তিনি আমাকে তাঁর উটের পিঠে পেছন দিকে তুলে নিয়ে তানঈম রওনা হলেন। সেখানে আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করে দিলেন এবং এজন্য আমাদের উপর না কোরবানী, না সদাকা, আর না রোযা বাধ্যতামূলক হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধে।

٣٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ اُمَيَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ .

৩০০১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করা হয়।

٣٠٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ اُمَيَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ (اَىْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) بِعُمْرَةٍ .

৩০০২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাতে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যায়। উম্মু সালামা (রা) বলেন, অতএব আমি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ كَمْ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটি উমরা করেছেন?

٣٠٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِىْ مَعَ حَجَّتِهِ .

৩০০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন ঃ হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের কাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানা থেকে এবং চতুর্থটি তার বিদায় হজ্জের সাথের উমরা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ الْخُرُوْجِ اِلٰى مِنٰى

মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

٣٠٠٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلٰى عَرَفَةَ .

৩০০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়েন, অতঃপর ভোরবেলা আরাফাতে রওয়ানা হন।

٣٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৩০০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন; অতঃপর সঙ্গীদের অবহিত করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ النُّزُوْلِ بِمِنًى

মিনায় অবস্থান।

٣٠٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِىْ لَكَ بِمِنًى بَيْتًا قَالَ لاَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ .

৩০০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি ঘর বানয়ে দিবো না? তিনি বলেন ঃ না, যারা আগে পৌছে যাবে মিনা তাদের ঠিকানা।

٣٠٠٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِىْ لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ قَالَ لاَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ .

৩০০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বানাবো না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে? তিনি বলেন ঃ না, মিনায় যারা আগে পৌছবে, তা তাদের ঠিকানা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَاتِ

ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাত্রা।

٣٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا

الْيَوْمِ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَةَ فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ فَلَمْ يَعِبْ هٰذَا عَلٰى هٰذَا وَلاَ عَلٰى هٰذَا (وَرُبَّمَا قَالَ هٰؤُلاَءِ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ هٰؤُلاَءِ عَلٰى هٰؤُلاَءِ) .

৩০০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আজকের (৯ যিলহজ্জ) ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনা থেকে আরাফাতে রওয়ানা হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতো এবং কতক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) উচ্চারণ করতো। এদের কেউই এজন্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেননি। অথবা তিনি এ কথা বলেছেন যে, না এরা ওদের ত্রুটি নির্দেশ করেছে আর না ওরা এদের ত্রুটি ধরেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ

আরাফাতে অবতরণের স্থান।

٣٠٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ اَنْبَانَا نَافِعُ ابْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِيْ وَادِيْ نَمِرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ اَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُوْحُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ رُحْنَا فَاَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلاً يَنْظُرُ اِلٰى سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ فَلَمَّا اَرَادَ ابْنُ عُمَرَ اَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوْا نَعَمْ فَلَمَّا قَالُوْا قَدْ زَاغَتْ اِرْتَحَلَ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ رَاحَ .

৩০০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে 'নামিরা' উপত্যকায় অবতরণ করেছিলেন। রাবী বলেন, হাজ্জাজ ইব্নুয যুবায়ের (রা)-কে হত্যা করার পর ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করে পাঠায় যে, আজকের এই দিনের কোন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোতবা দিতে মাঠের কেন্দ্রস্থলে) রওয়ানা হতেন? তিনি বলেন, সেই সময় উপস্থিত হলে স্বয়ং আমরাই

রওয়ানা হবো। অতএব তিনি কখন রওয়ানা হন তা লক্ষ্য করার জন্য হাজ্জাজ একজন লোক পাঠায়। ইবনে উমার (রা) যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? লোকেরা বললো, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, হাঁ। তারা যখন বললো, সূর্য ঢলেছে তখন তিনি রওয়ানা হলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ الْمَوْقَفِ بِعَرَفَاتٍ

আরাফাতে অবস্থানস্থল।

٣٠١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .

৩০১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান করেন এবং বলেনঃ এটাই অবস্থানস্থল, গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল।

٣٠١١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا فِيْ مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ فَاَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلٰى اِرْثٍ مِنْ اِرْثِ اِبْرَاهِيْمَ .

৩০১১। ইয়াযীদ ইবনে শায়বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু আরাফাত থেকে তা দূরে মনে হলো। ইতিমধ্যে ইবনে মিরবা (রা) আমাদের নিকট আসেন এবং বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। কারণ তোমরা আজকে ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরসুরি।

٣٠١٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ اِلاَّ مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ .

৩০১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমগ্র আরাফাতই অবস্থানস্থল, বাতনে আরাফাত থেকে উঠে যাও। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও (সেখানে অবস্থান করো না)। সমস্ত মিনাই কুরবানীর স্থান, কিন্তু জামরাতুল আকাবার পশ্চাদভাগ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

আরাফাতের দোয়া।

٣٠١٣- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِاُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَاُجِيْبَ اِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمَ فَاِنِّيْ اٰخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ قَالَ اَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَاُجِيْبَ اِلٰى مَا سَاَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اِنَّ هٰذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيْهَا فَمَا الَّذِيْ اَضْحَكَكَ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ لَمَّا عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَد اسْتَجَابَ دُعَائِيْ وَغَفَرَ لِاُمَّتِيْ اَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلٰى رَاْسِهِ وَيَدْعُوْ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ فَاَضْحَكَنِيْ مَا رَاَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ .

৩০১৩। আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস আস-সুলামী (র) বলেন যে, তার পিতা (কিনানা) তাকে অবহিত করেছেন তার পিতা আব্বাস (রা)-র সূত্রে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করেন। জবাবে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তাঁকে জানানো হয় ঃ আমি তাদের

ক্ষমা করে দিলাম, স্বৈরাচারী যালেম ব্যতীত। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর নির্যাতিতের প্রতিশোধ নিবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে প্রভু! আপনি ইচ্ছা করলে নির্যাতিত ব্যক্তিকে জান্নাত দান করতে এবং যালেমকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন জবাব পাওয়া গেলো না। ভোরবেলা তিনি মুযদালিফায় পুনরায় উপরোক্ত দোয়া করেন। এবার তাঁর আবেদন কবুল হলো। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের হাসি দিলেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি এ (হজ্জের) সময় কখনও হাসেননি, আজ কোন জিনিস আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, মহামহিম আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করেছেন, তখন সে গুড়া মাটি তুলে নিজের মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ, হায় ধ্বংস। আমি ওর যে অস্থিরতা দেখেছি তা আমাকে হাসিয়েছে।

٣٠١٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ اَبُوْ جَعْفَرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُوْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلاَءِ .

৩০১৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরাফাতের দিন দোযখ থেকে যতো অধিক সংখ্যক বান্দাকে নাজাত দেন, অন্য কোন দিন এতো অধিক বান্দাকে নাজাত দেন না। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ এই দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন ঃ তারা কি চায়?

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ مَنْ اَتٰى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতের ভোর হওয়ার পূর্বে আরাফাতে আসে।

٣٠١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيْلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْحَجُّ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْ بِهِنَّ .

৩০১৫। বুকাইর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর আদ-দায়লী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরাফাতে উপস্থিতকালে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। নাজদ এলাকার কতক লোক তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কিভাবে সম্পন্ন হয়? তিনি বলেন ঃ "আরাফাতে অবস্থান হচ্ছে হজ্জ"। অতএব যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতের ফজর নামাযের পূর্বেই আরাফাতে এসে পৌঁছলো তার হজ্জ পূর্ণ হলো। মিনায় তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ যুলহিজ্জা) অবস্থান করতে হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দুই দিন অবস্থানের পর চলে আসে, তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। আর কোন ব্যক্তি বিলম্ব করলেও তাতে কোন গুনাহ নেই। অতঃপর তিনি নিজের সাথে এক ব্যক্তিকে নিজ বাহনে উঠিয়ে নিলেন এবং সে উচ্চস্বরে একথা ঘোষণা করতে থাকলো।

٣٠١٥(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ مَا اُرٰى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيْثًا اَشْرَفَ مِنْهُ .

৩০১৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া-আবদুর রাযযাক-সাওরী-বুকাইর ইবনে আতা-আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর আদ-দায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন নাজদের একদল লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, আমি সাওরীর কোন রিওয়ায়াত এই হাদীসের তুলনায় অধিক উত্তম পাইনি।

٣٠١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ

أَنَّهُ حَجَّ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ اِلاَّ وَهُمْ بِجَمْعٍ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَنْضَيْتُ رَاحِلَتِيْ وَاَتْعَبْتُ نَفْسِيْ وَاللّٰهِ اِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ اِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِيْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلاَةَ وَاَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً اَوْ نَهَاراً فَقَدْ قَضٰى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ .

৩০১৬। উরওয়া ইবনে মুদাররিস আত-তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হজ্জ করেন। লোকেরা যখন মুযদালিফায় ছিল তখন তিনি পৌঁছেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার উষ্ট্রীকে শীর্ণকায় করে ফেলেছি (দীর্ঘ সফরে) এবং নিজেও কষ্টক্লেশ করেছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এমন কোন টিলা ত্যাগ করিনি যার উপর অবস্থান করিনি। আমার হজ্জ হয়েছে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সাথে নামাযে শরীক হয়েছে এবং আরাফাতে অবস্থানের পর রাতে অথবা দিনে প্রত্যাবর্তন করেছে সে নিজের ময়লা-মালিন্য (নখ-চুল ইত্যাদি) দূর করেছে এবং তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন।

٣٠١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ حِيْنَ دَفَعَ عَنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ فَوْقَ الْعَنَقِ .

৩০১৭। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কিভাবে পথ অতিক্রম করতেন? তিনি বলেন, তিনি জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। উন্মুক্ত জায়গা পেলে তিনি দ্রুত চলতেন। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ প্রথমোক্ত গতিবেগের তুলনায় অধিক দ্রুত বেগে (চলতেন)।

٣٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُرَيْشٌ نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ لاَ نُجَاوِزُ الْحَرَمَ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ) .

৩০১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশগণ বললো, আমরা তো বাইতুল্লাহ্র অধিবাসী। তাই আমরা হেরেমের বাইরে যাই না (আরাফাত হেরেমের সীমার বাইরে হওয়াতে তারা আরাফাতে যেতো না)। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ "অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৯)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ النُّزُوْلِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিফার মাঝামাঝি দূরত্বে যাত্রাবিরতি করা।

٣٠١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَفَضْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِىْ يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْاُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّاَ قُلْتُ الصَّلاَةَ قَالَ الصَّلاَةُ اَمَامَكَ فَلَمَّا انْتَهٰى اِلٰى جَمْعٍ اَذَّنَ وَاَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

৩০১৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (আরাফাত থেকে) প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন তিনি সেই উপত্যকায় পৌছলেন যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাত্রাবিরতি করে, তখন সেখানে যাত্রাবিরতি দিয়ে পেশাব করেন, অতঃপর উযু করেন। আমি বললাম, (মাগরিবের) নামায পড়ে নিন। তিনি বলেন ঃ আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায পড়বো। তিনি মুযদালিফায় পৌছলে আযান ও ইকামত দেয়া হলো এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর কেউ জন্তুযানের পালান না খুলতেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এশার নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ

মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের নামায একসংগে পড়া।

٣٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

৩০২০। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাতমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায পড়েছি।

٣٠٢١- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا اَنَخْنَا قَالَ الصَّلاَةُ بِاِقَامَةٍ .

৩০২১। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিবের নামায পড়লেন। আমরা যখন উটগুলো বসাচ্ছিলাম তখন তিনি বলেন ঃ (এশার) নামাযের ইকামত হচ্ছে।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ الْوُقُوْفِ بِجَمْعٍ

মুযদালিফায় অবস্থান।

٣٠٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ

---

৫. মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায পরপর একই সময় আদায় করতে হয়। এর আযান ও ইকামত সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। (১) দুই নামাযের জন্যই ইকামত দেয়া হবে কিন্তু আযান দেয়া হবে না, (২) আযান দেয়া হবে না, কিন্তু একবার মাত্র ইকামত দেয়া হবে, (৩) মাগরিবের জন্য আযান দেয়া হবে এবং উভয় নামাযের জন্য ইকামত বলা হবে (শাফিঈ, হাম্বলী ও আহ্‌লে হাদীসদের এই মত), (৪) মাগরিবের জন্য আযান ও ইকামত বলা হবে, কিন্তু এশার জন্য কোনটিই বলা হবে না (হানাফী মত), (৫) উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দিতে হবে (মালিকী মত) এবং (৬) কোন ওয়াক্তের জন্যই আযান ও ইকামত দেয়া হবে না (অনুবাদক)।

نُفِيْضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا يَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ وَكَانُوا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ .

৩০২২। আম্‌র ইবনে মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে হজ্জ করেছি। আমরা যখন মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলতো, হে সাবীর (মুযদালিফার একটি পাহাড়)! উজ্জ্বল হও, আমরা প্রত্যাবর্তন করবো। তারা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (মুযদালিফা থেকে) প্রত্যাবর্তন করতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত আমল করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (মিনার উদ্দেশে) রওয়ানা করেন।

٣٠٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ اَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَاَوْضَعَ فِيْ وَادِيْ مُحَسِّرٍ وَقَالَ لِتَاْخُذْ اُمَّتِيْ نُسُكَهَا فَاِنِّيْ لاَ اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لاَ اَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا .

৩০২৩। জাবির (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে ধীরেসুস্থে (মুযদালিফা থেকে) রওয়ানা করেন এবং লোকদেরও শান্তভাবে রওয়ানা হতে বলেন। (মিনায় পৌঁছার পর) তিনি তাদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ক্ষুদ্র কাঁকর নিক্ষেপ করে। তিনি নিজে (মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত) ওয়াদী মুহাসসির দ্রুত অতিক্রম করেন এবং বলেন ঃ আমার উম্মাত যেন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখে নেয়। কারণ এ বছরের পর হয়তো আমি তাদের সাথে আর মিলিত হতে পারবো না।

٣٠٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ عَنْ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ يَا بِلاَلُ اَسْكِتِ النَّاسَ اَوْ اَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِيْ جَمْعِكُمْ هٰذَا فَوَهَبَ مُسِيْئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَاَعْطٰى مُحْسِنَكُمْ مَا سَاَلَ اِدْفَعُوا بِاسْمِ اللّٰهِ .

৩০২৪। বিলাল ইবনে রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুযদালিফার দিন ভোরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে বিলাল! লোকদের চুপ করতে বলো। অতঃপর

তিনি বলেন ঃ এই মুযদালিফায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের উত্তম লোকদের উসীলায় তোমাদের গুনাহগারদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি যা প্রার্থনা করেছে তিনি তাকে তা দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ اِلٰى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায়।

٣٠٢٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُغَيْلِمَةَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ اُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سُفْيَانُ فِيْهِ وَلاَ اِخَالُ اَحَدًا يَرْمِيْهَا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৩০২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের অল্প বয়স্কদেরকে আমাদের গাধাগুলোয় চড়িয়ে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের উরুর উপর হাল্কা আঘাত করে বলতেন ঃ আমার কচিকাচা! সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না। সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ কাঁকর নিক্ষেপ করতো কি না জানি না।

٣٠٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ قَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ .

৩০২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারে যেসব দুর্বল লোকদের (মুযদালিফা থেকে মিনায়) আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٣٠٢٧-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَاَةً ثَبْطَةً فَاسْتَاْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دُفْعَةِ النَّاسِ فَاَذِنَ لَهَا .

৩০২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাওদা বিনতে যামআ (রা) স্থূলকায় ছিলেন। তিনি মুযদালিফা থেকে লোকদের রওনা হওয়ার আগেই চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

জামরায় নিক্ষেপের কঙ্করের আকার।

٣٠٢٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلى بَغْلَةٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .

৩০২৮। সুলায়মান ইবনে আম্‌র ইবনুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মাতা) বলেন, কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন তিনি বলেছেনঃ হে লোকসকল! যখন তোমরা জামরায় (কংকর) নিক্ষেপ করতে যাবে তখন সেখানে ক্ষুদ্র আকারের কংকর নিক্ষেপ করবে।

٣٠٢٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلى نَاقَتِهِ اُلْقُطْ لِيْ حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِيْ كَفِّهِ وَيَقُوْلُ اَمْثَالَ هؤُلاَءِ فَارْمُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ .

৩০২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবার ভোরে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন ঃ আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করে লও। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। তা ছিল আকারে ক্ষুদ্র। তিনি তা নিজের হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন ঃ এই আকারের ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করবে। তিনি পুনরায় বলেন ঃ দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে দীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

بَابُ مِنْ اَيْنَ تَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

যেখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয়।

٣٠٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا اَتٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

৩০৩০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) জামরাতুল আকাবায় পৌঁছে উপত্যকার নিম্নভূমিতে গিয়ে কাবাকে সামনে রেখে এবং জামরাতুল আকাবাকে ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন, অতঃপর বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! যে মহান ব্যক্তির উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল তিনি এখান থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।

٣٠٣١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩০৩১। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন, অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন।

٣٠٣١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৩১৩১(১)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা-আবদুর রহীম ইবনে সুলায়মান-ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহ্ওয়াস-উম্মু জুনদুব (রা)-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

بَابُ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقَبَةَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না।

٣٠٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৩০৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর সেখানে আর অবস্থান করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করেন।

٣٠٣٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضٰى وَلَمْ يَقِفْ .

৩০৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে চলে যেতেন, অবস্থান করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا

আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা।

٣٠٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

৩০৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

٣٠٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لاَ ضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ وَلاَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ .

৩০৩৫। কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ আল-আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরবানীর দিন লাল-সাদা মিশ্র বর্ণের একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এতে আঘাতও ছিলো না এবং হাঁকানোও ছিলো না, না এদিক না ওদিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

بَابُ تَاْخِيْرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

ওজরবশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা।

٣٠٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا .

৩০৩৬। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চারকদের একদিন কাঁকর নিক্ষেপ করার ও একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٠٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُوْنَهُ فِىْ اَحَدِهِمَا (قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ اَنَّهُ قَالَ فِى الْاَوَّلِ مِنْهُمَا) ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ .

৩০৩৭। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চারকদের মিনায় অথবা তার বাইরে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যেন তারা কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে। এরপর কোরবানীর পরে দুই দিনের কংকর একসাথে নিক্ষেপ করবে। তারা ঐ দুই দিনের যে কোন একদিন তা নিক্ষেপ করবে। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র বলেছেন, প্রথম দিন (কোরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করবে, অতঃপর প্রস্থানের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

بَابُ الرَّمْىِ عَنِ الصِّبْيَانِ

শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ।

٣٠٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ .

৩০৩৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

بَابُ مَتٰى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

হজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

৩০৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রেখেছেন যতক্ষণ না জামরাতুল আকাবায় (কোরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

٣٠٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ خَصِيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .

৩০৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই বাহনে তাঁর পিছনে সওয়ার ছিলাম। আমি তাঁকে অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি যখন তা নিক্ষেপ করেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ اِذَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয়।

٣٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَوَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيْبُ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُضَمِّخُ رَاْسَهُ بِالْمِسْكِ اَفَطِيْبٌ ذٰلِكَ اَمْ لاَ .

৩০৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীসংগ ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবনে আব্বাস! সুগন্ধিও? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ মাথায় কস্তুরী মাখতে দেখেছি (কংকর নিক্ষেপের পরে)। তা সুগন্ধি কি না?

٣٠٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ مُحَمَّدٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاِحْرَامِهِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلاِحْلاَلِهِ حِيْنَ اَحَلَّ .

৩০৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহ্রাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং যখন তিনি ইহ্রাম খুলেছেন তখনও।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

بَابُ الْحَلْقِ

মাথা কামানো।

٣٠٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلاَثًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ .

৩০৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যারা নিজেদের মাথার চুল ছাটিয়েছে? তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! যারা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা নিজেদের মাথার চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্যও। তিনি বলেন ঃ যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্যও।

٣٠٤٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِىِّ الدِّمَشْقِىُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ .

---

৬. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমার পিতা যখন ইহ্রাম বাঁধতেন আমি তাকে সুগন্ধি মেখে দিতাম। আল্লামা মুনযিরী (র) বলেন, অধিকাংশ সাহাবীই ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু ইহ্রাম বাঁধার পর আর সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয় (অনুবাদক)।

৩০৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। তিনি বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্যও (অনুরূপ দোয়া করুন)। তিনি বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। তিনি বলেন ঃ যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও।

٣٠٤٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةً قَالَ اِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا .

৩০৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে আপনি তাদের জন্য তিনবার, আর যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্য একবার মাত্র দোয়া করেছেন, এর কারণ কি? তিনি বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তারা সন্দেহ করেনি (অর্থাৎ উত্তম কাজ সন্দেহমুক্তভাবে সমাধা করেছে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَاْسَهُ

যে ব্যক্তি নিজ মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ করে।

٣٠٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ .

৩০৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা ইহ্‌রামমুক্ত হয়েছে, আর আপনি এখনও উমরার ইহরাম থেকে মুক্ত হননি, এর কারণ কি? তিনি বলেন ঃ আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করে নিয়েছি এবং সাথে কোরবানীর পশু এনেছি। তাই কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারি না।

٣٠٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

৩০৪৭। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ অবস্থায় লাব্বাইক ধ্বনি করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

بَابُ الذَّبْحِ

কোরবানীর বর্ণনা।

٣٠٤٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنًى كُلُّهَا وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ .

৩০৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিনার সমস্ত এলাকাই কোরবানীর স্থান, মক্কার প্রতিটি প্রশস্ত সড়কই রাস্তা এবং কোরবানীর স্থান, আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানস্থল এবং মুযদালিফার সমস্ত এলাকাও অবস্থানস্থল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রপশ্চাত করা।

٣٠٤٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَىْءٍ اِلاَّ يُلْقِىْ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لاَ حَرَجَ .

৩০৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্র-পশ্চাত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দুই হাতের ইশারায় বলেন ঃ কোন ক্ষতি নেই।

٣٠٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُوْلُ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ قَالَ لاَ حَرَجَ .

৩০৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনার দিবসে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ কোন দোষ নেই, কোন ক্ষতি নেই। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, কোরবানীর পূর্বে আমি মাথা মুণ্ডন করিয়েছি। তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই। আরেকজন বললো, আমি সন্ধ্যায় কাঁকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন ঃ কোন ক্ষতি নেই।

٣٠٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يَّحْلِقَ اَوْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَّذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ .

৩০৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জানতে চাওয়া হলো যে, কোন ব্যক্তি মাথা মুণ্ডনের পূর্বে কোরবানী করেছে অথবা কোন ব্যক্তি কোরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাতে কোন দোষ নেই।

٣٠٥٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَعَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ لاَ حَرَجَ .

৩০৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশে মিনায় বসলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো,

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করিয়েছি। তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করেছি। তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই। সেদিন কোন অনুষ্ঠান কোন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে সম্পন্ন করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ

তাশরীকের দিনসমূহে (১১-১২-১৩ যিলহজ্জ) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা।

٣٠٥٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىَ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

৩০৫৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরাতুল আকাবায় পূর্বাহ্নে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি এরপরের (দিনগুলোতে) পাথর নিক্ষেপ করেন অপরাহ্নে।

٣٠٥٤- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُوْ شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْمِى الْجِمَارَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا اِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ .

৩০৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অপরাহ্নে) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করতেন, কাঁকর নিক্ষেপের পর তাঁর নামায পড়ার সময় হয়ে যেতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

কোরবানীর দিনের ভাষণ।

٣٠٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ

النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ اَىُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالُوْا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ. قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ لاَ يَجْنِىْ جَانٍ اِلاَّ عَلٰى نَفْسِهِ وَلاَ يَجْنِىْ وَالِدٌ عَلٰى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ اَلاَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يُّعْبَدَ فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا وَلٰكِنْ سَيَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِىْ بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَيَرْضٰى بِهَا اَلاَ وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ مَا اَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ) اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ اَلاَ يَا اُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৩০৫৫। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি ঃ হে লোকসকল! কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি তিনবার এ কথা বলেন। তারা বলেন, হজ্জের বড় দিন।[৭] তিনি বলেন ঃ তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য (তাতে হস্তক্ষেপ করা) হারাম, যেভাবে তোমাদের এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম। সাবধান! কেউ অপরাধ করলে সেজন্য তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। জেনে রাখো! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের জন্য ইবাদত পাওয়া থেকে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য করো এবং তাতে সে খুশ হয়ে যায়। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল রক্তের (হত্যার) দাবি রহিত হলো। এসব দাবির

৭. 'হজ্জের বড় দিন' (ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার)-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কতক আলেমের মতে এই বাক্যাংশ দ্বারা ৯ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ এবং কতকের মতে ১০ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ বুঝানো হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে 'হজ্জে আকবার' বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা হজ্জকে বড় হজ্জ এবং উমরাকে ছোট হজ্জ বলতো। আসলে হজ্জের দিনটিই যে এক মহান, মহিমান্বিত ও গৌরবময় দিন–উক্ত বাক্যাংশ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

মধ্যে আমি সর্বপ্রথম আল-হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি রহিত করছি, সে লাইস গোত্রে প্রতিপালিত হওয়াকালে হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত সূদের দাবি রহিত হলো। তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবে, তোমরাও জুলুম করবে না এবং জুলুমের শিকারও হবে না। শোনো হে আমার উম্মাত! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। একথাও তিনি তিনবার বলেন।

٣٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ اِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِوُلاَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ .

৩০৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার মসজিদুল খায়ফ-এ দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শোনে, অতঃপর তা (অন্যদের নিকট) পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক মূলত জ্ঞানী নয়। কোন কোন জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বয়ে নিয়ে যায়, সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনটি বিষয়ে মুমিন ব্যক্তির অন্তর প্রতারণা করতে পারে না ঃ (১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) জন্য আমল (কাজ) করা, (২) মুসলিম শাসকবর্গকে সদুপদেশ প্রদানে এবং (৩) মুসলিম জামাআতের (সমাজের) সাথে সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে। কারণ মুসলমানদের দোয়া তাদেরকে পেছন দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।[৮]

---

৮. জামাআত বলতে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ইসলামী দলকে বুঝানো হয়নি। এসব দলের সাথে কোন কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাতে কোন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত হয়ে যায় না। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে যেন ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করলো। হাদীসের ভাষ্যকারগণের মতে জামাআত বলতে মুসলিম সমাজকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যে, "মুসলিম জামাআত ও সর্বসাধারণের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের একান্ত কর্তব্য" (মুসনাদে আহ্‌মাদ)। যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাকে শয়তান বিপথগামী করে (অনুবাদক)।

٣٠٥٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا وَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا وَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ اَلاَ وَاِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تُسَوِّدُوْا وَجْهِىْ اَلاَ وَاِنِّىْ مُسْتَنْقِذٌ اُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّىْ اُنَاسٌ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُصَيْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ .

৩০৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে তাঁর কানকাটা উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় বলেন ঃ তোমরা কি জানো আজ কোন দিন, এটা কোন মাস এবং এটা কোন শহর? তারা বলেন, এটা (মক্কা) সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি আরো বলেন ঃ সাবধান! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমনি তোমাদের এই মাসের সম্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। শুনে রাখো! আমি তোমাদের আগেই হাওযে কাওসারে উপস্থিত থাকবো। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গৌরব করবো। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিপ্ত না করো। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে পারবো, আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী! তিনি বলবেন ঃ তোমার পরে এরা কি বিদআতী কাজ করেছে, তা তুমি জানো না।

٣٠٥٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا بَلَدُ اللّٰهِ الْحَرَامُ قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا شَهْرُ اللّٰهِ الْحَرَامُ قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ وَدِمَاؤُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ وَاَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هٰذَا الْبَلَدِ فِىْ هٰذَا الشَّهْرِ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ فَطَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .

৩০৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বছর হজ্জ করেন, সেই বছর কোরবানীর দিন জামরাসমূহের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আজ কোন দিন? সাহাবীগণ বললেন, কোরবানীর দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন শহর? তারা বললেন, এটা আল্লাহ্র সম্মানিত শহর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন মাস? তারা বললেন, আল্লাহ্র সম্মানিত মাস। তিনি বলেন ঃ এটি হজ্জে বড় দিন। তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মান-সম্ভ্রম (প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ) তোমাদের জন্য হারাম, যেমন এই শহরের হুরমাত (সম্মান) এই মাসে এবং এই দিনে। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমি কি পৌছে দিয়েছি? তারা বলেন, হাঁ। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন ঃ হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন। অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় দেন। তখন তারা বলেন, এটা বিদায় হজ্জ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

বাইতুল্লাহ যিয়ারত।

٣٠٥٩- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ طَارِقٍ عَنْ طَاوُسٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ اِلَى اللَّيْلِ .

৩০৫৯। আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্ব করেন।[৯]

٣٠٦٠- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ . قَالَ عَطَاءٌ وَلاَ رَمَلَ فِيْهِ .

---

৯. হাজ্জীগণকে তিনবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কায় পৌছেই, এটা তাওয়াফে কুদূম (আগমনি তাওয়াফ) এবং তা 'সুন্নাত'। দ্বিতীয়বার ১০ যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে, এটা তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাদা এবং ফরজ। তৃতীয়বার হজ্জ শেষে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে, এটা তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ), মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তা ওয়াজিব। মক্কা ও আশেপাশের লোকদের জন্য তা অপরিহার্য নয় (অনুবাদক)।

৩০৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্করে রমল (বাহু দুলিয়ে বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ) করেননি। আতা (র) বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করতে হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

যমযমের পানি পান করা।

٣٠٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِيْ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ اِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَتَنَفَّسْ ثَلاَثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اٰيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ اِنَّهُمْ لاَ يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ زَمْزَمَ .

৩০৬১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো, যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজনমত পান করেছো? সে বললো, তা কিরূপে? তিনি বলেন, তুমি তা থেকে পান করার সময় কিবলামুখী হবে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পানশেষে তুমি মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও মোনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করে না।

٣٠٦٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ .

৩০৬২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যমযমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

بَابُ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

কাবা ঘরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা।

٣٠٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ فَاَغْلَقُوْهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوْا سَاَلْتُ بِلاَلاً اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ صَلّٰى عَلٰى وَجْهِهِ حِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِيْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ سَاَلْتُهُ كَمْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩০৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইবনে শাইবা (রা)। তাঁরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা বেরিয়ে এলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে নামায পড়েছেন? তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি ভিতরে প্রবেশ করে ডান দিকের দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়েন। অতঃপর আমি নিজেকে তিরস্কার করলাম যে, আমি কেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো রাকআত নামায পড়েছেন।

٣٠٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِيْ وَاَنْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَاَنْتَ حَزِيْنٌ فَقَالَ اِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ فَعَلْتُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ .

৩০৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে আনন্দিত চোখে ও উৎফুল্ল চিত্তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ন অবস্থায়

ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার নিকট থেকে চক্ষু শীতল অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন, অথচ দুশ্চিন্তাযুক্ত অবস্থায় ফিরে এলেন! তিনি বলেন ঃ আমি কাবা ঘরে প্রবেশ করার পর ভাবলাম, আমি যদি এটা না করতাম! আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমার পরে আমার উম্মাতের কষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

بَابُ الْبَيْتُوْتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيْ مِنًى

মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান।

٣٠٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَاْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ اَيَّامَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ .

৩০৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনার দিনগুলোর রাত মক্কায় কাটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ হাজ্বীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

٣٠٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ لِاَحَدٍ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ اِلاَّ لِلْعَبَّاسِ مِنْ اَجْلِ السِّقَايَةِ .

৩০৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা) ব্যতীত আর কাউকে মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেননি। কারণ তার উপর পানি সরবরাহের দায়িত্ব অর্পিত ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

بَابُ نُزُوْلِ الْمُحَصَّبِ

মুহাস্‌সাবে যাত্রা বিরতি।

٣٠٦٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ

شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ نُزُوْلَ الاَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ .

৩০৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আবতাহ্ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এজন্য যাত্রাবিরতি করেন যাতে (মদীনার উদ্দেশ্যে তাঁর রওয়ানা করা সহজ হয়।

٣٠٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِدَّلَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اِدِّلاَجًا .

৩০৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা বাতহা নামক স্থান থেকে মদীনার উদ্দেশে রওনা হন।

٣٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ بِالاَبْطَحِ .

৩০৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) বাতহা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

بَابُ طَوَافِ الْوِدَاعِ

বিদায়ী তাওয়াফ।

٣٠٧٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ كُلَّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ .

৩০৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে সব দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ শেষবারের মত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ যেন প্রস্থান না করে।

٣٠٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْفِرَ الرَّجُلُ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

৩০৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষবারের মত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তিকে (মক্কা থেকে) প্রস্থান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

بَابُ الْحَائِضِ تَنْفُرُ قَبْلَ اَنْ تُوَدِّعَ

ঋতুবতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে।

٣٠٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ اَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ .

৩০৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওয়াফে ইফাদা করার পর সাফিয়্যা বিনতে হুয়ায়্যি (রা) ঋতুবতী হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি বলেন, সে কি আমাদের আটকে রাখবে? আমি বললাম, তিনি তাওয়াফে ইফাদা করেছেন, অতঃপর ঋতুবতী হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে রওয়ানা হতে পারো।

٣٠٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرٰى حَلْقٰى مَا اُرَاهَا اِلاَّ حَابِسَتَنَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلاَ اِذَنْ مُرُوْهَا فَلْتَنْفِرْ .

৩০৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা বললাম, সে ঋতুবতী হয়েছে।

তিনি বলেন ঃ বন্ধ্যা, ন্যাড়া, সে তো আমাদের আটকে ফেলেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছেন। তিনি বলেন ঃ তাহলে অসুবিধা নেই। তোমরা তাকে রওনা হতে বলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

بَابُ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ।

٣٠٧٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهِ سَاَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيَّ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ اِلٰى رَاْسِيْ فَحَلَّ زِرِّى الْاَعْلٰى ثُمَّ حَلَّ زِرِّى الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِيْ نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ اِلٰى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلّٰى بِنَا فَقُلْتُ اَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ فَاَذَّنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَاَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ (قَالَ جَابِرٌ) نَظَرْتُ اِلٰى مَدِّ بَصَرِىْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَاْوِيْلَهُ مَا عَمِلَ بِهِ

مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَ الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ بِهِ
فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ
لَسْنَا نَنْوِىْ اِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ
فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ
اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ (وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ
ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ) اِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ
اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا حَتّٰى
اِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَاَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ نَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ بِهِ
فَبَدَاَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ رَاَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللّٰهَ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ وَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ
دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ اِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشٰى حَتّٰى اِذَا
انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ حَتّٰى اِذَا صَعِدَتَا (يَعْنِىْ قَدَمَاهُ) مَشٰى
حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ طَوَافِهِ
عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ لَوْ اَنِّىْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ
وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ
النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ
ابْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِاَبَدٍ قَالَ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
اَصَابِعَهُ فِى الْاُخْرٰى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ لاَ بَلْ لِاَبَدِ الْاَبَدِ
قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ بِبُدْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا

وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتْ اَمَرَنِيْ اَبِيْ بِهٰذَا فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلٰى فَاطِمَةَ فِى الَّذِيْ صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الَّذِيْ ذَكَرَتْ عَنْهُ وَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُكَ ﷺ قَالَ فَاِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِيْ اَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَتَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنًى اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ اِلاَّ اَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اَوِ الْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُهُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ) وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُوْشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوْا

اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ
اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا اِلَى
النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ
ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى
اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهٖ اِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حَتّٰى
غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ
الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتّٰى اِنَّ رَاْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهٖ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى اَيُّهَا
النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا اَتٰى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ اَرْخٰى لَهَا قَلِيْلاً حَتّٰى
تَصْعَدَ ثُمَّ اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ
يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ
حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ
فَرَقِىَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ
اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ
وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ
حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِىْ تَخْرُجُكَ اِلَى
الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ
مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَرَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى
الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهٖ وَاَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاَشْرَكَهُ فِىْ
هَدْيِهٖ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا

وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوْا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْ لاَ اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ .

৩০৭৪। জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাকের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গেলাম। আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের পরিচয় জানতে চান। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, আমি আলী ইবনুল হুসাইনের পুত্র মুহাম্মাদ। অতএব তিনি (স্নেহভরে) আমার দিকে তার হাত বাড়ালেন এবং তা আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি প্রথমে আমার পরিচ্ছদের উপর দিকের বোতাম, অতঃপর নিচের বোতাম খুললেন, অতঃপর তার হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। তিনি বলেন, তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্তভাগ নিজ কাঁধের উপর রাখতেন, তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেতো। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় (৯) সংখ্যার প্রতি ইংগিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং (এ সময়কালের মধ্যে) হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ বছর) হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী। অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌছলে আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কি করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি গোসল করো, এক খণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধো এবং ইহ্‌রামের পোশাক পরিধান করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (ইহ্‌রামের দুই রাক্‌আত) নামায পড়লেন, অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে 'বাইদা' নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন আমি (জাবির) সামনের

দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম, লোকে লোকারণ্য, কতক সওয়ারীতে এবং কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহ্র তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা" (আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নাই; আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নাই)।

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করলো যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। লোকেরা তাঁর তালবিয়ার সাথে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে, কিন্তু তিনি তাদের বাধা দেননি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তালবিয়াই পাঠ করেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়াত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছলে তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন, অতঃপর (সাতবার কাবা ঘর) তাওয়াফ করলেন, (প্রথম) তিনবার দ্রুত গতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)।

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বাইতুল্লাহ্র মাঝখানে রেখে (দুই রাক্আত নামায পড়লেন)। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি দুই রাক্আত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়েছেন।

অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ ফিরে এলেন এবং হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮) এবং (আরও বললেন) আল্লাহ তাআলা যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করবো। অতএব তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তার এতোটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহ্র একত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করলেন এবং এই দোয়া পড়েন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল-মুলক ওয়া লাহুল-হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়েন

কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহু" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন)।

তিনি এ দোয়া তিনবার পড়লেন এবং মাঝখানে অনুরূপ আরো কিছু দোয়া পড়লেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যাবত না তাঁর পা মোবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকলো। তিনি দৌড়ে চললেন যাবত না উপত্যকার মধ্যভাগ অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শেষ তাওয়াফে তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন ঃ যদি আমি আগেই বুঝতে পারতাম যে, আমার কি করা উচিত তাহলে আমি সাথে করে কোরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহ্‌রামকে উমরায় পরিবর্তিত করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকলেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করলেন। এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দুইবার বললেন ঃ উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো, না, বরং সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেল, ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিত ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রাবী বলেন) এরপর আলী (রা) ইরাকে অবস্থানকালে বলতেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম ফাতিমার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় , সে যা করেছে সে সম্পর্কে মাসআলা জানার জন্য। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তার এই কাজ অপছন্দ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ফাতিমা ঠিকই করেছে, ঠিকই বলেছে। তুমি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রা) বলেন, আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্! আমি ইহ্‌রাম বাঁধলাম যে নিয়াতে ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার সাথে কোরবানীর পশু আছে, অতএব তুমি (আলী) ইহ্‌রাম খুলো না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামন থেকে যে পশুপাল নিয়ে আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে করে যে পশুগুলো নিয়ে এসেছিলেন এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় এক শত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করে। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) শুরু হলে লোকেরা পুনরায় ইহ্রাম বাঁধলো এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশআরুল হারাম নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যেমন কুরাইশগণ জাহিলী যুগে এখানে অবস্থান করতো (মানহানি হওয়ার আশঙ্কায় তারা সাধারণের সাথে একত্রে আরাফাতে অবস্থান করতো না)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন যাবত না আরাফাতে পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন।

অবশেষে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রী সাজানোর নির্দেশ দিলে তা সাজানো হলো। অতঃপর তিনি উপত্যকার মাঝখানে আসেন এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"তোমাদের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেভাবে এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম।"

"সাবধান! জাহিলী যুগের সকল জিনিস (অপ-সংস্কৃতি) আমার পদতলে সম্পূর্ণ রহিত করা হলো।"

"জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত হলো। আমাদের (বংশের) রক্তের দাবির মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রবীআ ইবনুল হারিসের রক্তের দাবি রহিত করলাম।" সে সাদ গোত্রে শিশু অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়াকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল।

"জাহিলী যুগের সূদও রহিত করা হলো। আমাদের বংশের প্রাপ্য সূদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস (রা)-র প্রাপ্য সমুদয় সূদ রহিত করলাম।"

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র জামানতে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহ্র কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য

হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে এমন কোন লোককে যেতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা অনুরূপ কাজ করে তবে তাদেরকে হাল্কাভাবে মারপিট করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের পোশাক ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।"

"আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব।"

"তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? উপস্থিত জনতা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন"। অতঃপর তিনি নিজের তর্জনী (শাহাদত আংগুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার প্রতি ইংগিত করে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন (তিনবার)।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। বিলাল (রা) পুনরায় ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। তিনি এই দুই নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায পড়েননি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে আল-মাওকিফ (অবস্থানস্থল)-এ এলেন, নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে হাঁটার পথ নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পীত আভা কিছুটা দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনের পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে এর মাথা জিনপোষ স্পর্শ করলো (এবং তা অগ্রযাত্রা শুরু করলো)। তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বলেন ঃ "হে জনমণ্ডলী! শান্তভাবে, শান্তভাবে (ধীরে সুস্থে মধ্যম গতিতে) অগ্রসর হও।" যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন, যাতে তা উপর দিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে এক আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার নামায পড়লেন। এই দুই নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায পড়েননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে ঘুমালেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হলো। অতঃপর ঊষা পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল-হারাম' নামক স্থানে আসেন। এখানে তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, তাঁর মহত্ব বর্ণনা

করলেন, কলেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা হলেন এবং ফাদ্‌ল ইবনে আব্বাসকে সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসালেন।

সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অগ্রসর হলেন তখন (পাশাপাশি) একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাদ্‌ল তাদের দিকে তাকাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত অন্যদিক থেকে ফাদলের চেহারার উপর রাখলেন। সে আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। এভাবে তিনি 'বাতনে মুহাসসির' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সাওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুততর করলেন। তিনি মধ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরায় গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কোরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। অতঃপর যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল তা আলী (রা)-কে যবেহ করতে বললেন এবং তিনি তা কোরবানী করলেন। তিনি নিজ পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হলো। তাঁরা উভয়ে এই গোশত থেকে আহার করলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি (নিজ গোত্র) বনূ আবদুল মুত্তালিবে এলেন। তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! পানি তোলো। আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করবে, তাহলে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

٣٠٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلٰى اَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا

৩০৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের কতক একসাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধে, কতক শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং কতক শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে। যারা একসাথে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তাদের জন্য হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহ্‌রামের ফলে) কোন (সাময়িক) নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। অনুরূপ যারা শুধুমাত্র হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তাদের জন্যও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহ্‌রামের কারণে) কোন (সাময়িক) নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। আর যারা শুধু উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল, তাদের জন্য বাইতুল্লাহ্‌ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার পর (ইহ্‌রামের কারণে) যা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেলো, হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত।

٣٠٧٦- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ حَجَّاتٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةَ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَمَلٌ لِاَبِيْ جَهْلٍ فِيْ اَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ قِيْلَ لَهُ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ جَعْفَرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০৭৬। সুফিয়ান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হজ্জ করেছেন ঃ হিজরতের পূর্বে দুইবার এবং হিজরতের পর মদীনা থেকে একবার (যা বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ)। শেষোক্তটি তিনি কিরান হজ্জ করেছেন অর্থাৎ একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এই হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোটি কোরবানীর পশু এনেছিলেন এবং আলী (রা) যতোটি পশু এনেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল এক শত। এর মধ্যে একটি উট ছিল আবু জাহলের, এর নাসারন্দ্রে রূপার লাগাম আঁটা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহস্তে ৬৩টি এবং আলী (রা) অবশিষ্টগুলি কোরবানী করেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ হাদীস কে তার নিকট বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, জাফর সাদিক, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি জাবির (রা)-র সূত্রে। অন্যদিকে ইবনে আবু লাইলা, তিনি আল-হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

بَابُ الْمُحْصَرُ

হজ্জের উদ্দেশে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হলে।

٣٠٧٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرٰى فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ .

৩০৭৭। আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার হাড় ভেংগে গেলো অথবা যে লেংড়া হয়ে গেলো (ইহ্রাম বাঁধার পর), সে ইহ্রামমুক্ত হয়ে গেলো। সে পুনর্বার হজ্জ করবে। (ইকরিমা বলেন), আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি (হাজ্জাজ) সত্য বলেছেন।

٣٠٧٨- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ اَوْ مَرِضَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَوَجَدْتُهُ فِىْ جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ فَاَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَاَ عَلَىَّ اَوْ قَرَاْتُ عَلَيْهِ .

৩০৭৮। উম্মু সালামা (রা)-র মুক্তদাস আবদুল্লাহ ইবনে রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর (রা)-র নিকট ইহরামধারী ব্যক্তির বাধাগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির হাড় ভেংগে গেলে বা সে পংগু হয়ে গেলে বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা বাধাগ্রস্ত হলে সে হালাল হয়ে যাবে। তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। ইকরিমা (র) বলেন, আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আবদুর রাযযাক বলেন, আমি এ হাদীস হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈর কিতাবে লিপিবদ্ধ পেয়েছি। আমি তা নিয়ে মামার-এর নিকট এলে তিনি আমার সামনে তা পাঠ করেন অথবা আমি তার সামনে তা পাঠ করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

বাঁধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্য়া।

٣٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ) قَالَ كَعْبٌ فِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَ بِىْ اَذًى مِنْ رَاْسِىْ فَحُمِلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِىْ فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرٰى اَتَجِدُ شَاةً قُلْتُ لاَ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ (فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ) . قَالَ فَالصَّوْمُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ .

৩০৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাকিল (র) থকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদের মধ্যে কাব ইবনে উজরা (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। আমি তার নিকট নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (অনুবাদ) ঃ "তবে রোযা অথবা সদাকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদ্য়া দিবে" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)। কাব (রা) বলন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আমার মাথায় অসুখ ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। উকুন আমার মুখমণ্ডলে ছড়িয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে যে কষ্ট ভোগ করতে দেখছি তেমনটি আর কখনও দেখিনি। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তবে রোযা অথবা সদাকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদ্য়া দিবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন দিন রোযা রাখতে হবে, আর সদাকার ক্ষেত্রে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে, মাথাপিছু অর্ধ সা (এক সের সাড়ে বারো ছটাক) এবং কোরবানীর ক্ষেত্রে একটি বকরী।

٣٠٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اٰذَانِى

الْقَمْلُ اَنْ اَحْلِقَ رَاْسِىْ وَاَصُوْمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ وَقَدْ عَلِمَ اَنْ لَيْسَ عِنْدِىْ مَا اَنْسُكُ .

৩০৮০। কাব ইবনে উযরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকুন আমাকে কষ্ট দিতে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন এবং তিন দিন রোযা রাখতে অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাতে বলেন। তিনি জানতেন যে, আমার নিকট কোরবানী করার মত কিছু ছিলো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

بَابُ الْحَجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

ইহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো।

٣٠٨١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

৩০৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় ও রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

٣٠٨٢-حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الضَّيْفِ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ اَخَذَتْهُ .

৩০৮২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কঠিন ব্যথার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

ইহ্রামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তৈল মাখতে পারে।

٣٠٨٣-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ رَاْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ .

৩০৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় ঘ্রাণহীন যায়তূনের তৈল মাথায় মাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ

কেউ ইহ্রাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে।

٣٠٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلاَ رَاْسَهُ فَانَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

৩০৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহ্রামধারী ব্যক্তিকে তার জন্তুযান নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেংগে সে মারা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার পরনের বস্ত্রদ্বয় দিয়ে তাকে কাফন দাও এবং তার মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

٣٠٨٤(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ اَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَانَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

৩০৮৪(১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-ওয়াকী-শোবা-আবু বিশর-সাঈদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেন, তার জন্তুযান তার ঘাড় মটকে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ তাকে সুগন্ধি মাখিও না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ

কেউ ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে তার কাফ্ফারা।

٣٠٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ .

৩০৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রামধারী ব্যক্তি কর্তৃক হায়েনা শিকারের কাফ্ফারা একটি ভেড়া নির্ধারণ করেছেন এবং হায়েনাকেও শিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٣٠٨٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ ثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ .

৩০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহ্রামধারী ব্যক্তি উট পাখির ডিম আত্মসাৎ করলে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (কাফফারা স্বরূপ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

ইহ্রামধারী ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে।

٣٠٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَاَةُ .

৩০৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণী আছে যা হেরেমের বাইরে ও ভেতরে হত্যা করা বৈধ ঃ সাপ, বুকে বা পিঠে সাদা চিহ্নযুক্ত কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

٣٠٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ (اَوْ قَالَ فِىْ قَتْلِهِنَّ) وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ .

৩০৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি প্রাণী আছে যা কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না ঃ বিছা, কাক, চিল, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

٣٠٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِىَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَالْفَارَةَ الْفُوَيْسِقَةَ . فَقِيْلَ لَهُ لِمَ قِيْلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ قَالَ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ اَخَذَتِ الْفَتِيْلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ .

৩০৮৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারে ঃ সাপ, বিছা, আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী, পাগলা কুকুর ও ক্ষতিকর ইঁদুর। আবূ সাঈদ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, ইঁদুরকে ক্ষতিকর বলা হলো কেন? তিনি বলেন, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য জেগেছিলেন এবং সে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য জ্বলন্ত সলিতা নিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ .

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ।

٣٠٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنْبَاَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَاَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَىَّ فَلَمَّا رَاٰى فِىْ وَجْهِىَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ .

৩০৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাব ইবনে জাসসামা (রা) আমাদের অবহিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আল-আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান এলাকায় ছিলাম। আমি

তাঁকে বন্য গাধার গোশত পেশ করলাম। তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। তিনি আমার চেহারায় অনুতাপের লক্ষণ দেখে বলেন ঃ আমরা অন্য কোন কারণে তা ফেরত দেইনি, বরং আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি (তাই তা ফেরত দিয়েছি)।

٣٠٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَاْكُلْهُ .

৩০৯১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শিকারকৃত প্রাণীর গোশত পেশ করা হলো। তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকার কারণে তা আহার করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ اِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার না করা হলে সে তার গোশত খেতে পারে।

٣٠٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُّفَرِّقَهُ فِى الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

৩০৯২। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি (শিকারকৃত) বন্য গাধা প্রদান করে তা তার সংগীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দেন। তখন তারা ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

٣٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ فَرَاَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَاْنَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَحْرَمْتُ وَاَنِّىْ اِنَّمَا اَصْطَدْتُهُ لَكَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ اَنْ يَاْكُلُوْهُ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ حِيْنَ اَخْبَرْتُهُ اَنِّىْ اصْطَدْتُهُ لَهُ .

৩০৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। তাঁর সাহাবীগণ ইহ্‌রাম বাঁধলেন, কিন্তু আমি বাঁধিনি। আমি একটি গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং তা শিকার করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করলাম। আমি আরও উল্লেখ করলাম যে, আমি তখনও ইহ্‌রাম বাঁধিনি এবং তা আপনার জন্য শিকার করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের এই গোশত খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি তাঁর জন্য এটা শিকার করেছি বলায় তিনি তা আহার করলেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

بَابُ تَقْلِيْدِ الْبُدْنِ

কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো।

٣٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

৩০৯৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে (মক্কায়) কোরবানীর পশু পাঠাতেন। আমি তাঁর কোরবানীর পশুর জন্য মালা তেরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস বর্জন করতেন না, যা ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি বর্জন করে থাকে।

٣٠٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيْمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

৩০৯৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম এবং তিনি তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তিনি (সেখানে) অবস্থান করতেন। আর তিনি এমন কোন বস্তু বর্জন করতেন না যা ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি বর্জন করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

মেষ-বকরীর গলায় মালা পরানো।

٣٠٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْدٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا اِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا .

৩০৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লায় মেষ-বকরী পাঠান এবং তার গলায় মালা পরান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

بَابُ اِشْعَارِ الْبُدْنِ

উটের কুঁজ ফেড়ে দেয়া।

٣٠٩٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَشْعَرَ الْهَدْىَ فِى السَّنَامِ الْاَيْمَنِ وَاَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ . وَقَالَ عَلِىٌّ فِىْ حَدِيْثِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ .

৩০৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর উটের কুঁজ ডান পাশ দিয়ে ফেড়ে দেন এবং তা থেকে রক্ত পরিষ্কার করেন। আলী (র) তার বর্ণনায় বলেন, এটা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে। আর তিনি একজোড়া জুতার মালা পরিয়ে দেন।

٣٠٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَلَّدَ وَاَشْعَرَ وَاَرْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

৩০৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, কুঁজ ফেড়ে দেন এবং তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এমন কোন কিছু পরিহার করেননি যা ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি পরিহার করে ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبُدْنَةَ

কোরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো।

٣٠٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ وَاَنْ اَقْسِمَ جِلاَلَهَا وَجُلُوْدَهَا وَاَنْ لاَ اُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ .

৩০৯৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাঁর কোরবানীর পশু দেখাশুনা করি, ঝুল ও চামড়া (দরিদ্রদের মধ্যে) বণ্টন করি এবং কসাইকে যেন তা থেকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু না দেই। তিনি বলেন ঃ তাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে দিবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْاُنَاثِ وَالذُّكُوْرِ

মর্দা ও মাদী উভয় ধরনের পশুই কোরবানী দেয়া যায়।

٣١٠٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَهْدٰى فِيْ بُدْنِهِ جَمَلاً لِاَبِيْ جَهْلٍ بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ .

৩১০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর জন্য যে পশু পাঠান তার মধ্যে আবু জাহলের একটি উটও ছিল এবং এর নাসারন্ধ্রের দড়ি ছিল রূপার তৈরী।

٣١٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا مُوْسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ بُدْنِهِ جَمَلٌ .

৩১০১। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর পশুর মধ্যে একটি উটও ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

بَابُ الْهَدْىِ يُسَاقُ مِنْ دُوْنِ الْمِيْقَاتِ

মীকাত অতিক্রম করেও কোরবানীর পশু নেয়া যায়।

٣١٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ .

৩১০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুদাইদ নামক স্থান থেকে তাঁর কোরবানীর পশু ক্রয় করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

بَابُ رُكُوْبِ الْبُدْنِ

কোরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা।

٣١٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ .

৩১০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন ঃ এর পিঠে চড়ে যাও। সে বললো, এটা কোরবানীর পশু। তিনি বলেন ঃ তুমি তার পিঠে চড়ে যাও। তোমার জন্য আফসোস।

٣١٠٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا . قَالَ فَرَاَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ عُنُقِهَا نَعْلٌ .

৩১০৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন ঃ এর পিঠে চড়ে যাও। লোকটি বললো, এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন ঃ তুমি এর পিঠে চড়ো। আনাস (রা) বলেন, আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উটের পিঠে চড়ে যেতে দেখেছি। এর গলায় একটি জুতা বাঁধা ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

بَابُ فِى الْهَدْىِ اِذَا عَطِبَ

কোরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে।

٣١٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ذُؤَيْبًا الْخُزَاعِىَّ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِىْ دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ .

৩১০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুআইব আল-খুযাঈ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোরবানীর পশু নিয়ে (মক্কায়) পাঠাতেন, অতঃপর বলতেন ঃ এগুলোর মধ্যে কোন পশু অচল হয়ে পড়লে এবং তুমি তার মৃত্যুর আশঙ্কা করলে সেটি যবেহ করবে, অতঃপর তার রক্তের মধ্যে তার গলার জুতা ফেলে রাখবে, অতঃপর তার পাছার উপর ক্ষতচিহ্ন করবে। তবে তার গোশত তুমিও খাবে না এবং তোমার সংগীদের মধ্যেও কেউ খাবে না।

٣١٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِىِّ (قَالَ عَمْرُو فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ النَّبِىِّ ﷺ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِىْ دَمِهِ ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَاكُلُوْهُ .

৩১০৬। নাজিয়া আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। (আমরের বর্ণনামতে তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর উটের রক্ষণাবেক্ষণকারী) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো উট অচল হয়ে পড়লে আমি কি করবো? তিনি বলেনঃ সেটি যবেহ করবে এবং তার গলার জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে, অতঃপর তার পাছার উপর ক্ষতচিহ্ন করবে এবং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে, তারা তা আহার করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

بَابُ اَجْرِ بُيُوْتِ مَكَّةَ

মক্কা শরীফের বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া।

٣١٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعٰى رِبَاعُ مَكَّةَ اِلاَّ السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنٰى اَسْكَنَ .

৩১০৭। আলকামা ইবনে নাদলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা) ইন্তিকাল করেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত মক্কার বাড়িঘর 'আস-সাওয়াইব' নামে পরিচিত ছিল। কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হলে সে তাতে (নিজ ঘরে) বসবাস করতো এবং কারো (নিজের জন্য) প্রয়োজন না হলে সে তা অন্যকে বসবাসের জন্য খালি করে দিতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

মক্কার ফযীলাত।

٣١٠٨- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنِىْ عُقَيْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِىِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ قَالَ لَهُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَىَّ وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ .

৩১০৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল হামরাআ (রা) তাকে বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় আল-জাযওয়ারা নামক স্থানে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি (মক্কা) আল্লাহ্‌র গোটা যমীনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার সমস্ত যমীনের মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার থেকে আমাকে উচ্ছেদ না করা হলে আমি (তোমায় ত্যাগ করে) চলে যেতাম না।

٣١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يَاْخُذُ لُقْطَتَهَا اِلاَّ مُنْشِدٌ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِلْبُيُوْتِ وَالْقُبُوْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ .

৩১০৯। সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ হে জনগণ! আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। অতএব তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। তার বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, এখানকার শিকারের পিছু ধাওয়া করা যাবে না, এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস তুলে নেয়া যাবে না, কেবল সেই ব্যক্তি তা তুলতে পারবে যে তার ঘোষণা দিবে। আব্বাস (রা) বলেন, কিন্তু ইযখির ঘাস (বৈধ করা হোক)। কারণ তা ঘরবাড়ি তৈরী ও কবরে লাছার জন্য (প্রয়োজন হয়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইযখির ঘাস ব্যতীত।

٣١١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَاِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ هَلَكُوْا .

৩১১০। আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীআ আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাত যত দিন এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে, ততো দিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা তা বিনষ্ট করবে, তখন ধ্বংস হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ

মদীনার ফযীলাত।

٣١١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَارِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا .

৩১১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমান মদীনার দিকে গুটিয়ে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে।

٣١١٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا .

৩১১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন তাই করে। কারণ যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার পক্ষে সাক্ষী হবো।

٣١١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلٰى لِسَانِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ وَاَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ اَبُوْ مَرْوَانَ لَابَتَيْهَا حَرَّتَى الْمَدِيْنَةِ .

৩১১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) তোমার বন্ধু ও নবী। তুমি মক্কাকে ইবরাহীম (আ)-এর যবানীতে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করেছো। হে আল্লাহ! আমিও তোমার বান্দা ও নবী।

অতএব আমি মদীনাকে, তার দুই কৃষ্ণ প্রস্তরময় জমীনের মধ্যস্থল হারাম ঘোষণা করছি। আবু মারওয়ান (র) বলেন, 'লাবাতাইহা' শব্দের অর্থ মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমি।

٣١١٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ .

৩১১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে গলিয়ে দিবেন, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।

٣١١٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مِكْنَفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلٰى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلٰى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ .

৩১১৫। আবদুল্লাহ ইবনে মিকনাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উহুদ একটি পাহাড়, সে আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। তা জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় দোযখের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

কাবা ঘরের অভ্যন্তরের সম্পদ।

٣١١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ بَعَثَ رَجُلٌ مَعِىَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً اِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ فَنَاوَلْتُهُ اِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ اَلَكَ هٰذِهِ قُلْتُ لَا وَلَوْ كَانَتْ لِىْ لَمْ اٰتِكَ بِهَا قَالَ اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

مَجْلِسَكَ الَّذِىْ جَلَسْتَ فِيْهِ فَقَالَ لاَ اَخْرُجُ حَتّٰى اَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ مَا اَنْتَ فَاعِلٌ قَالَ لَاَفْعَلَنَّ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ قُلْتُ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ رَاٰى مَكَانَهُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا اَحْوَجُ مِنْكَ اِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ

৩১১৬। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আমার মাধ্যমে বাইতুল্লায় হাদিয়াস্বরূপ কতগুলি দিরহাম পাঠায়। আমি বাইতুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শাইবাকে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। আমি দিরহামগুলো তাকে দিলাম। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এগুলো কি তোমার দিরহাম? আমি বললাম, না। এগুলো আমার হলে তা নিয়ে তোমার নিকট আসতাম না। সে বললো, যদি তুমি এ কথা বলো তবে শোনো, তুমি যে স্থানে বসে আছো, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এখানে বসেছেন, অতঃপর বলেছেন, আমি কাবার সম্পদ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হবো না। আমি বললাম, আপনি তা করবেন না। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তা করবো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একথা কেন বললে? আমি বললাম, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদের স্থান দেখেছেন এবং আবু বাক্‌র (রা)-ও। তাঁদের উভয়ের তোমার চেয়ে মালের অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁরা এই সম্পদ স্থানচ্যুত করেননি। একথা শুনে উমার (রা) উঠে দাঁড়ান এবং বের হয়ে চলে যান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬

بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

মক্কায় রমযান মাসের রোযা রাখা।

٣١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ اَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلاَنَ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِىْ كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً .

৩১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় রমযান মাস পেলো, রোযা রাখলো এবং যথাসাধ্য (রাতে) ইবাদত করলো, আল্লাহ তাআলা তাকে অন্য স্থানের তুলনায় এক লক্ষ রমযান

মাসের সওয়াব দান করবেন এবং প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একটি গোলাম এবং প্রতিটি রাতের পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব (তার আমলনামায়) লিখে দিবেন, প্রতিটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ সওয়াব, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকী (পুণ্য) এবং প্রতিটি রাতের জন্য একটি পুণ্য দান করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

بَابُ الطَّوَافِ فِيْ مَطَرٍ

বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করা।

٣١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ طُفْنَا مَعَ اَبِيْ عِقَالٍ فِيْ مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا اَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ اَتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اَنَسٌ ائْتَنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هٰكَذَا قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فِيْ مَطَرٍ .

৩১১৮। দাউদ ইবনে আজলান (র) বলেন, আমরা আবু ইকালের সাথে বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম এবং তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এলাম। তখন আবু ইকাল বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাথে বৃষ্টির মধ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে (ইবরাহীম) এসে দুই রাক্আত নামায পড়েছি। অতঃপর আনাস (রা) আমাদের বলেন, এখন নতুনভাবে নিজেদের আমলের হিসাব রাখো। তোমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই বলেছেন এবং আমরা তাঁর সাথে বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফ করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮

بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

পদব্রজে হজ্জ করা।

٣١١٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الْاَيْلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيْبٍ الزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ حَجَّ

النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ وَقَالَ ارْبِطُوْا اَوْسَاطَكُمْ بِاُزُرِكُمْ وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ .

৩১১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গিয়ে হজ্জ করেন এবং তিনি বলেন ঃ নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও।" তিনি কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন।[১০]

১০. এটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ বাহনযোগে মক্কায় হজ্জ করতে যান (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ২৬

كِتَابُ الاَضَاحِيّ

(কোরবানী)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ اَضَاحِيّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানী।

٣١٢٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا .

৩১২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শিংবিশিষ্ট দুইটি ধুসর বর্ণের মেষ কোরবানী করেছিলেন। তিনি (যবেহ করার সময়) বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলেছিলেন। আমি তাঁকে নিজের পা সেটির পাঁজরের উপর রেখে চেপে ধরে স্বহস্তে তা কোরবানী করতে দেখেছি।

٣١٢١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَاقِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجَّهَهُمَا اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ

لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ .

৩১২১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন দু'টি মেষ যবেহ করেন। তিনি পশু দুইটিকে কিবলামুখী করে বলেন ঃ "ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহূ ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।"

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" (সূরা আনআম ঃ ৭৯)। "বলো, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম" (সূরা আনআম ঃ ১৬২-৩)। হে আল্লাহ! তোমার নিকট থেকেই প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎসর্গিত। অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে কবুল করো"।

٣١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَذَبَحَ اَحَدَهُمَا عَنْ اُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الْاٰخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩১২২। আয়েশা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত ধুসর বর্ণের ও ছিন্নমুষ্ক মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি নিজ উম্মাতের যারা আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْاَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ اَمْ لاَ

কোরবানী ওয়াজিব কি না?

٣١٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا .

৩১২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।

٣١٢٤-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا اَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ .

৩১২৪। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট কোরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা ওয়াজিব কিনা? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানী করেছেন, তাঁর পরে মুসলমানরাও কুরবানী করেছে এবং এই সুন্নাত অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

٣١٢٤(١)- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ ثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً ..

৩১২৪(১)। হিশাম ইব্‌নে আম্মার-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ-হাজ্জাজ ইবনে আরআত-জাবালা ইবনে সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করলাম .... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣١٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَّةً وَعَتِيْرَةً اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هِىَ الَّتِىْ يُسَمِّيْهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ .

৩১২৫। মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কোরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জানো আতীরা কি? তা হলো, যাকে তোমরা রাজাবিয়া বলো।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ ثَوَابِ الاَضْحِيَّةِ

কোরবানীর সওয়াব।

٣١٢٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْمُثَنّٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ عَلَى الْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا .

---

১. কোরবানী শব্দের মূলে রয়েছে 'উদহিয়্যা' অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়। যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত হালাল পশু কোরবানী করতে হয়। কোরবানী শরীআতের একটি বিধিবদ্ধ করণীয় বিষয় ও বাঞ্ছিত ইবাদত। পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ২৭-২৮, ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে এবং সূরা কাওসারের ২নং আয়াতে কোরবানীর নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবরই কোরবানী করেছেন, কখনও তা ত্যাগ করেননি এবং তাঁর সাহাবীগণও কোরবানী করেছেন। ইমাম আজম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোরবানী করা ওয়াজিব, ইমাম মালেক (র)-ও এই মত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-সহ জমহূর আলেমদের মতে কোরবানী করা সুন্নাত। ইসলামপূর্ব যুগে রজব মাসেও কোরবানীর প্রচলন ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়েও তা চালু ছিল। এই কোরবানীকে বলা হতো আতীরা। পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কোরবানী বাধ্যতামূলক, কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কোরবানীই যথেষ্ট (অনুবাদক)।

৩১২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোরবানীর দিন আদম সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না যা মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট রক্ত প্রবাহিত(কোরবানী) করার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। কোরবানীর পশুগুলো কিয়ামতের দিন এদের শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই (কোরবানী) মহান আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দ সহকারে কোরবানী করো।

٣١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ ثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ ثَنَا عَائِذُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ .

৩১২৭। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কোরবানী কি? তিনি বলেন ঃ তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত (ঐতিহ্য)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতে আমাদের জন্য কি (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোমশ পশুদের পরিবর্তে কি হবে (এদের পশম তো অনেক বেশি)? তিনি বলেন ঃ লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْاَضَاحِيِّ

কোরবানী করার জন্য উত্তম পশু।

٣١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَاْكُلُ فِيْ سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ .

৩১২৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট এবং মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের একটি মেষ কোরবানী করেন।

٣١٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ اَبِىْ سَعِيْدٍ الزُّرَقِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شِرَاءِ الضَّحَايَا قَالَ يُوْنُسُ فَاَشَارَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِلٰى كَبْشٍ اَدْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلاَ الْمُتَّضِعِ فِىْ جِسْمِهِ فَقَالَ لِى اشْتَرِ لِىْ هٰذَا كَاَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩১২৯। ইউনুস ইবনে মাইসারা ইবনে হালবাস (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু সাঈদ আয-যুরাকী (রা)-র সাথে কোরবানীর পশু ক্রয় করতে গেলাম। ইউনুস আরো বলেন, আবু সাঈদ (রা) একটি সামান্য কালো বর্ণের মেষের দিকে ইশারা করেন, যা খুব উঁচুও ছিলো না, বেঁটেও ছিলো না। তিনি আমাকে বলেন, এই মেষটি আমার জন্য ক্রয় করো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেষের সাথে এর একটা সাদৃশ্য আছে।

٣١٣٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ عَائِذٍ اَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ .

৩১৩০। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম কাফন একজোড়া কাপড় (লুংগি ও চাদর) এবং উত্তম কোরবানী হলো শিংবিশিষ্ট মেষ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়?

٣١٣١- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْجَزُوْرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ .

৩১৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে কোরবানীর ঈদ এসে গেলো। আমরা একটি উট দশজনে এবং একটি গরু সাতজনে শরীক হয়ে কোরবানী করলাম।

٣١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

৩১৩২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরুও সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছি।[২]

٣١٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ .

৩১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল স্ত্রী উমরা (অর্থাৎ তামাত্তো হজ্জ) করেন, তিনি তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি গাভী কোরবানী করেন।

٣١٣٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ حَاضِرٍ الْاَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلَّتِ الْاِبِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ .

৩১৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার উটের স্বল্পতা দেখা দিলে তিনি লোকদেরকে গরু কোরবানী করার নির্দেশ দেন।

---

২. ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ-এর মতে একটি উটে দশজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়। কিন্তু অপর সকল মাযহাবের আলেমদের মতে এ ক্ষেত্রেও সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়। তাদের মতে ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস জাবির (রা)-র হাদীস দ্বারা রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে (অনুবাদক)।

٣١٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ اَبُوْ طَاهِرٍ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً .

৩১৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে একটিমাত্র গরু কোরবানী করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

কতোটি বকরী একটি উটের সমান হতে পারে?

٣١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ عَلَىَّ بَدَنَةً وَاَنَا مُوْسِرٌ بِهَا وَلاَ اَجِدُهَا فَاَشْتَرِيَهَا فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ .

৩১৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমার উপর একটি উট কোরবানী করা অপরিহার্য এবং তা ক্রয়ের সামর্থ্যও আমার আছে কিন্তু তা পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় আমি ক্রয় করতে পারছি না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি ছাগল ক্রয় করে তা যবেহ করার নির্দেশ দেন।

٣١٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقٍ وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاَصَبْنَا اِبِلاً وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَاَغْلَيْنَا الْقُدُوْرَ قَبْلَ اَنْ تُقْسَمَ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُوْرَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ .

৩১৩৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিহামার যুল-হুলাইফায় ছিলাম। আমরা (যুদ্ধে) উট ও মেষ-বকরী লাভ করি। লোকেরা (তা বণ্টনে) তাড়াহুড়া করছিল এবং তা বণ্টনের পূর্বেই আমরা চুলায় (গোশতের) হাঁড়ি তুলে দিয়েছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং গোশতের হাঁড়িগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তা উল্টে ফেলে দেয়া হয় (কারণ বণ্টনের পূর্বে গনীমতের সম্পদ ব্যবহার অবৈধ)। অতঃপর একটি উট দশটি মেষের সমান ধরা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْاَضَاحِيُّ

যে ধরনের পশু কোরবানী করা উচিত।

٣١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلٰى اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ .

৩১৩৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক পাল বকরী দিলেন এবং তিনি সেগুলো কোরবানীর জন্য তার সংগীদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এক বছর বয়সের একটি ছাগল (বণ্টনের পর) অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। তিনি বলেন ঃ এটা তুমি কোরবানী করো।

٣١٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ اَبِىْ يَحْىٰ مَوْلَى الْاَسْلَمِيِّيْنَ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ بِلاَلٍ بِنْتُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجُوْزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّاْنِ اُضْحِيَّةً .

৩১৩৯। উম্মু বিলাল বিনতে হিলাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছয় মাস বয়সের ভেড়া দিয়ে কোরবানী করা জায়েয।

٣١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ

مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَعزَّتِ الْغَنَمُ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذَعَ يُوْفِيْ مِمَّا تُوْفِيْ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ .

৩১৪০। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সুলাইম গোত্রের মুজাশে (রা) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। মেষ-বকরীর স্বল্পতা দেখা দিলে তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ এক বছর বয়সের বকরী দ্বারা যে কাজ হয় (কোরবানীর ক্ষেত্রে) ছয় মাস বয়সের মেষ দ্বারাও তা হতে পারে।

٣١٤١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَبَّانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْبَاَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَذْبَحُواْ اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُواْ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .

৩১৪১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (কোরবানীতে) মুসিন্না[৩] ছাড়া যবেহ করো না। কিন্তু তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হলে ছয় মাস বয়সের মেষ-ভেড়া যবেহ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَا يُكْرَهُ اَنْ يُضَحّٰى بِهِ

যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরূহ।

٣١٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُضَحّٰى بِمُقَابَلَةٍ اَوْ مُدَابَرَةٍ اَوْ شَرْقَاءَ اَوْ خَرْقَاءَ اَوْ جَدْعَاءَ .

৩১৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানের অগ্রভাগ অথবা পশ্চাদভাগ (মূলের দিক) কর্তিত অথবা ফাটা অথবা ছিদ্রযুক্ত অথবা অঙ্গ কর্তিত পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

---

৩. পাঁচ বছর বয়সের উট, দুই বছর বয়সের গরু এবং এক বছর বয়সের ছাগল-ভেড়াকে মুসিন্না বলা হয়। কোরবানীতে অন্তত এই বয়সের পশু যবেহ করতে হয় (অনুবাদক)।

٣١٤٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ .

৩১৪৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কোরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَاَبُو الْوَلِيْدِ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوْزٍ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِىْ بِمَا كَرِهَ اَوْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَضَاحِىِّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِىْ اَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ اَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِى الْاَضَاحِىِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِىْ لاَ تُنْقِىْ . قَالَ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ نَقْصٌ فِى الْاُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلٰى اَحَدٍ .

৩১৪৪। উবাইদ ইবনে ফাইরূয (র) বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযিব (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের পশু কোরবানী করতে অপছন্দ অথবা নিষেধ করেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের বলুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের ইশারায় বলেন, এরূপ, আর আমার হাত তাঁর হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র। চার প্রকারের পশু কোরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (র) বলেন, আমি ত্রুটিযুক্ত কানবিশিষ্ট পশু কোরবানী করা অপছন্দ করি। বারাআ (রা) বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ করো তা পরিহার করো, কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম করো না।

٣١٤٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ جُرَىَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُضَحّٰى بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ .

৩১৪৫। আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং ভাংগা ও কান কাটা পশু কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَنِ اشْتَرٰى أُضْحِيَّةً صَحِيْحَةً فَاَصَابَهَا عِنْدَهُ شَىْءٌ

কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করার পর তা বিপদগ্রস্ত হলে।

٣١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْ بَكْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّىْ بِهِ فَاَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ اَلْيَتِهِ اَوْ أُذُنِهِ فَسَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَنَا اَنْ نُضَحِّىَ بِهِ .

৩১৪৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোরবানীর উদ্দেশে একটি মেষ খরিদ করলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তার নিতম্ব অথবা কান কেটে নিয়ে গেলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদেরকে তা কোরবানী করার অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَنْ ضَحّٰى بِشَاةٍ عَنْ اَهْلِهِ

যে ব্যক্তি তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটিমাত্র বকরী কোরবানী করে।

٣١٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيْكُمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يُضَحِّىْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ فَيَاْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرٰى .

৩১৪৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের কোরবানী কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কোরবানী করতো। তা থেকে তারাও আহার করতো এবং (অন্যদেরও) আহার করাতো। পরবর্তী কালে লোকেরা কোরবানীকে অহমিকা প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

٣١٤٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَنِىْ اَهْلِىْ عَلَى الْجِفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ اَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْاٰنَ يُبَخِّلُنَا جِيْرَانُنَا .

৩১৪৮। আবু সারীহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এতো দিন যে সুন্নাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে তার বিপরীত করতে বাধ্য করলো। অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দুইটি বকরী কোরবানী করা হতো। এখন আমরা তদ্রূপ করলে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّضَحِّىَ فَلاَ يَاْخُذُ فِى الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ

যে ব্যক্তি কোরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত তার নখ ও চুল না কাটে।

٣١٤٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُّضَحِّىَ فَلاَ يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا .

৩১৪৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন (যিলহজ্জ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও শরীরের কোন অংশ স্পর্শ না করে (না কাটে)।

٣١٥٠- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُوْ عَمْرٍو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ فَاَرَادَ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلاَ ظُفْرًا .

৩১৫০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখে এবং কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা নিষিদ্ধ।

٣١٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِىْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ .

৩১৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কোরবানীর দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনর্বার কোরবানী করার নির্দেশ দেন।

٣١٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَبَحَ اُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ اُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لاَ فَلْيَذْبَحْ عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ .

৪. হানাফী মাযহাবমতে নখ-চুল কাটা জায়েয। ইমাম শাফিঈ ও তার অনুসারীদের মতে এটা মুস্তাহাব নির্দেশ অর্থাৎ নখ-চুল না কাটাই উত্তম (কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে ঐ সময়ে নখচুল কাটা হারাম (অনুবাদক)।

৩১৫২। জুনদুব আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ ইবনে কায়েস (রা) তাকে বলতে শুনেছেন, আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। কতক লোক ঈদের নামাযের পূর্বেই কোরবানী করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করেছে সে যেন পুনর্বার কোরবানী করে। আর যে ব্যক্তি এখনও কোরবানী করেনি সে যেন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করে।

٣١٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ اَشْقَرَ اَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَعِدْ اُضْحِيَّتَكَ .

৩১৫৩। উআইমির ইবনে আশকার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে যবেহ করেন। তিনি বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি পুনরায় কোরবানী করো।

٣١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى اَبُوْ مُوْسٰى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا اَبِىْ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُوْرِ الْاَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيْحَ قُتَارٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ ذَبَحَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّىَ لِاُطْعِمَ اَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ جَذَعٌ اَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّاْنِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৩১৫৪। আবু যায়েদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর ঘরের নিকট দিয়ে যেতে ভুনা গোশতের ঘ্রাণ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কোন ব্যক্তি কোরবানী করেছে? আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলেন, আমি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গোশত খাওয়ানোর জন্য ঈদের নামায পড়ার পূর্বেই কোরবানী করেছি।

তিনি তাকে পুনর্বার (নামাযের পর) কোরবানী করার নির্দেশ দেন। সে বললো, না, আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই! আমার নিকট ছয় মাস বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলেন ঃ সেটিই (নামাযের পর) যবেহ করো। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য ছয় মাসের বাচ্চা যথেষ্ট হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً بِيَدِهِ

কোরবানীর পশু স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম।

٣١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهَا .

৩১৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কোরবানীর পশুর পাঁজরের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে স্বহস্তে কোরবানী করতে দেখেছি।

٣١٥٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيْقِ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ .

৩১৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন আম্মার ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুরাইক গোত্রের রাস্তার পাশে একটি চাকু দিয়ে নিজের কোরবানীর পশু গলার কাছ দিয়ে স্বহস্তে যবেহ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ جُلُوْدِ الْأَضَاحِيِّ

কোরবানীর পশুর চামড়া।

٣١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلٰى أَخْبَرَهُ

انَّ عَلِيًّ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا لِلْمَسَاكِيْنِ .

৩১৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর (কোরবানীর) উটের গোশত, চামড়া ও ঝুল (ঝালড়) সবকিছু দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الْاَكْلِ مِنْ لُحُوْمِ الضَّحَايَا

কোরবানীর গোশত আহার করা।

٣١٥٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُوْرٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَاَكَلُوْا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ .

৩১৫৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো (কোরবানীর) উটের কিছু অংশ একত্র করে তা একটি হাঁড়িতে পাকানোর নির্দেশ দেন। লোকেরা এই গোশত ও ঝোল আহার করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ ادِّخَارِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ

কোরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা।

٣١٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْهَا .

৩১৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্ভিক্ষজনিত কারণে লোকদেরকে কোরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে আবার জমা করে রাখার অনুমতি দেন।

٣١٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا .

৩১৬০। নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক আহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা আহার করো এবং জমা করো রাখো।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلّٰى

ঈদের মাঠে কোরবানী করা।

٣١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلّٰى .

৩১৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মাঠে কোরবানীর পশু যবেহ করতেন।

৫. দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণে সমাজের অধিকাংশ লোক কোরবানী করতে অক্ষম হলে ধনী লোকদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট গোশত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা উচিৎ (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ২৭

كِتَابُ الْذَبَائِحِ

(যবেহ করা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ الْعَقِيْقَةِ

আকীকা।

٣١٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

৩১৬২। উম্মু কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী (আকীকাস্বরূপ যবেহ করা) যথেষ্ট।

٣١٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُعَقَّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

৩১৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী দিয়ে আকীকা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١٦٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهُ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةً فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى .

৩১৬৪। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করতে হবে। অতএব

তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (পশু যবেহ্ করো) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।

٣١٦٥-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اسْحَاقَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَاْسُهُ وَيُسَمّٰى .

৩১৬৫। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, তার মাথা কামাতে হয় এবং নাম রাখতে হয়।

٣١٦٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوْسٰى اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَلاَ يُمَسُّ رَاْسُهُ بِدَمٍ .

৩১৬৬। ইয়াযীদ ইবনে আব্দ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে (আকীকা করতে হবে) এবং তার মাথা পশুর রক্তে রঞ্জিত করা যাবে না।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيْرَةِ

ফারাআ ও আতীরা।

٣١٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا

---

১. শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে হয়, মাথার চুল কামাতে হয় এবং আকীকা করতে হয়। চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আকীকা করা মুস্তাহাব এবং ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আকীকা করা সুন্নাত। তার অপর মত অনুযায়ী তা ওয়াজিব। কোন কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবেহ্ করার কথা উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবেহ করার কথা উল্লেখ আছে। ইমাম মালেক (র) এই শেষোক্ত মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য এটা কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক বকরী দিয়ে একবার বা একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَىِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا لِلّٰهِ وَاَطْعِمُوا قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ قَالَ فِىْ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتّٰى اِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ (أُرَاهُ قَالَ) عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ .

৩১৬৭। নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক দিয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বলেন ঃ তোমরা যে কোন মাসে মহামহিম আল্লাহ্র জন্য পশু যবেহ করো, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করো এবং (দরিদ্রদের) আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে ফারাআ করতাম। এখন এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কি বলেন? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি চরে বেড়ানো পশুতে ফারাআ রয়েছে, যাকে তোমার পশু আহার করায় এবং যখন ভারবোঝা বহনের উপযুক্ত হবে তখন তা যবেহ করে তার গোশত পথিকদের মধ্যে দান-খয়রাত করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

٣١٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَتِيْرَةَ قَالَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَالْفَرَعَةُ اَوَّلُ النِّتَاجِ وَالْعَتِيْرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا اَهْلُ الْبَيْتِ فِىْ رَجَبٍ .

৩১৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন আর ফারাআ নাই, আতীরাও নাই। হিশাম (র) তার বর্ণনায় বলেন, ফারাআ হলো উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। আর আতীরা হলো কোন পরিবারের লোকেরা রজব মাসে যে বকরী যবেহ করে তা।

٣١٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَتِيْرَةَ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِىِّ .

৩১৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন আর ফারাআও নাই, আতীরাও নাই। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা কেবলমাত্র আল-আদানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ اِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ

যবেহ করার সময় তোমরা উত্তমরূপে যবেহ করো।

٣١٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

৩১৭০। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা (যুদ্ধ) করো, তা উত্তম পন্থায় করো, যখন যবেহ করো, তাও উত্তম পন্থায় করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ চাকু ধারালো করে নেয় এবং নিজের যবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়।

٣١٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ اَخْبَرَنِى اَبِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِاُذُنِهَا فَقَالَ دَعْ اُذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا .

৩১৭১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন একটি বকরীর কান ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ তুমি এর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধরো।

٣١٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَخِىْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِىِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيْلَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَاَنْ تُوَارِى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ اِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ .

৩১৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির অগোচরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যবেহ করার সময় যেন দ্রুত যবেহ করে।

٣١٧٢(١)- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩১৭২(১)। জাফর ইবনে মুসাফির-আবুল আসওয়াদ-ইবনে লাহীআ-ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-সালিম-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা।

٣١٧٣-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ) قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللّٰهِ فَلاَ تَاْكُلُوْا وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) .

৩১৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি "শয়তানেরা নিজেদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়" (সূরা আনআম ঃ ২১) শীর্ষক আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন, শয়তানেরা বলে যে, যা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা ভক্ষণ করো না এবং যা আল্লাহ্‌র নাম বাদ দিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা খাও। অতএব মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ "যাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না" (সূরা আনআম ঃ ১২১)।

٣١٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا يَّأْتُوْنَا بِلَحْمٍ لاَ نَدْرِىْ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ قَالَ سَمُّوْا اَنْتُمْ وَكُلُوْا وَكَانُوْا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

৩১৭৪। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কতক লোক আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। জানি না, (তা যবেহ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়েছে কি না? তিনি বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো এবং তা খাও। এটা ছিল তাদের কুফর পরিত্যাগের নিকটবর্তী কালের বিষয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَا يُذَكّٰى بِهِ

যে অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা যায়।

٣١٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ ذَبَحْتُ اَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ فَاَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَنِىْ بِاَكْلِهِمَا .

৩১৭৫। মুহাম্মাদ ইবনে সাইফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে দুইটি খরগোশ যবেহ করে তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি আমাকে তা আহারের নির্দেশ দিলেন।

٣١٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا غُنْدَرٌ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِىْ شَاةٍ فَذَبَحُوْهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَكْلِهَا .

৩১৭৬। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরীকে কামড় দিলে লোকেরা তা ধারালো সাদা পাথর দ্বারা যবেহ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

٣١٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَصِيْدُ الصَّيْدَ فَلاَ نَجِدُ سِكِّيْنًا اِلاَّ الظِّرَارَةَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৩১৭৭। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা শিকার ধরে থাকি এবং কখনও আমাদের সাথে ধারালো পাথর বা ধারালো লাঠি ব্যতীত ছুরি থাকে না। তিনি বলেন ঃ যা দিয়ে পারো রক্ত প্রবাহিত করো এবং যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম লও।

٣١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ فِى الْمَغَازِىْ فَلاَ يَكُوْنُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَاِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ .

৩১৭৮। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালে আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। তিনি বলেন ঃ দাঁত ও নখ ব্যতীত যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায় (তা দিয়ে যবেহ করো) এবং তা যবেহকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো, অতঃপর খাও। কারণ দাঁত হলো হাড় এবং নখ হলো হাবশাবাসীদের ছুরি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ السَّلْخِ

চামড়া ছাড়ানো।

٣١٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ (قَالَ عَطَاءٌ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ) اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَنَحَّ حَتّٰى أُرِيَكَ فَادْخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتّٰى تَوَارَتْ اِلَى الْاِبِطِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هٰكَذَا فَاسْلُخْ ثُمَّ مَضٰى وَصَلّٰى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩১৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর খাল ছাড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়া ও গোশতের মাঝখান দিয়ে নিজের হাত ঢুকালেন, এমনকি বগল পর্যন্ত তাঁর হাত অন্তর্হিত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে বৎস! এভাবে চামড়া ছাড়াও। অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকদের সাথে নামায পড়লেন, কিন্তু উযু করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

দুগ্ধবতী পশু যবেহ করা নিষেধ।

٣١٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَاَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ .

৩১৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পশু যবেহ করতে ছুরি নিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবেহ করো না।

٣١٨١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ انْطَلِقَا بِنَا الْوَاقِفِيِّ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتّٰى اَتَيْنَا

الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِى الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ اَوْ قَالَ ذَاتَ الدَّرِّ .

৩১৮১। আবু বাক্‌র ইবনে আবু কুহাফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও উমার (রা)-কে বলেন ঃ তোমরা উভয়ে আমাদের সাথে আল-ওয়াকিফীর নিকট চলো। রাবী বলেন, আমরা চাঁদনি রাতে রওয়ানা হলাম এবং শেষে (আল-ওয়াকিফীর) বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। আল-ওয়াকিফী বলেন, সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর তিনি একটি ছুরিসহ মেষ পালের মধ্যে চক্কর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবেহ করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرْاَةِ

স্ত্রীলোকের যবেহকৃত পশুর বিধান।

٣١٨٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .

৩১৮২। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক ধারালো পাথরের সাহায্যে একটি বকরী যবেহ করলো। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি তা দূষণীয় মনে করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

পলায়নপর পশু যবেহ করার বর্ণনা।

٣١٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لَهَا اَوَابِدَ (اَحْسَبُهُ قَالَ) كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا .

৩১৮৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একটি উট পলায়নে তৎপর হলে এক ব্যক্তি সেটিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনটি জংলী পশুর ন্যায় বন্য হয়ে যায়। অতএব তোমরা অন্যভাবে কাবু করতে না পারলে একে এভাবেই কাবু করবে।

٣١٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلاَّ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِىْ فَخِذِهَا لَاَجْزَاَكَ .

৩১৮৪। আবুল উশারা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগের মাঝখান ছাড়া কি যবেহ হয় না? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তার উরুতে বর্শা ঢুকিয়ে দিতে পারো তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ النَّهْىِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

কোন প্রাণীকে চাদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ।

٣١٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .

৩১৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

---

২. এখানে নিরুপায় অবস্থায় যবেহ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন কোন পশু দেয়ালচাপা পড়েছে অথবা কোন বন্য পশু ছুটে পালাচ্ছে, এরূপ অবস্থায় তার দেহের যে অংশে সম্ভব আঘাত করে যবেহ করা জায়েয। স্বাভাবিক অবস্থায় কণ্ঠনালীতেই যবেহ করতে হবে (অনুবাদক)।

٣١٨٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ .

৩১৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।

٣١٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا .

৩১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন জীবন্ত প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিও না।

٣١٨٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا .

৩১৮৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ

বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত (হালাল) পশু-পাখি খাওয়া নিষেধ।

٣١٨٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا .

৩১৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষ্ঠা ভক্ষণে অভ্যস্ত পশুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত।

٣١٩٠- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩১৯০। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি ঘোড়া যবেহ করে তার গোশত খেয়েছি।

٣١٩١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ

৩১৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালে আমরা ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশত খেয়েছি।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَةِ

বন্য গাধার গোশত।

٣١٩٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَقَالَ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ اَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَنَحَرْنَاهَا وَاِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِىْ اِذْ نَادٰى مُنَادِى النَّبِيِّ ﷺ اَنِ اكْفَئُوا الْقُدُوْرَ وَلاَ تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَاَكْفَاْنَاهَا . فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ

---

৩. ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত হালাল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও হানাফী আলেমগণের মতে ঘোড়ার গোশত মাকরূহ তাহরিমী (অনুবাদক)।

اَوْفِى حَرَّمَهَا تَحْرِيْمًا قَالَ تَحَدَّثْنَا اَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَتَّةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهَا تَاْكُلُ الْعَذِرَةَ .

৩১৯২। আবু ইসহাক আশ-শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালে আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হই। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। লোকেরা মদীনার (শহরের) বাইরে কিছু গাধা পেলো। আমরা তা যবেহ করলাম। আমাদের হাঁড়িতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল। ইতিমধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করলো যে, গোশতের পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দাও এবং গাধার গোশত থেকে মোটেও খেও না। অতএব আমরা পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তা চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন? রাবী বলেন, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কি বিষ্ঠা খাওয়ার কারণে হারাম করেছেন?

٣١٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ اَشْيَاءَ حَتّٰى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْاِنْسِيَّةَ .

৩১৯৩। আল-মিকদাম ইবনে মাদীকারিব আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো জিনিস হারাম ঘোষণা করেন, তার মধ্যে গৃহপালিত গাধার কথাও উল্লেখ করেন।

٣١٩٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُلْقِىَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ نِيْئَةً وَنَضِيْجَةً ثُمَّ لَمْ يَاْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ .

৩১৯৪। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা গোশত ও রান্না করা গোশত সব ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী কালে তিনি আর তা (খাওয়ার) হুকুম দেননি।

٣١٩٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ

خَيْبَرَ فَامْسَى النَّاسُ قَدْ اَوْقَدُوا النِّيْرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلاَمَ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلٰى لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ فَقَالَ اَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَوْ نُهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْ ذَاكَ .

৩১৯৫। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যা হলে লোকেরা চুলায় আগুন ধরালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কী রান্না করছো? তারা বলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি বলেন ঃ হাঁড়িতে যা আছে তা ফেলে দাও এবং হাঁড়িগুলো ভেংগে ফেলো। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হাঁড়ির মধ্যে যা আছে আমরা কি তা ফেলে দিয়ে হাঁড়ি ধুয়ে নিতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আচ্ছা! তাই করো।

٣١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ نَادٰى اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ .

৩১৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করলেন ঃ নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ لُحُوْمِ الْبِغَالِ

খচ্চরের গোশত।

٣١٩٧- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَاْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ قُلْتُ فَالْبِغَالُ قَالَ لاَ .

৩১৯৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশত আহার করতাম। আমি (আতা) বললাম, খচ্চরের গোশত? তিনি বলেন, না।

٣١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ يَحْيَ ابْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ .

৩১৯৮। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার গোশত, খচ্চরের গোশত ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ زَكَاةِ الْجَنِيْنِ زَكَاةُ أُمِّهِ

পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবেহ-ই যথেষ্ট।

٣١٩٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَعَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ اُمِّهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ اِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ يَقُوْلُ فِىْ قَوْلِهِمْ فِى الذَّكَاةِ لاَ يُقْضٰى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ .

৩১৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পারো। কেননা তার মায়ের যবেহ তার যবেহ-এর জন্য যথেষ্ট।[৪]

---

৪. 'যাকাতুল জানীন যাকাতু উম্মিহি' (গর্ভবতী পশুকে যবেহ করাই তার পেটের বাচ্চার জন্য যথেষ্ট)। হাদীসটি মোট এগারজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ আবু সাঈদ খুদরী, (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ), জাবির (আবু দাউদ), আবু হুরায়রা (হাকেম), ইবনে উমার (হাকেম, দারু কুতনী), আবু আইউব আনসারী (হাকেম), ইবনে মাসউদ (দারু কুতনী), ইবনে আব্বাস (দারু কুতনী), কাব ইবনে মালেক (তাবারানী), আবু উমামা, আবু দারদা (বাযযার, তাবারানী) এবং আলী (দারু কুতনী) রাদিয়াল্লাহু আনহুম। গর্ভবতী পশু সাধারণত যবেহ করা হয় না। কিন্তু অজান্তে অথবা অসতর্কতাবশত তা যবেহ করা হলে এবং তার পেট থেকে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা বের হলে– এই বাচ্চার গোশত খাওয়ায় কোন দোষ নেই। বাচ্চা জীবন্ত বের হলে সকল বিশেষজ্ঞের মতেই তা যবেহ করতে হবে'। এ ক্ষেত্রে তার মায়ের যবেহ তার জন্য যথেষ্ট হবে না। বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ না হলে তা ফেলে দিবে। ইমাম মালেকেরও এই মত। কিন্তু আবু হানীফা ও যুফারের মতে, পেট থেকে বাচ্চা মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না। ইমাম আহ্মাদ ও শাফিঈর মতে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হলেও তার গোশত খাওয়া যাবে (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ২৮

كِتَابُ الصَّيْدِ

(শিকার)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ قَتْلِ الْكِلاَبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ

শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর নিধন সম্পর্কে।

٣٢٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ .

৩২০০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর নিধনের নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেন ঃ লোকদের কুকুরের কী প্রয়োজন? অতঃপর তিনি তাদের শিকারী কুকুর রাখার অনুমতি দেন।

٣٢٠١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِىْ كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِيْنِ قَالَ بُنْدَارٌ الْعِيْنُ حِيْطَانُ الْمَدِيْنَةِ .

৩২০১। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেনঃ লোকদের কুকুরের কী প্রয়োজন? এরপর তিনি তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগান পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পোষার অনুমতি দেন। বুনদার (র) বলেন, 'আল-ঈন' হলো মদীনার বাগানসমূহ।

٣٢٠٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .

৩২০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন।

٣٢٠٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ .

৩২০৩। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চ কণ্ঠে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিতে শুনেছি। শিকারী কুকুর অথবা পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা হতো (তাঁর যুগে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِقْتِنَاءِ الْكَلْبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ

শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ।

٣٢٠٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِه كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ .

৩২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত অথবা পশুপাল পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষে সে তার সৎকর্ম থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস করে।

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ لَوْ لاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ حَرْثٍ اِلاَّ نَقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

৩২০৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুকুর যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি না হতো তবে আমি তা নির্মূল করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এর মধ্যে কালো কুকুর হত্যা করো। যে সম্প্রদায় পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, শিকারী কুকুর ও কৃষিখামার পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পোষে তাদের সৎকর্মের সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত করে হ্রাস পায়।

٣٢٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ خَصِيفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ فَقِيْلَ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ .

৩২০৬। সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা মেষপাল পাহারায় প্রয়োজন হয় না, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়। সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার।

٣٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ

قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ نَاْكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِىَ الْمُعَلَّمِ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِىَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكُمْ فِىْ اَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ اٰنِيَتِهِمْ اِلاَّ اَنْ لاَّ تَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَمْرِ الصَّيْدِ فَمَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

৩২০৭। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহ্‌লে কিতাবের (ইহূদী-খৃস্টান) এলাকায় বসবাস করি। আমরা কখনো তাদের পাত্রে আহার করি। এখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। আমি তা আমার ধনুক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যেও শিকার করি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যে বলছো– তোমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বসবাস করো, একান্ত নিরুপায় না হলে তাদের পাত্রে আহার করো না। যদি তোমরা একান্ত ঠেকায় পড়ে যাও, তবে তাদের পাত্র ধৌত করার পর তাতে আহার করো। আর শিকার সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করেছো সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার ধনুকের সাহায্যে যা শিকার করো তার উপর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো এবং খাও। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধরো তাতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করো এবং খাও। আর তুমি প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধরো তা যবেহ করতে পারলে খাও।

٣٢٠٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ اِنْ قَتَلْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ اُخَرُ فَلاَ تَاْكُلْ قَالَ

ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ يَعْنِى عَلِىَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِيْنَ حِجَّةً اَكْثَرُهَا رَاجِلٌ .

৩২০৮। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করে বললাম, আমরা এই কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরে থাকি। তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহ্র নাম নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকলে সে তোমার জন্য যা শিকার করে তা খাও, তা সে হত্যা করে ফেললেও, কিন্তু (তা থেকে) কুকুর খেয়ে ফেললে (তা খেও না)। যদি কুকুর (তা থেকে) খেয়ে থাকে তবে তুমি তা ভক্ষণ করো না। কারণ আমার সন্দেহ হয় যে, সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর সাথে অন্য কুকুর থাকলে তুমি তা আহার করো না। ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আলী ইবনুল মুনযিরকে বলতে শুনেছি, আমি আটান্ন বার হজ্জ করেছি এবং এর অধিকাংশ বার পদব্রজে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ وَالْكَلْبِ الاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ

অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও ঘোর কালো কুকুরের শিকার।

٣٢٠٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِىْ بَزَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِى الْمَجُوْسَ .

৩২০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও পাখির ধৃত শিকার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

٣٢١٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ الاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَيْطَانٌ .

৩২১০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘোর কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তা শয়তান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

ধনুকের শিকার।

٣٢١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ قَالاَ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

৩২১১। আবু ছালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ধনুকের সাহায্যে ধৃত শিকার খাও।

٣٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَوْمٌ نَرْمِيْ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُلْ مَا خَزَقْتَ .

৩২১২। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তীরন্দাজ সম্প্রদায়। তিনি বলেন ঃ তুমি তীর নিক্ষেপ করলে এবং তা শিকারে বিদ্ধ হলে তা খাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيْلَةً

এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে।

٣٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنِّيْ لَيْلَةً قَالَ اِذَا وَجَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ شَيْئًا غَيْرَهُ فَكُلْهُ .

৩২১৩। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা এক রাত পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে। তিনি বলেন ঃ তুমি শিকারের সাথে তোমার তীর পেলে এবং অন্য কিছু না পেলে তা খাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার।

٣٢١٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ قَالاَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ .

৩২১৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ তীরের অগ্রভাগের আঘাতে যে শিকার ধরতে পারো তা খাও এবং তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে যে শিকার ধরো তা মৃত (তা খাওয়া যাবে না)।

٣٢١٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لاَ تَاْكُلْ اِلاَّ اَنْ يَّخْزِقَ .

৩২১৫। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তীর বা লাঠির পার্শ্বদেশের আঘাতে ধৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার শিকার খেও না, কিন্তু যদি তা শিকারের দেহ ভেদ করে (তবে খাবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য।

٣٢١٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ .

৩২১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জীবিত প্রাণীর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য।

٣٢١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِي اُخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ اَسْنِمَةَ الْاِبِلِ وَيَقْطَعُوْنَ اَذْنَابَ الْغَنَمِ اَلاَ فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ .

৩২১৭। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যুগে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে , যারা উটের কুঁজ এবং মেষের লেজের (প্রান্তভাগের চর্বিযুক্ত মোটা) অংশ (খাওয়ার জন্য) কেটে বিচ্ছিন্ন করবে। সাবধান ! জীবন্ত প্রাণীর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য (তা খাওয়া নিষিদ্ধ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ صَيْدِ الْحِيْتَانِ وَالْجَرَادِ

মাছ ও টিডিডি শিকার।

٣٢١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ .

৩১১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাদের জন্য দুইটি মৃতজীব হালাল করা হয়েছে ঃ মাছ ও টিডিডি (এক প্রকারের বড় জাতের ফড়িং)।

٣٢١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَ ابْنِ عُمَارَةَ ثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ اَكْثَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ .

৩৪১৯। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট টিডিডি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার বিরাট বাহিনী। আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না।

٣٢٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (سَعْدٍ) الْبَقَّالِ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كُنَّ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْاَطْبَاقِ .

৩২২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ থরে থরে সাজিয়ে টিড্ডি উপঢৌকন পাঠাতেন।

٣٢٢١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُلاَثَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ وَاَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَهْلِكْ كِبَارَهُ وَاقْتُلْ صِغَارَهُ وَاَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِاَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَاَرْزَاقِنَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَدْعُوْ عَلٰى جُنْدٍ مِنْ اَجْنَادِ اللّٰهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ اِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ قَالَ هَاشِمٌ قَالَ زِيَادٌ فَحَدَّثَنِىْ مَنْ رَاَى الْحُوْتَ يَنْثُرُهُ .

৩২২১। জাবির ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিড্ডির ব্যাপারে বদদোয়া করলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস করো, ছোটগুলো হত্যা করো, এর ডিমগুলো নষ্ট করে তার মূলোৎপাটন করো এবং আমাদের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষতিসাধন থেকে এবং আমাদের জীবিকা থেকে তার মুখ বন্ধ করে দাও। নিশ্চয় তুমিই দোয়া শ্রবণকারী"। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র একদল সৈনিকের মূলোৎপাটনের জন্য আপনি কিরূপে বদদোয়া করলেন? তিনি বলেন ঃ সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিড্ডি নির্গত হয়। হাশিম (র) বলেন, যিয়াদ বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি আমাদের তা বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিড্ডি নির্গত করতে দেখেছেন।

٣٢٢٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةٍ اَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ اَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِاَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلُوْهُ فَاِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .

৩২২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ অথবা উমরা করতে রওয়ানা হলাম। আমাদের সামনে একপাল টিডিড অথবা এক প্রকারের টিড্ডি উপস্থিত হলো। আমরা আমাদের চাবুক ও জুতা দিয়ে তা মারতে লাগলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা খাও, কারণ তা সামুদ্রিক বা জলজ শিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْ قَتْلِهِ

যে প্রাণী হত্যা করা নিষেধ।

٣٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالاَ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ .

৩২২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাদ পাখি[1] বেঙ, পিপীলিকা ও হুদহুদ পাখি হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ .

৩২২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ধরনের প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন ঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও সুরাদ পাখি।

٣٢٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ نَبِيًّا مِنَ

১. মোটা মাথা, সাদা পেট ও সবুজ পিঠযুক্ত এক প্রকারের পাখি, যা ক্ষুদ্র পাখিদের শিকার করে আহার করে (অনুবাদক)।

الْاَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ فِيْ اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَهْلَكْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ .

৩২২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নবীগণের মধ্যকার এক নবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করলো। তিনি পিপীলিকাদের জনপদ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা জ্বালিয়ে দেয়া হলো। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন ঃ একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে, আর তুমি আল্লাহ্‌র গুণগানে রত তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করলে!

٣٢٢٥(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَرَصَتْ .

৩২২৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া-আবু সালেহ-লাইস-ইউনুস ইবনে শিহাব (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ।

٣٢٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ قَرِيْبًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلٰكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ اُحَدِّثُكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ لاَ اُكَلِّمُكَ اَبَدًا .

৩২২৬। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা)-র এক নিকটাত্মীয় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে বারণ করেন এবং বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তার সাহায্যে শিকারও ধরা যায় না, শত্রুকেও আঘাত হানা যায় না, কিন্তু তা দাঁত ভাংগে ও চোখ নষ্ট করে।" রাবী বলেন, সে পুনরায় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি বলেন, আমি

তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন, আর তুমি পুনরায় তা নিক্ষেপ করছো! আমি কখনও তোমার সাথে কথা বলবো না।

٣٢٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحَذْفِ وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ تَنْكِى الْعَدُوَّ وَلٰكِنَّهَا تَفْقَاُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ .

৩২২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তা শিকারও হত্যা করতে পারে না, শত্রুকেও আঘাত হানতে পারে না, কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভাঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

গিরগিটি নিধন।

٣٢٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ .

৩২২৮। উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দেন।

٣٢٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا (اَدْنٰى مِنَ الْاُوْلٰى) وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً (اَدْنٰى مِنَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ فِى الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ) .

৩২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ পুণ্য। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে তার জন্য এই এই পরিমাণ পুণ্য (কিন্তু প্রথম আঘাতের তুলনায় কম)। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এই এই পরিমাণ পুণ্য (কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের তুলনায় কম)।

٣٢٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقَةُ .

৩২৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি সম্পর্কে বলেন ঃ তা ক্ষতিকর প্রাণী।

٣٢٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى عَائِشَةَ فَرَاَتْ فِىْ بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوْعًا فَقَالَتْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَصْنَعِيْنَ بِهٰذَا قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هٰذِهِ الْاَوْزَاغَ فَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَنَا اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَمَّا اُلْقِىَ فِى النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِى الْاَرْضِ دَابَّةٌ اِلاَّ اَطْفَاَتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِهِ .

৩২৩১। ফাকিহা ইবনুল মুগীরার মুক্তদাসী সাইবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তার ঘরে একটি বর্শা রক্ষিত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনারা এটা দিয়ে কি করেন? তিনি বলেন, আমরা এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিলো না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, গিরগিটি ব্যতীত। সে বরং আগুনে ফুঁ দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ

শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

٣٢٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ اَسْمَعْ بِهٰذَا حَتّٰى دَخَلْتُ الشَّامَ .

৩২৩২। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত এ হাদীস শুনতে পাইনি।

٣٢٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ سِنَانٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكْلُ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ .

৩২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

৩২৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু এবং নখরযুক্ত যে কোন শিকারী পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

নেকড়ে বাঘ ও খেঁকশিয়াল।

٣٢٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ اَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُكَ لاَسْاَلَكَ عَنْ اَحْنَاشِ الْاَرْضِ مَا تَقُوْلُ فِى الثَّعْلَبِ قَالَ وَمَنْ يَاْكُلُ الثَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِى الذِّئْبِ قَالَ وَيَاْكُلُ الذِّئْبَ اَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ .

৩২৩৫। খুযাইমা ইবনে জাযই (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট যমীনের কীট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। আপনি খেঁকশিয়াল সম্পর্কে কী বলেন? তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করেন ঃ কে খেঁকশিয়াল খায়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নেকড়ে বাঘ সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বলেন ঃ যার মধ্যে কোন ভালো গুণ আছে সেরূপ কোন ব্যক্তি কি তা খেতে পারে?

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الضَّبُعِ

দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু)।

٣٢٣٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ (وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ) قَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ اَصَيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اٰكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৩২৩৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট 'দাবু' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা শিকার কিনা? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, আমি কি তা খেতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আমি

বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٣٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَحْى بْنُ وَاضِحٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِى الضَّبُعِ قَالَ وَمَنْ يَاْكُلُ الضَّبُعَ .

৩২৩৭। খুযাইমা ইবনে জায্ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'দাবু' সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন ঃ কোন্ লোক দাবু আহার করে?[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ الضَّبِّ

গুইসাপ।

٣٢٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوَوْهَا فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَاَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا اَصَابِعَهُ فَقَالَ اِنَّ اُمَّةً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِى الْاَرْضِ وَاِنِّىْ لاَ اَدْرِىْ لَعَلَّهَا هِىَ فَقُلْتُ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا فَاَكَلُوْهَا فَلَمْ يَاْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ .

৩২৩৮। সাবিত ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। লোকেরা গুইসাপ ধরে তা ভুনা করে

---

২. দাবু শব্দের ইংরাজী তরজমায় হায়েনা, উর্দু তরজমায় বিজ্জু (হিন্দী) ও কাফতার (ফারসী) এবং বাংলা তরজমায় কেউ কেউ বনবিড়াল জাতীয় প্রাণী (খট্টাস, ভাম, গন্ধগোকুল) লিখেছেন। আল-মুনজিদ শীর্ষক আরবী অভিধানে উক্ত শব্দে নির্দেশক যে প্রাণীর ছবি দেয়া হয়েছে তা হলো হায়েনা, যা অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী এবং হারাম। কিন্তু উর্দু ও বাংলা তরজমাকারগণ যে প্রাণী বুঝিয়েছেন তা খাওয়া সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, শাফিঈ, আহ্‌মাদ, ইসহাক ও আবু সাওর (র) বৈধ বলেছেন, পক্ষান্তরে সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, মালেক ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) অবৈধ বলেছেন (অনুবাদক)।

আহার করলো। আমিও একটি গুইসাপ ধরে তা ভুনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলাম। তিনি একটি কাঠ তুলে নিয়ে তা দিয়ে সেটির আংগুল গণনা করতে লাগলেন, অতঃপর বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়ের চেহারা বিকৃত হয়ে পৃথিবীর জন্তুতে পরিণত হয়। আমি জানি না, এটাই সেই প্রাণী কিনা। আমি বললাম, লোকেরা তা ভুনা করে খেয়েছে। কিন্তু তিনি তা আহারও করেনি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি।

٣٢٣٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ وَلٰكِنْ قَذِرَهُ وَاِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِىْ لَاَكَلْتُهُ .

৩২৩৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ হারাম করেননি, কিন্তু তা অপছন্দ করেছেন। এটা পশুপালের রাখালদের খাদ্য। আল্লাহ তাআলা এই প্রাণীর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেন। আমার নিকট থাকলে আমি তা অবশ্যই আহার করতাম।

٣٢٣٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩২৩৯(১)। আবু সালামা ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালাফ-আবদুল আলা-সাঈদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-সুলায়মান-জাবির (রা)-উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضَنَا اَرْضٌ مَضَبَّةٌ فَمَا تَرٰى فِى الضِّبَابِ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ اُمَّةٌ مُسِخَتْ فَلَمْ يَاْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ .

৩২৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষে ফিরছিলেন তখন আহলে সুফ্‌ফার মধ্যকার এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর গুইসাপ পাওয়া যায়। এই প্রাণী সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিগত রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি তা খাওয়ার নির্দেশও দেননি এবং তা খেতে নিষেধও করেননি।

٣٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِىَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ فَاَهْوَى بِيَدِهِ لِيَاْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَرَامٌ قَالَ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهُ قَالَ فَاَهْوٰى خَالِدٌ اِلَى الضَّبِّ فَاَكَلَ مِنْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيْهِ .

৩২৪১। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভুনা গুইসাপ এনে তাঁর সামনে পরিবেশন করা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, এটা গুইসাপের গোশত। তিনি নিজের হাত তুলে নিলেন। খালিদ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, গুইসাপ কি হারাম? তিনি বলেন ঃ না, কিন্তু তা আমার এলাকার প্রাণী নয়। তাই এটাতে আমার রুচি হয় না। খালিদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং আহার করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

٣٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ أُحَرِّمُ يَعْنِى الضَّبَّ .

৩২৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি গুইসাপ হারাম বলি না।[৩]

---

৩. ইমাম নববী (র) বলেন, সর্বাধিক সংখ্যক মুসলিম বিশেষজ্ঞগণের ঐক্যমত অনুযায়ী গুইসাপ খাওয়া জায়েয, মাকরূহ নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার সহচরগণের মতে মাকরূহ। গুইসাপ হারাম না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আহার করেননি কেন? এর জবাব নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়ঃ ইবনে আব্বাস (রা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা

করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর গুইসাপের ভুনা গোশত পেশ করা হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। কোন কোন মহিলা তখন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খেতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করো। তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা গুইসাপ। সংগে সংগে তিনি তাঁর হাত তুলে নেন। আমি (খালিদ) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি হারাম? তিনি বলেন, না। তবে এটা আমার সম্প্রাদায়ের এলাকার প্রাণী নয়, তাই আমি তা খেতে পছন্দ করি না। খালিদ (রা) বলেন, আমি তা টেনে নিয়ে আহার করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিয়ে দেখছিলেন (বুখারী, ইবনে মাজা)। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ হারাম করেননি, তবে তিনি তা অরুচিকর মনে করেছেন। উমার (রা) আরো বলেন, এগুলো সাধারণত রাখালরা খেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা এগুলো দ্বারা বহু লোকের উপকার করেন। আমি পেলে তা ভুনা করে খেতাত (মুসলিম, ইবনে মাজা)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার খালা উম্মু হাফীদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পনির, ঘি ও ঘুইসাপের গোশত উপঢৌকন দেন। তিনি ঘি ও পনির থেকে আহার করেন এবং অরুচিকর হওয়ায় গুইসাপের গোশত ত্যাগ করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লামের সামনে আহার করা হলো। তা হারাম হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই দস্তরখানে তা আহার করা যেতো না (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)। সাবিত ইবনে ওয়াদীআ (রা) বলেন, আমরা এক সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা কয়েকটি গুইসাপ ধরি এবং তার মধ্য থেকে একটিকে ভুনা করি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তা তাঁর সামনে রাখি। তিনি একটি কাষ্ঠ খণ্ড তুলে নিয়ে তার দ্বারা এর আংগুলগুলো গণনা করেন, অতঃপর বলেন, বনূ ইসরাঈলের একটি দলের স্বরূপ বিকৃত হয়ে পৃথিবীর প্রাণীতে পরিণত হয়। আমি জানি না সেটি কোন প্রাণী? রাবী বলেন, তিনি তা আহার করেননি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) গুইসাপ ভক্ষণ মাকরূপ বলেছেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুইসাপের গোশত উপঢৌকন প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি তা আহার করেননি। আয়েশা (রা) তা জনৈক ভিক্ষুককে প্রদান করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি যা আহার করবে না তা কি অপরকে দান করবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের জন্যও অপছন্দ করেছেন এবং অন্যদের জন্যও।

হানাফী ফকীহ ও হাদীসবেত্তা ইমাম তাহাবী (র) বলেন, গুইসাপের গোশত ভক্ষণ অপছন্দনীয় (মাকরূহ) হওয়ার দলীল উক্ত হাদীস দ্বারা প্রদান করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম খাদ্যদ্রব্য দান করে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য উৎসাহিত করেছেন। যে খাদ্য দাতা নিজের জন্য অরুচিরক মনে করে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য তা দান করা আয়েশা (রা)-র জন্য তিনি অপছন্দ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট খেজুর দান-খয়রাত করতে নিষেধ করেছেন (তুহ্ফা, ৫খ, পৃ. ৪৯৭)। অতএব হাদীসবেত্তাগণ প্রধানত বৈধ হওয়ার মতকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ الْاَرْنَبِ

খরগোশ।

٣٢٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَانْفَجْنَا اَرْنَبًا فَسَعَوْا عَلَيْهَا فَلَغَبُوْا فَسَعَيْتُ حَتّٰى اَدْرَكْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِعَجُزِهَا وَوَرِكِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا .

৩২৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা "মারজা-জাহরান (ওয়াদী ফাতেমা) এলাকা অতিক্রমকালে একটি খরগোশকে উত্তেজিত করে বের করলাম। লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অতঃপর আমি তার পিছু ধাওয়া করে তা ধরে ফেললাম এবং তা নিয়ে আবু তালহা (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি তা যবেহ করলেন। অতঃপর তার নিতম্ব ও উরুর গোশত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন।

٣٢٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ اَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِاَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ هٰذَيْنِ الْاَرْنَبَيْنِ فَلَمْ اَجِدْ حَدِيْدَةً اُذَكِّيْهِمَا بِهَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ اَفَاٰكُلُ قَالَ كُلْ .

৩২৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুইটি খরগোশ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এই খরগোশ দুইটি ধরেছি কিন্তু এমন কোন লৌহাস্ত্র পেলাম না, যা দিয়ে তা যবেহ করতে পারতাম। তাই আমি একটি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে তা যবেহ করেছি। আমি কি তা আহার করতে পারি? তিনি বলে ঃ আহার করো।

٣٢٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ اَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ

جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ جِئْتُكَ لاَسْاَلَكَ عَنْ اَحْنَاشِ الْاَرْضِ مَا تَقُولُ فِى الضَّبِّ قَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ قَالَ قُلْتُ فَانِّىْ اٰكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فُقِدَتْ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمَمِ وَرَاَيْتُ خَلْقًا رَابَنِىْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا تَقُولُ فِى الْاَرْنَبِ قَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ قُلْتُ فَانِّىْ اٰكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نُبِّئْتُ اَنَّهَا تَدْمٰى .

৩২৪৫। খুযাইমা ইব্‌নে জায্ই (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মাটির গর্ভে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। গুইসাপ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন ঃ আমি নিজে তা খাই না এবং হারামও করি না। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে জিনিস আপনি হারাম করেন না তা কি আমি আহার করতে পারি, আর আপনিই বা কেন তা আহার করেন না? তিনি বলেন ঃ কোন এক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের গঠন এরূপ দেখেছি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খরগোশ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি আহার করতে পারি, আর আপনি তা কেন খান না? তিনি বলেন ঃ আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তা ঋতুবতী হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الطَّافِىْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

সমুদ্রগর্ভে মরে ভেসে ওঠা মাছ।

٣٢٤٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ سَلَمَةَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَحْرُ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَلَغَنِىْ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اَنَّهُ قَالَ هٰذَا نِصْفُ الْعِلْمِ لِاَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَبَحْرٌ فَقَدْ اَفْتَاكَ فِى الْبَحْرِ وَبَقِىَ الْبَرُّ .

৩২৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃতজীব হালাল"। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবু উবায়দা আল-জাওয়াদের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেন, এটা জ্ঞানের অর্ধেক। কারণ দুনিয়াটা (দুইভাগে বিভক্ত) ঃ স্থলভাগ ও জলভাগ। অতএব তোমাকে জলভাগ সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। আর অবশিষ্ট থাকলো স্থলভাগ।

٣٢٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَلْقَى الْبَحْرُ اَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ فَطَفَا فَلاَ تَاْكُلُوْهُ .

৩২৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা তোমরা আহার করো। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানির উপর ভেসে উঠে তা আহার করো না।[৪]

---

৪. মাটির বুকে যেমন হাজারো রকমের প্রাণী রয়েছে, তেমনি পানির জগতেও রয়েছে অসংখ্য প্রাণী। দিন দিন সমুদ্র বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে এ সম্পর্কে আমরা ততই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। পানির জগতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ফিক্‌হবিদগণের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতে, পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয। অপর এক দল ফিক্‌হবিদের মতে, নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাণী ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। আর হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, পানির জগতের সকল প্রকারের মাছ খাওয়া হালাল। এছাড়া আর সব প্রাণীই হারাম। আরেক দল ফিক্‌হবিদের মতে, স্থলভাগের যেসব প্রাণী খাওয়া হারাম, পানির জগতের ঐ জাতীয় প্রাণীগুলো ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। কুরআন মজীদের আয়াতে 'বাহ্‌র' (সমুদ্র) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাগর-মহাসাগর-নদী নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি সর্বপ্রকার জলাশয় এর অন্তর্ভুক্ত। এসম্পর্কে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাফসীরকারের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ আলুসী (র) লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমার (রা) এবং কাতাদার মতে সমুদ্রের শিকার বলতে পানিতে বসবাসকারী যেসব প্রাণী শিকার করা হয় এবং পরে মারা যায়-তা বুঝানো হয়েছে। আর "সমুদ্রের খাদ্য" বলতে সমুদ্র যেসব প্রাণী মৃত অবস্থায় (উপরিভাগে) নিক্ষেপ করে তা বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইবনে জারীর, মুজাহিদ এবং ইবনে আব্বাস (রা)-র অপর মত অনুযায়ী প্রথমটির অর্থ সমুদ্রের তাজা খাবার আর দ্বিতীয়টির অর্থ লবণ (তাফসীরে রুহুল মাআনী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০)।

আল্লামা ফাখরুদ্দীন রাযী (শাফিঈ) বলেন, শিকার শব্দের অর্থ যেসব প্রাণী শিকার করা হয়। পানির জগতের যেসব প্রাণী শিকার করা হয় তা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মাছ এবং এই শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় প্রাণী, তা খাওয়া হালাল। (২) ব্যাং এবং এই শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় প্রাণী, তা খাওয়া হারাম।

(২) উল্লেখিত দুই প্রকার প্রাণীর বাইরে যেসব প্রাণী রয়েছে তার হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে তা হারাম। ইবনে আবু লাইলা এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে তা খাওয়া হালাল। সমুদ্র শব্দের অর্থ নদী-নালা ইত্যাদির যাবতীয় পানি। সুমদ্রের শিকার বলতে যেসব প্রাণী কেবল পানিতেই বসবাস করে তাকে বুঝায়। কিন্তু যেসব প্রাণ কিছুক্ষণ স্থলভাগে এবং কিছুক্ষণ জলভাগে বসবাস করে-তা স্থলভাগের শিকার হিসাবেই গণ্য হবে। অতএব কাছীম, কাকড়া, উড়োক মাছ, ব্যাঙ, পানির পাখি ইত্যাদি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে (তাফসীরে কাবীর, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮)।

ইমাম কুরতবী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, যাবতীয় প্রকারের মাছ খাওয়া যাবে এছাড়া পানিতে বসবাসকারী অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। ইমাম মালেক, শাফিঈ ইবনে, আবু লাইলা, আওযাঈ এবং আসজাঈর বর্ণনা অনুযায়ী সুফিয়ান সাওরী এবং জমহুরের মতে পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল, তা মাছ হোক বা অন্য কোন প্রাণী, তা শিকারের মাধ্যমে হস্তগত হোক অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাক। কিন্তু ইমাম মালেক সামুদ্রিক শূকর (দেখতে সম্পূর্ণ মাছের মত) খাওয়া মাকরূহ মনে করছেন এই নামের কারণে, তবে হারাম মনে করতেন না। ইমাম শাফিঈর মতে, সামুদ্রিক শূকর খাওয়ায় কোন দোষ নেই। লাইস বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব খেতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা ও শাফঈর মতে ব্যাঙ এবং এ জাতীয় প্রাণী খাওয়া হারাম, কিন্তু ইমাম মালেকের মতে জায়েয। ইমাম শাফিঈর মতে ডলফিল, উড়োক পাখি এবং কুমীর খাওয়া হারাম।

আতা ইবনে আবু রবাহকে উভচর প্রাণী (ইবনুল মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তা কি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে না জলভাগের শিকার? তিনি জওয়াবে বলেন, তা অধিকাংশ সময় যেখানে বসবাস করে এবং যেখানে বাচ্চা দেয় সেখানকার প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। উভচর প্রাণী সম্পর্কে সঠিক কথা হচ্ছে তা স্থলভাগের প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইবনুল আরাবীর মতে তা হারাম। কেননা এগুলোর হালাল হওয়া বা হারাম হওয়া সম্পর্কে উভয় দিকের দলীল রয়েছে। অতএব সতর্কতার খাতিরে হারাম হওয়ার দলীলই অগ্রাধিকার পাবে (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

আবু বাক্র আল-জাস্সাস (হানাফী)) বলেন, আমাদের মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك (মাছা ছাড়া পানির জগতের অন্য কোন প্রাণী খাওয়া যাবে না)। সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। ইবনে আবু লাইলা বলেন, ব্যাঙ, সামুদ্রিক সাপ ইত্যাদি পানির যে কোন প্রাণী খাওয়ায় দোষ নেই। মালেক ইবনে আনাসেরও এই মত। ইমাম আওযাঈ বলেন, সমুদ্রের যাবতীয় শিকার খাওয়া হালাল। লাইস ইবনে সাদ বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব, সামুদ্রিক কুকুর এবং সামুদ্রিক ঘোড়া খাওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু সামুদ্রিক শূকর খাওয়া যাবে না। ইমাম শাফিঈর মতে পানির জগতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীই হালাল। এগুলোকে কাবু করাই হচ্ছে যবেহ করা (অস্ত্র দিয়ে গলা কাটার প্রয়োজন নাই)। সামুদ্রিক শূকর খাওয়াও দোষের ব্যাপার নয়।

যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেছেন তাঁরা "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো" আয়াতকে নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু (এই তাফসীরকারের মতে) উল্লেখিত আয়াত তাদের এই মতের সমর্থন করে না। কেননা আয়াতটি কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ করেছে

মাত্র। তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার দিকে এ আয়াত ইংগিত করে না। অনন্তর যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেন, তাদের এমত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বাতিল প্রমাণিত হয় ঃ আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব হালাল করা হয়েছে–মাছ ও টিড্ডি। অতএব এই দুই প্রকারের মৃতজীবকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্যান্য মৃতজীব হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য মৃতজীব হারাম করা হয়েছে" (বাকারা ঃ ১৭৩; নাহলঃ ১১৫) এবং "কিন্তু যদি মৃতজীব হয় তা হারাম" (আনআম ঃ ১৪৪)। সামুদ্রিক শূকরও হারাম। কেননা কুরআন মজীদে তা হারাম করা হয়েছে।

হযরত উসমান (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান বলেন, "এক ডাক্তার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঔষধের কথা উল্লেখ করে। সে তাঁকে আরো জানায় যে, ব্যাঙ দিয়েও ঔষদ তৈরি হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেন"। অতএব ব্যাঙ হচ্ছে পানির প্রাণী। তা খাওয়া এবং কোন কাজে লাগানো জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হত্যা করতে নিষেধ করতেন না। এ হাদীসের মাধ্যমে ব্যাঙ খাওয়া যখন হারাম প্রমাণিত হয়, তখন এর দ্বারা পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী (মাছ ছাড়া) খাওয়া হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা এ দু'টি প্রাণীর মধ্যে (জলজ প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে) কেউ কোনরূপ পার্থক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস (সমুদ্রের পানি পাক এবং এর মৃতজীব হালাল) বর্ণিত হয়েছে তা জলভাগের সব প্রাণী হালাল হওয়ার পক্ষে চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী সাঈদ ইবনে সালামা অপরিচিত ব্যক্তি (আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০)।

আবু বাকর আল-জাস্সাস (র) জমহুরের দলীল-কুরআনের আয়াতের জওয়াবে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ উল্লিখিত আয়াতে যদি সমুদ্রের বুকে শুধু শিকার কার্যকেই হালাল করা হয়ে থাকে এবং শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল না করা হয়ে থাকে, তবে এ শিকারকার্য হালাল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া আয়াতেই তো পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, "সমুদ্রের খাদ্য" এবং "তা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের পাথেয়"। দ্বিতীয়ত, তিনি আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জওয়াবে যা বলেছেন তা খুব একটা শক্তিশালী বক্তব্য নয়। কারণ হানাফী আলেমদের মতেই কোন যঈফ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তা আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না এবং তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা) ছাড়াও উল্লিখিত হাদীসটি আবু বুরদা (রা), জাবির (রা) এবং ফিরাসী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। জাস্সাস তার তাফসীরেই ঐ সূত্রগুলো উল্লেখ করেছেন। অনন্তর এ হাদীসে যে বক্তব্য রয়েছে তার সমর্থনে আরো একাধিক হাদীস বর্তমান রয়েছে। অতএব একথা স্বীকার করতে কোন দোষ নেই যে, এক্ষেত্রে আমাদের হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহুরের দলীল-প্রমাণ অধিক শক্তিশালী।

মরে ভেসে ওঠা মাছ

মরে পানির উর্ধ্ববিভাগে ভেসে ওঠা মাছকে বলা হয় তাফী (الطافى)। আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, এ জাতীয় মাছ খাওয়া মাকরূহ। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ, আসহাবে যাওয়াহির এবং জমহূরের মতে তাফী খাওয়া জায়েয, এতে মাকরূহ কিছু নেই। হযরত আলী (রা), জাবির (রা), তাউস, ইবনে সীরীন এবং জাবির ইবনে যায়েদ তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা)-র জায়েয সম্পর্কিত মতও বর্ণিত আছে এবং এটাই

সঠিক। মরে পানির উপরিভাগে ভেসে আসা মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহুরের দলীল অধিক শক্তিশালী।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, "তাফী খাওয়া হালাল, যে খেতে চায় তা খেতে পারে। তিনি আরো বলেন, "আমি আবু বাক্‌র (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পানির উপর মরে ভেসে উঠা মাছ খেয়েছেন"। একবার আবু আইউব আনসারী (রা) সমুদ্র ভ্রমণে গেলেন। তার সংগীরা পানির উপরিভাগে মরে ভেসে উঠা মাছ পেলেন এবং তা খাওয়া সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "তা খাও এবং আমাকেও দাও"। জাবালা ইবনে আতিয়া বলেন, আবু তালহা (রা)-র সংগীরা পানির উপরে ভাসমান মরা মাছ পেলেন। তারা এগুলো খাওয়া সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমাকেও তা থেকে উপহার দাও" (ইমাম কুরতুবীর আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

নাফে (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে এসে বললেন, সমুদ্র প্রচুর মাছ তীরে নিক্ষেপ করেছে। আমরা কি তা খেতে পারি? তিনি বললেন, "তোমরা তা খেও না"। অতঃপর ইবনে উমার (রা) বাড়িতে গিয়ে কুরআন শরীফ হাতে নিলেন এবং সূরা মায়েদা পাঠ করতে করতে "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য হালাল করা হলো.... " আয়াতে পৌছলেন। আয়াত পাঠ শেষে তিনি আমাকে বললেন, "যাও এবং তাকে বলো, সে যেন তা খায়। কেননা তা খাদ্য" (তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যখন বাহরাইন গেলাম, সেখানকার লোকেরা সমুদ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাছ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। তাদেরকে আমি তা খাওয়ার অনুমতি দিলাম। অতঃপর আমি (মদীনায়) উমার (রা)-র কাছে ফিরে এসে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন ঃ "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো"। অতএব 'সমুদ্রের শিকার' হচ্ছে 'যা শিকার করা হয়' এবং সমুদ্রের খাদ্য 'যা সে উদগীরণ করে' (ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬১৪)।

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ আল-মুগনীতে লেখা আছে ঃ আবু বাক্‌র (রা) এবং আবু আইউব আনসারী (রা) তাফী খাওয়া হালাল বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আতা, মাকহুল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবরাহীম নাখঈ এই মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে জাবির (রা), তাউস, ইবনে সীরীন, জাবির ইবনে যায়েদ এবং হানাফী মতাবলম্বীগণ তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন (৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭২)।

হানাফী আলেমগণ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেন ঃ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানির উপর ভেসে ওঠে তা খেও না।" কিন্তু এ হাদীসের সনদ সহীহ্ নয়। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, বরং জাবির (রা)-র নিজের বক্তব্য। ইমাম দারু কুতনী বলেন, এ হাদীসের এক রাবী আবদুল আযযী ইবনে উবাইদুল্লাহ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য। হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী থেকে মারফূ ও মাওকূফ উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মাওকূফ সূত্রটিই সঠিক। আইউব সুখিতিয়ানী, উবাইদুল্লহ ইবনে আমর, ইবনে

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْغُرَابِ

কাক।

٣٢٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ يَاْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسِقًا وَاللّٰهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

৩২৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন্ লোক কাক খায়? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রেখেছেন "ফাসিক" (নিকৃষ্ট প্রাণী)। আল্লাহ্র শপথ! তা পবিত্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٢٤٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْاَنْصَارِىُّ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ .

৩২৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাপ ক্ষতিকর প্রাণী, বিছা ক্ষতিকর প্রাণী, ইঁদুর ক্ষতিকর প্রাণী এবং কাক ক্ষতিকর প্রাণী। কাসিমের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, কাক আহার করা যায় কি? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, কোন্ লোক কাক আহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার পর যে, 'তা ফাসিক'?

জুরাইজ, যুহাইর, হাম্মাদ ইবেন সালামা প্রমুখ রাবীগণ এটাকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া এবং ইবনে আবু যেব আবুয-যুবায়রের সূত্রে এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সহীহ নয় (তাফসীরে কুরতুবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-১৯)। তাছাড়া হযরত জাবির (রা) নিজেই তাফী খেয়েছেন বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। জায়শুল খাবাত-এর যুদ্ধে তারা সমুদ্রের তীরে বিরাটকায় মরা তিমি মাছ (العنرة) পান। এক মাস ধরে তিনশো সৈনিক তা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। তারা মদীনায় ফিরে এসে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ "তা খাদ্য, তা আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। তোমাদের কাছে তা অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরও খেতে দাও"। জাবির (রা) বলেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালাম এবং তিনি তা খেলেন (বুখারী, আবু দাউদ ও অন্যান্য) (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الْهِرَّةِ

বিড়াল।

٣٢٥٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا .

৩২৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল ও তার ক্রয়মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

৫. আবু হুরায়রা (রা)-সহ একদল তাবিঈর মতে বিড়াল ক্রয়-বিক্রয় মোটেই জায়েয নয়। কিন্তু তায়্যিবী বলেন যে, তা যদি প্রয়োজনীয় ও উপকারী হয়, তবে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। জমহূর আলেমগণের অভিমতও তাই (অনুবাদক)।

সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

مُقَدِّمَةٌ (ভূমিকা)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلاَةِ (নামায)

৩. كِتَابُ الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا (আযান)

৪. كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (মসাজিদ ও জামাআত)

৫. كِتَابُ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا (ইকামাতুস সালাত)

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

৫. كِتَابُ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا (অবশিষ্টাংশ)

(জুমুআর নামায, সুন্নাত নামাযসমূহ, বেতের নামায, সালাতুল খাওফ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায, ইসতিসকা, ঈদের নামায রাতের নফল ইবাদত)

৬. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযা)

৭. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

৮. كِتَابُ الزَّكَاةِ (যাকাত)

৯. كِتَابُ النِّكَاحِ (নিকাহ বা বিবাহ)

১০. كِتَابُ الطَّلاَقِ (তালাক)

১১. كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ (কাফ্ফারাসমূহ)

তৃতীয় খণ্ড
(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)

১২. كِتَابُ التِّجَارَاتِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)

১৩. كِتَابُ الْأَحْكَامِ (বিধান)

১৪. كِتَابُ الْهِبَاتِ (হেবাসমূহ)

১৫. كِتَابُ الصَّدَقَاتِ (দান, আমানত, হাওয়ালা, কর্জ)

১৬. كِتَابُ الرُّهُوْنِ (বন্ধক)

১৭. كِتَابُ الشُّفْعَةِ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)

১৮. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানোপ্রাপ্তি)

১৯. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)

২০. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ, শাস্তি)

২১. كِتَابُ الدِّيَاتِ (রক্তপণ)

২২. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

২৩. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (ফারাইয বা উত্তরাধিকার)

২৪. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

২৫. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

২৬. كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ (কোরবানী)

২৭. كِتَابُ الذَّبَائِحِ (যবেহ)

২৮. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

চতুর্থ খণ্ড

(৩২৫১ নং হাদীস থেকে ৪৩৪১ হাদীস)

২৯. كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ (আকীকা)

৩০. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)

৩১. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

৩২. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩৩. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)

৩৪. كِتَابُ الدُّعَاءِ (দোয়া)

৩৫. كِتَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

৩৬. كِتَابُ الْفِتَنِ (কলহ ও বিপর্যয়)

৩৭. كِتَابُ الزُّهْدِ (কৃচ্ছ্রসাধনা)